

ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭।

(ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং-৮৭৪,
তারিখ ২০ শে নভেম্বর, ১৯৩৭ মারফত প্রকাশিত।
(৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪ পর্যন্ত সংশোধিত)

ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭

পরিচ্ছেদ-১। সাধারণ

- বিধি ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রয়োগ।
বিধি ২। ব্যাখ্যামূলক দফাসমূহ।

পরিচ্ছেদ-২। ভূমির শ্রেণী বিন্যাস এবং হস্তান্তর; খাজনার আদর্শ ছক; ব্যবস্থাপনা।

- বিধি ৩। সাধারণ ভূমি রেজিস্টার।
বিধি ৪। ভূমির শ্রেণী বিন্যাস।
বিধি ৫। 'ক' শ্রেণীর ভূমি।
বিধি ৬। 'খ' শ্রেণীর ভূমি।
বিধি ৭। ভূমি এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে স্থানান্তর।
বিধি ৮। খাজনার আদর্শ ছক।
বিধি ৯। ভূমি ব্যবস্থাপনা।

পরিচ্ছেদ-৩। মিলিটারী এস্টেটস অফিসার দ্বারা ব্যবস্থাপনা

- বিধি ১০। সাধারণ ভূমি রেজিস্টার সংরক্ষণ।
বিধি ১১। প্রাপ্তিসমূহ জমা।
বিধি ১২। মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের ভূমি রাজস্ব রেজিস্টার।

পরিচ্ছেদ-৪। 'ক' শ্রেণীর ভূমির জন্য বিশেষ বিধি

- বিধি ১৩। 'ক' শ্রেণীর ভূমির তফসিল।
বিধি ১৪। 'ক' শ্রেণীর ভূমির জন্য বিশেষ বিধিমালা।

পরিচ্ছেদ-৫। মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক ভূমি হস্তান্তর

- বিধি ১৫। ভূমি বিক্রয় নিষিদ্ধ।
বিধি ১৬। নির্মাণের স্থানসমূহ। ইজারাসমূহ। সাধারণ শর্তাবলী।
বিধি ১৭। নির্মাণের স্থানমূহের জন্য দরখাস্ত।
বিধি ১৮। স্টেশন কমান্ডার কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের প্রেক্ষিতে কার্যপ্রণালী।
বিধি ১৯। স্টেশন কমান্ডার কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে কার্যপ্রণালী।
খাজনা এবং কিস্তির সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ।

- বিধি ২০। জরিপ এবং সীমানা নির্ধারণ।
 বিধি ২১। নিলামের নোটিশ।
 বিধি ২২। নিলাম।
 বিধি ২৩। সফল দরদাতা কর্তৃক জমা।
 বিধি ২৪। নিলাম নিশ্চিতকরণ।
 বিধি ২৫। কালেক্টার এর ক্ষমতা।
 বিধি ২৬। বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে ইজারা হস্তান্তর।
 বিধি ২৭। পুরাতন বরাদ্দ নিয়মিতকরণের জন্য বিশেষ ইজারা।
 বিধি ২৮। ইজারা সম্পাদন।
 বিধি ২৯। বরাদ্দের রেজিস্টার (নির্মাণ স্থানসমূহ)।
 বিধি ৩০। বরাদ্দের রেকর্ড।
 বিধি ৩১। বিশেষ মেয়াদ এবং বিশেষ শর্তে ইজারা।
 বিধি ৩২। কৃষি ভূমি। ইজারা।
 বিধি ৩৩। কৃষি ভূমি। হস্তান্তর পদ্ধতি।
 বিধি ৩৪। কৃষি ইজারার রেকর্ড।
 বিধি ৩৫। কৃষি ইজারা সম্পাদন।
 বিধি ৩৬। কৃষি ভূমি বরাদ্দের রেকর্ড।
 বিধি ৩৭। বিবিধ উদ্দেশ্যে ইজারা।
 বিধি ৩৮। বিবিধ উদ্দেশ্যে ইজারাকৃত স্থান হস্তান্তর।
 বিধি ৩৯। লাইসেন্সের অধীনে ভূমি অস্থায়ীভাবে দখল।
 বিধি ৪০। অস্থায়ীভাবে ভূমি দখলের জন্য লাইসেন্সের ক্ষমতা।
 বিধি ৪১। ইজারার বিশেষ শর্তাবলী।
 বিধি ৪২।

পরিচ্ছেদ-৬। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ব্যবস্থাপনা

- বিধি ৪৩। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ শর্তাবলী।
 বিধি ৪৪। সাধারণ ভূমি রেজিস্টার। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
 বিধি ৪৫। সাধারণ ভূমি রেজিস্টার সংরক্ষণ।
 বিধি ৪৬। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষণকৃত রেজিস্টারসমূহ।
 বিধি ৪৭। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ভূমি হস্তান্তর।

পরিচ্ছেদ-৭। মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক প্রবেশ ও পরিদর্শন

- বিধি ৪৮। মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ব্যবস্থাপনাধীন ভূমিতে প্রবেশ এবং উহার পরিদর্শন।
 বিধি ৪৯। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ব্যবস্থাপনাধীন ভূমিতে প্রবেশ এবং উহার পরিদর্শন।

ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালার টাকায় উল্লেখিত ভারত সরকারের পত্রাবলী।

২১৯৪৫	৪/এডি	তারিখ ২৭-১০-২৫	বিধি ২৮ টাকা (ii)(১)
৩০৬৬৪	১/এডি	তারিখ ২-১-২৬	বিধি ৪৩ টাকা (iv)
৩০৬৬৪	৩/এডি	তারিখ ১-৪-২৬	বিধি ৪৩ টাকা (iv)
৩১৪৮৮	১/এডি	তারিখ ৬-৪-২৬	বিধি ১৪ টাকা (vi)
৩১৯৭৭	১/এডি	তারিখ ৪-৫-২৬	বিধি ২৬ টাকা (x)
৩০৬৬৪	৫/এডি	তারিখ ২৫-৮-২৬	বিধি ১৪ টাকা (x)
৩৪০২৪	১/এডি	তারিখ ২২-৩-২৭	বিধি ১৪ টাকা (i)
৩৪০৬৪	১/এডি	তারিখ ১৪-৪-২৭	বিধি ৩৩ টাকা (ii)
৩৩৯৬৩	৩/এডি	তারিখ ৪-৫-২৭	বিধি ১৪ টাকা (i)
৩৪২৫২	১/এডি	তারিখ ১৩-৫-২৭	বিধি ২৬ টাকা (xi)
৩৪৩২৬	৩/এডি	তারিখ ৯-৬-২৭	বিধি ২৬ টাকা (v)
৩৪৭২৪	১/এডি	তারিখ ১২-৮-২৭	বিধি ২ টাকা (v)
৩৪৮৭৫	১/এডি	তারিখ ১৫-১০-২৭	বিধি ২৬ টাকা (xi)
৩৬০৭০	১/এডি	তারিখ ৬-১-২৮	বিধি ৫ টাকা (i) (গ)
৩৬৪২১	১/এডি	তারিখ ৯-৪-২৮	বিধি ৬ টাকা (i)
৩৬২৪৪	২/এডি	তারিখ ৫-৬-২৮	বিধি ২৬ টাকা (xi)
৪২৮	এডি ৪	তারিখ ২০-২-২৯	বিধি ২৮ টাকা (vi)
৬৭৫	এডি ৪	তারিখ ২০-৩-২৯	বিধি ২২ টাকা (ii)
৭১২	এডি ৪	তারিখ ২১-৩-২৯	বিধি ২৬ টাকা (xi)
৯০৮	এডি ৪	তারিখ ২৯-৪-২৯	বিধি ৩ টাকা (iv)
১৭৯৪	এডি ৪	তারিখ ১১-৭-২৯	বিধি ৬ টাকা (iii) (ছ)
৭১৪	এডি ৪	তারিখ ২১-২-৩০	বিধি ২৬ টাকা (vi)
১৮১	আর/এডি ৪	তারিখ ১৫-৪-৩০	বিধি ২৮ টাকা (iv) (ঘ)
৪১৩	আর/এডি ৪	তারিখ ২৬-৬-৩০	বিধি ২৮ টাকা (iv) (গ)
১৪৪৮	এলএল/এডি ৪	তারিখ ২৪-৭-৩০	বিধি ২৬ টাকা (i) (খ)
১৯৪১	এলএল/এডি ৪	তারিখ ৬-৮-৩০	বিধি ২৮ টাকা (iv)(গ)
৫২৩	আর/এডি ৪	তারিখ ১৩-৮-৩০	বিধি ২৬ টাকা (v)(খ)
৫৭৮	আর/এডি৪	তারিখ ৪-৯-৩০	বিধি ৩৩ টাকা (vii)(ii)
১৮২০	এলএল/এডি ৪	তারিখ ১-১০-৩০	বিধি ৩ টাকা (iv)
৮৪০	আর/এডি ৪	তারিখ ১৬-১২-৩০	বিধি ৩৩ টাকা (vi)
৮৪১	আর/এডি ৪	তারিখ ১৭-১২-৩০	বিধি ৩৩ টাকা (vii)
৩২	এস/এডি ৪	তারিখ ১৮-১২-৩০	বিধি ১৪ টাকা (viii)
৮৬৯	আর/এডি ৪	তারিখ ২৩-১২-৩০	বিধি ১০ টাকা (v)
৭২	এম/এডি ৪	তারিখ ৫-১২-৩১	বিধি ৩৯ টাকা (iv)
৪২৬	আর/এডি ৪	তারিখ ১৫-৬-৩১	বিধি ৩৩ টাকা (vi)
৪৪৬	আর/এডি ৪	তারিখ ২০-৬-৩১	বিধি ১৪ টাকা (ii)
৪৪	এসসি/এডি ৪	তারিখ ৮-৭-৩১	বিধি ১৪ টাকা (viii)
১৭৭	এ/এডি ৪	তারিখ ২৪-৮-৩১	বিধি ৩৩ টাকা (v)
৫৯১	আর/এডি ৪	তারিখ ৭-৯-৩১	বিধি ৩৩ টাকা (vi)
১০	আর/এডি ৪	তারিখ ১১-১-৩২	বিধি ২৮ টাকা (iii)(খ)
১০৯	আর/এডি ৪	তারিখ ১৯-৪-৩৩	বিধি ৩ টাকা (iv)
২৬৭৮	এলসি/এডি ৪	তারিখ ১০-৮-৩৩	বিধি ২৬ টাকা (iv)
৩৬৫	আর/এডি ৪	তারিখ ১২-৯-৩৩	বিধি ৩৩ টাকা (iv)
২৮৩৫	এলসি/এডি ৪	তারিখ ১৩-৯-৩৩	বিধি ১৭ টাকা (iii)
৪০২	এলসি/এডি ৪	তারিখ ৬-২-৩৪	বিধি ৩১ টাকা (iv)
৫২৮	আর/এডি ৪	তারিখ ৮-১০-৩৪	বিধি ১৪ টাকা (x)
২৩	এল/এডি ৪	তারিখ ১২-১-৩৫	বিধি ২৮ টাকা (iii)
৮২৪	এলসি/এডি ৪	তারিখ ২১-৩-৩৫	বিধি ২৮ টাকা (v)(iii)
১০০১	এলসি/এডি ৪	তারিখ ১৭-৫-৩৫	বিধি ৭ টাকা (৩)
৩২৬৫	এলসি/এডি ৪	তারিখ ৯-১১-৩৫	বিধি ৪১ টাকা (iii)
৪৭৫	এ/১/ডি ৪	তারিখ ৩-১-২৬	বিধি ৪০ টাকা (iii)
৪৮১	আর/ডি ৪	তারিখ ১২-৩-৩৬	বিধি ১৪ টাকা (iii) (খ)
১০২১	এলসি/ডি ৪	তারিখ ১৬-৩-৩৬	বিধি ১৪ টাকা (ix)
১৮৩	আর/ডি ৪	তারিখ ৯-৪-৩৬	বিধি ১৪ টাকা (x)

৩৩০১	এলসি/ডি ৪	তারিখ ২১-৯-৩৬	বিধি ১৪ টাকা (vii)
২১০৪	এলসি/ডি ৪	তারিখ ২-৭-৩৬	বিধি ১৪ টাকা (v)
৬২০	আর/ডি ৪	তারিখ ২৯-৯-৩৬	বিধি ৪১ টাকা (v)
৪০৩২	এলসি/ডি ৪	তারিখ ২৭-১১-৩৬	বিধি ৪১ টাকা (iv)
১৫২	এলসি/ডি ৪	তারিখ ১৯-১-৩৭	বিধি ১৪ টাকা (iv)
২৪৩	আর/১/ডি ৪	তারিখ ৬-৪-৩৭	বিধি ৫ টাকা (i)(গ)
২৭৯১	এলসি/ডি ৪	তারিখ ১১-৮-৩৭	বিধি ৩৯ টাকা (vi)
৭৮৩	আর/ডি ৪	তারিখ ২৫-১০-৩৭	বিধি ৭ টাকা (৩)
৪৫৩	এলসি/ডি ৪	তারিখ ১০-১২-৩৭	বিধি ৩৯ টাকা (ii)
৪২২০	এলসি/ডি ৪	তারিখ ২০-১২-৩৭	বিধি ৩১ টাকা (iv) (খ)
২২৫	এলসি/ডি ৪	তারিখ ২৮-১-৩৮	বিধি ৩১ টাকা (iv) (খ)
৩৭৯৫	এলসি/ডি ৪	তারিখ ১৫-২-৩৮	বিধি ৪৩ টাকা (i)
১১১	আর/ডি ৪	তারিখ ১৭-২-৩৮	বিধি ৪৩ টাকা (v)
৭৫৭	এল/ডি ৪	তারিখ ৯-৩-৩৮	বিধি ৩৭ টাকা (i)
৯৭৫	এলসি/ডি ৪	তারিখ ২৩-৩-৩৮	বিধি ৩ টাকা (i) (ii) (iv) (v)
১০৯	বি/ডি ৪	তারিখ ৩০-৩-৩৮	বিধি ৪০ টাকা (ii)
৩০০	আর/ডি ৪	তারিখ ১৩-৪-৩৮	বিধি ৩৯ টাকা (v)
১৪০৯	এলসি/ডি ৪	তারিখ ৪-৫-৩৮	বিধি ১৪ টাকা (xi)
৩৩৫	আর/ডি ৪	তারিখ ৪-৫-৩৮	বিধি ৯ টাকা (iii)
৭৭৮	এল/ডি ৪	তারিখ ৬-৫-৩৮	বিধি ১৪ টাকা (vii)
১৩৯৮	এলসি/ডি ৪	তারিখ ৬-৫-৩৮	বিধি ৩ টাকা (i)
১৪১৩	১/এলসি	তারিখ ১০-৫-৩৮	বিধি ৬ টাকা (iii)
৫১৭	আর/ডি ৪	তারিখ ৪-৬-৩৮	বিধি ৬ টাকা (i)
১৬২৮	এলসি/ডি ৪	তারিখ ৭-৬-৩৮	বিধি ৬ টাকা (iii) (ছ)
৫৪৯	আর/ডি ৪	তারিখ ১০-৬-৩৮	বিধি ১৪ টাকা (iv)
৫৫৩	আর/ডি ৪	তারিখ ১১-৬-৩৮	বিধি ৮ টাকা (i)
৫৫৪	আর/ডি ৪	তারিখ ১৫-৬-৩৮	বিধি ৫ টাকা (i)
১৯০	বি/ডি ৪	তারিখ ১৭-৬-৩৮	বিধি ৪০ টাকা (i)
১৯৯৩	এলসি/ডি ৪	তারিখ ৮-৭-৩৮	বিধি ২৭ টাকা (i)
৬১৮	আর/ডি ৪	তারিখ ৮-৭-৩৮	বিধি ৪৩ টাকা (i)
৭৬৮	আর/ডি ৪	তারিখ ১১-৭-৩৮	বিধি ১১ টাকা (i)
২৩০০	এলসি/ডি ৪	তারিখ ৯-৮-৩৮	বিধি ৩ টাকা (i)
৪৭৬	এ/ডি ৪	তারিখ ২০-৮-৩৮	বিধি ২২ টাকা (ii)
১৪৫৯	এল/ডি ৪	তারিখ ২৩-৮-৩৮	বিধি ৩ টাকা (vi)
৯৭৪	আর/ডি ৪	তারিখ ২-৯-৩৮	বিধি ৯ টাকা (i)
৯৭৪	আর/২/ডি ৪	তারিখ ২-৯-৩৮	বিধি ৯ টাকা (ii)
১০২০	আর/ডি ৪	তারিখ ৬-৯-৩৮	বিধি ১৩ টাকা (i)
৯৫৫	আর/ডি ৪	তারিখ ৮-৯-৩৮	বিধি ২৭ টাকা (i)
২৮৫৩	এলসি/ডি ৪	তারিখ ১০-৯-৩৮	বিধি ৩ টাকা (i)
৩১০০	এলসি/ডি ৪	তারিখ ২১-৯-৩৮	বিধি ১৪ টাকা (v) (গ)
৩৩৫	আর/ডি ৪	তারিখ ২৭-৯-৩৮	বিধি ১৫ টাকা (i)
১১২৪	আর/ডি ৪	তারিখ ২৭-৯-৩৮	বিধি ১৮ টাকা (i)
১১২৬	আর/ডি ৪	তারিখ ২৮-৯-৩৮	বিধি ১০ টাকা (ii)
১২১৪	আর/ডি ৪	তারিখ ২৫-১০-৩৮	বিধি ১৯ টাকা (i)
১১৮	আর/ডি ৪	তারিখ ১০-২-৩৯	বিধি ২১ টাকা (ii)
১১৮	আর/২/ডি ৪	তারিখ ১০-২-৩৯	বিধি ২২ টাকা (i)
১৭৮	আর/ডি ৪	তারিখ ২০-২-৩৯	বিধি ২৪ টাকা (i)
৪০০	আর/ডি ৪	তারিখ ৬-৬-৩৯	বিধি ২৬ টাকা (viii)
৬০৫	আর/ডি ৪	তারিখ ১০-৬-৩৯	বিধি ৩৩ টাকা (i)
২০৪০	এলসি/ডি ৪	তারিখ ১৬-৬-৩৯	বিধি ২৮ টাকা (v)
৭৬৯	আর/ডি ৪	তারিখ ২১-৭-৩৯	বিধি ২৩ টাকা (i)
৭৮১	আর/ডি ৪	তারিখ ২২-৮-৩৯	বিধি ১৩ টাকা (v)
৯৯৯	আর/ডি ৪	তারিখ ২১-৯-৩৯	বিধি ১৩ টাকা (v)
১১১৫	আর/ডি ৪	তারিখ ১৩-১০-৩৯	বিধি ৯ টাকা (i)
১২৯৬	আর/ডি ৪	তারিখ ২৫-১১-৩৯	বিধি ৯ টাকা (i)
৩৯০	এলসি/ডি ৪	তারিখ ৩১-১-৪০	বিধি ১৪ টাকা (v)
১০২৯	এলসি/২/ডি ৪	তারিখ ৯-৪-৪০	বিধি ৩ টাকা (v)

১২৫৬	এলসি/ডি ৪	তারিখ	১১-৪-৪০	বিধি	৯	টীকা	(i)
৩৭৩৩	এলসি/ও/ডি ৪	তারিখ	১৭-৪-৪০	বিধি	৩	টীকা	(iii)
১২৮২	এলসি/ডি ৪	তারিখ	১৭-৪-৪০	বিধি	৩	টীকা	(v)
১৩৭৫	এলসি/ডি ৪	তারিখ	১৬-৫-৪০	বিধি	২৬	টীকা	(iii)
১৩	এসসি/ডি ৪	তারিখ	১৯-৬-৪০	বিধি	১৪	টীকা	(viii)
০৯৫	এলসি/ডি ৪	তারিখ	১৯-১০-৪০	বিধি	১৪	টীকা	(v)
৪৪৫৯	এলসি/ডি ৪	তারিখ	২০-১২-৪০	বিধি	৪৩	টীকা	(ii)
৪৫৪১	ডি ৪	তারিখ	২৮-৪-৪১	বিধি	২৬	টীকা	(vi)
৫৬৪১	ডি ৪	তারিখ	৪-৬-৪১	বিধি	২৮	টীকা	(viii)
৭৪৭৯	ডি ৪	তারিখ	১৯-৭-৪১	বিধি	৪১	টীকা	(vi)
১১৮৮০	১/ডি ৪	তারিখ	১-১১-৪১	বিধি	৪৩	টীকা	(vi)
১২৫৯৮	ডি ৪	তারিখ	১৪-১১-৪১	বিধি	৯	টীকা	(iv)
৭৩	এল/ডি ৪	তারিখ	৭-১-৪২	বিধি	১৪	টীকা	(xi)
১২১১৭	/ডি ৪	তারিখ	৮-১-৪২	বিধি	২৮	টীকা	(ix)
৯০৯	এল/ডি ৪	তারিখ	৫-৩-৪২	বিধি	২৬	টীকা	(vii)
১২৮৩	এল/ডি ৪	তারিখ	১২-৩-৪২	বিধি	৯	টীকা	(iv)
৩৫৯৫	এল/ডি ৪	তারিখ	১৫-৫-৪২	বিধি	৪১	টীকা	(v)
৩৫৩৪	জি/ডি ৪	তারিখ	২৯-৫-৪২	বিধি	৪২	টীকা	
৬৭৫৫	এল/সি/এল	তারিখ	৭-১০-৪২	বিধি	৩৩	টীকা	(v)
৯৫১৪	এল/সি/এল	তারিখ	২৩-১২-৪২	বিধি	৯	টীকা	(iv)
১৩২৫	এল/সি/এল	তারিখ	২০-২-৪৩	বিধি	৯	টীকা	(iv)
১৩৩২	এল/সি/এল	তারিখ	২৩-২-৪৩	বিধি	৯	টীকা	(iv)
৮৮৪/	২/সি/এল	তারিখ	৪-২-৪৩	বিধি	৬	টীকা	(i)
৪০/১/এল/সিএল/৪৩		তারিখ	১৬-৮-৪৩	বিধি	৩	টীকা	(iii)
১৮/১৩১/এল/সিএল/৪৪		তারিখ	২১-৮-৪৪	বিধি	২৮	টীকা	(x)

পরিচ্ছেদ-১

সাধারণ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রয়োগ।- (১) এই বিধিমালা ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহারা বৃটিশ বেলুচিস্তানসহ বৃটিশ ভারতের সকল ক্যান্টনমেন্টে প্রযোজ্য হইবে।

(i) ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর ভাষ্য প্রধানত: এবং অপরিহার্যভাবে এই সকল বিধিমালার ব্যাখ্যার দিক নির্দেশনা হিসাবে মনে করা হইয়াছে, টীকাসমূহ সংবিধিবদ্ধ বিধিমালার সম্পূরক, কিন্তু ইহারা কোন ক্রমেই উহাদের বিধানসমূহকে বাতিল করে না। এইগুলি ভারত সরকার কর্তৃক সমর্থিত এবং ইহাদের উপর সেইরূপেই কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(ii) ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালার উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিরূপণ :-

(ক) এইগুলি ক্যান্টনমেন্টের প্রত্যেক খণ্ড ভূমির একটি বিজ্ঞান সম্মত শ্রেণী বিন্যাস এবং সম্পূর্ণ রেকর্ড ভিত্তিক বিস্তারিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সকল সামরিক প্রয়োজন নিশ্চিত করিতে এবং সরকারী স্বত্বের উপর অবৈধ দখল প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পায়।

(খ) ভারত সরকারের আর্থিক স্বার্থ এবং ঘটনাক্রমে ক্যান্টনমেন্ট ফান্ডের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য এইগুলির পরিকল্পনা করা হইয়াছে; যখনই ভবিষ্যতে কোন ভূমি বেসরকারী ব্যক্তি বা সংস্থাকে হস্তান্তর করা হইবে, তখন ইহা নিশ্চিত করা হইবে যে, ইজারার শর্ত এইরূপ হইবে যাহা ইজারাদাতাকে প্রচুর পরিমাণ আয় এবং ইজারা গ্রহীতাকে ভোগ দখলের যথেষ্ট নিরাপত্তা প্রদান করে।

(গ) এইগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবেই এমনরূপে প্রণয়ন করা হইয়াছে যাহাতে, প্রাদেশিক সরকার সমূহের সদয় সম্মতিক্রমে সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহকে স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষসমূহের পরামর্শের সুবিধা এবং যতদূর সম্ভব, বেসামরিক ধরনের প্রশাসনিক দায়িত্বের সহায়তা নিশ্চিত করা যায়।

২। ব্যাখ্যামূলক দফাসমূহ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

(ক) “আইন” অর্থ ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪;

(খ) “বাজার” অর্থ আইনের ৪৩ক ধারার অধীনে বাজার এলাকা হিসাবে ঘোষিত কোন এলাকা, এবং যেই কোন এলাকা যাহা কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণে বাজার হিসাবে ঘোষণা করে, তাহা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) “নির্মাণার্থে নির্বাচিত স্থান” অর্থ কোন ভূমির অংশ বিশেষ যাহা নির্মাণ কাজের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত বা নির্ধারণের ইচ্ছা করা হইয়াছে; উহার উপর কোন দালান নির্মিত হউক বা না হউক, এবং ইহাতে উহার উপর নির্মিত যেই কোন দালানের খোলা জায়গা বা উহা দ্বারা ঘেরাওকৃত বা সংলগ্ন প্রাঙ্গণ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) “সামরিক” বলিতে “নৌ বাহিনী” এবং “বিমান বাহিনী” অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) “মিলিটারী এস্টেটস অফিসার” অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই বিধিমালার অধীনে একজন মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা; এবং

(চ) “জরিপ নম্বর” অর্থ কোন জমির অংশ বিশেষ যাহার এলাকা একটি নির্দেশক সংখ্যার মাধ্যমে পৃথকভাবে ক্যান্টনমেন্টের ভূমি রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; এবং

(i) বিধি ২ এ যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তিসমূহকে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই ঐগুলি ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪, বা সাধারণ দফা আইনে উহাদের সংশ্লিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, “ব্যক্তি” বলিতে ব্যক্তিবর্গের একটি সংস্থা এবং “কালেক্টর” বলিতে একজন ডেপুটি কমিশনার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(ii) ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ বা উহার অধীনে প্রণীত বিধিসমূহের অধীনে জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন এবং আদেশে, অফিসারস কমান্ডিং-ইন-চীফ, উত্তরাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল কমান্ডস এবং কমান্ডার, পশ্চিমাঞ্চল (স্বাধীন) জেলা প্রভৃতিকে যেই সকল ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, উহা সংশ্লিষ্ট অফিসার-কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড, বা সেনাবাহিনী দ্বারা প্রতিরক্ষা বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন নং ৫৪, তারিখ ২২ শে আগস্ট, ১৯৪২ মূলে তাহার অধীনস্থ এলাকায় প্রয়োগযোগ্য।

(iii) বাজারসমূহ। ক্যান্টনমেন্টস আইনের ধারা ৪৩ক এর অধীন প্রজ্ঞাপনে ক্যান্টনমেন্টসমূহের যেই সকল এলাকাকে বাজার এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, সেইগুলি প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রজ্ঞাপনে নিচে উল্লেখ করা হইল :

আগ্রা	নং ৮৯৮ তারিখ ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৭।
আহমেদনগর	তফসিল ১৭, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭ এবং ৫৫৫, তারিখ ১৭ জুলাই, ১৯৩৭।
এলাহাবাদ	তফসিল ১, নং ৪৪১ তারিখ ৫ জুন, ১৯৩৭ এবং নং ৩৩১ তারিখ ৯ এপ্রিল, ১৯৩৮।
আম্বালা	তফসিল ১, নং ৩৩৫ তারিখ ২২ মে ১৯৩৭, নং ৩৯৫ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২, নং ১২৮ তারিখ ১০ অক্টোবর ১৯৪২ এবং নং ৩৩ তারিখ ১৬ জানুয়ারি ১৯৪৩।
বেরেইলী	তফসিল ১১, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
বারাকপুর	তফসিল ১২, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭ এবং নং ৯০১ তারিখ ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৭।
বেলগাঁউম	তফসিল ১৮, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
বেনারস	তফসিল ২, নং ৪৪১ তারিখ ৫ জুন, ১৯৩৭।
কানপুর	তফসিল ১৩, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭ এবং ৪৮১ তারিখ ১৯ জুন, ১৯৩৭।
দিল্লী	নং ৭২৫ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭।
দেওলালী	তফসিল ১৯, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
দিনাপুর	তফসিল ৩, নং ৪৪১ তারিখ ৫ জুন, ১৯৩৭ এবং নং ৯০১ তারিখ ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৭।
ফিরোজপুর	তফসিল ২, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
ফৈজাবাদ	নং ৫৬৭ তারিখ ২৪ জুলাই, ১৯৩৭।
হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু)	তফসিল ১০, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
ঝাঁসী	নং ৯১৩ তারিখ ৭ জুন, ১৯৪১।
জব্বলপুর	তফসিল ২০, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
জলন্ধর	তফসিল ৩, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
কাম্পটী	তফসিল ২১, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
কশৌলী	নং ২২৩ তারিখ ১২ মার্চ, ১৯৩৮।
কার্কী	তফসিল ২২, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
লাহোর	তফসিল ৪, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
ল্যাসডাউন	তফসিল ১৪, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭ এবং নং ৯০১ তারিখ ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৭।
লাখনৌ	তফসিল ১৫, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭ এবং ৫৬৮ তারিখ ২৪ জুলাই, ১৯৩৭।

মীরাত	নং ৭২৬ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭।
মহৌ	রাজনৈতিক বিভাগ প্রজ্ঞাপন নং ১১৪-১-খ তারিখ ১৯ মে, ১৯৩৮।
মুলতান	তফসিল ৫, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
নাসিরাবাদ	তফসিল ৫, নং ৪৪১ তারিখ ৫ জুন, ১৯৩৭।
নওসেরা	তফসিল ৬, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
পাচমারহি	তফসিল ২৩, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
পেশাওয়ার	তফসিল ৭, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
পুনা	তফসিল ২৪, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
রাণিক্ষেত	তফসিল ৪, নং ৪৪১ তারিখ ৫ জুন, ১৯৩৭।
রাওয়ালপিন্ডি	তফসিল ৮, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
সেন্ট টমাস মাউন্ট	তফসিল ২৫, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
সৌগড়	তফসিল ২৬, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
শিলং	তফসিল ৫-৬, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।
শিয়ালকোট	নং ১০৫৩ তারিখ ১৩ জুন, ১৯৪২।
ওয়েলিংটন	তফসিল ২৭, নং ৩৮৫ তারিখ ২২ মে, ১৯৩৭।

(iv) বাজারসমূহ। অন্যান্য এলাকাসমূহ যেইগুলি বিধি ২(খ) এর অধীনে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণে বাজার হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে, সেইগুলি নিচে প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হইল :

এ্যাবোটাবাদ	নং ৪৫৪ তারিখ ২২ মার্চ, ১৯৪১ এ সংজ্ঞায়িত এলাকা।
আহমেদাবাদ	সংযুক্তি ৭, নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০ এ সংজ্ঞায়িত এলাকা।
আহমেদনগর	জরিপ নং ৪৪ এবং ৬২ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
এলাহাবাদ	জরিপ নং ২৭, ২৮৩-২৮৯ এবং ২৯১-২৯৬ (নতুন ক্যান্টনমেন্ট), ৯১-৯৪(পুরাতন ক্যান্টনমেন্ট), ১৭-৩১ (ফোর্ট ক্যান্টনমেন্ট), (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
অমৃতসর	জরিপ নং ৪৭ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
বাকলোহ	জরিপ নং ২৪ এবং ২১৮ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
বেরেইলী	জরিপ নং ৪৬ এবং ১৩২ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
বেনারস	সংযুক্তি ৩, নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০ এ সংজ্ঞায়িত এলাকা।
ক্যান্ডেলপুর	জরিপ নং ২ এবং ১৮৪ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
কাননপুর	সংযুক্তি ৮, নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০ এ সংজ্ঞায়িত এলাকা।
কানপুর	জরিপ নং ৮৮, ৯৮, ১৭৬, ২০১, ২০৬, ২৩৪, ২৫৮, ২৬৮, ৭৩০ এবং ৭৫২ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
চাকরাটা	জরিপ নং ১৪২ এবং ২৪৬ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
চেরাট	জরিপ নং ৬০ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
দাগসাই	জরিপ নং ৮৪, ১২৪, ১৩৭, ১৫৭ এবং ১৮৫ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
ডালহৌসী	সংযোজনী ১, নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০ এ সংজ্ঞায়িত এলাকা।

দিনাপুর	জরিপ নং ১৪১, ২৪২, ২৭৫ এবং ২৯০ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
ড্রিগরোড	জরিপ নং ২৬ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০ এবং ১ তারিখ ২ জানুয়ারি, ১৯৪৩)।
ফতেগড়	জরিপ নং ৩, ৫৯, ১১৩, ১৬৮ এবং ১৮৬ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
ফিরোজপুর	জরিপ নং ২৬৭ এবং ৩৯২ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
ফৈজাবাদ	জরিপ নং ২২ এবং ৩২৭ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু)	জরিপ নং ৯১, ৯৯, ১২০ এবং ১৪৫ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
জালালপাহার	জরিপ নং ২০ এবং ৩২ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
ঝাঁসী	জরিপ নং ৩৮০ এবং ৫২৮ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
জবলপুর	জরিপ নং ৩৬, ৪২, ২৯৩ এবং ৩১৫ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
জলন্ধর	জরিপ নং ১৩৬, ৩২৪ এবং ৩৮৯ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
জুতোঘ	জরিপ নং ৭৪ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
কাম্পটী	জরিপ নং ২৫ এবং ৩৫৭ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
কার্কী	জরিপ নং ২৮০, ২৮১, এবং ১৮১ক (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
কোহাট	সংযোজনী ২, নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০, যেইরূপ নং ২৩৪ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ দ্বারা সংশোধন করা হইয়াছে, উহাতে সংজ্ঞায়িত এলাকা।
লাহোর	জরিপ নং ৪৫ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
লানদৌর	লানদৌর বাজার, জরিপ নং ৮৭, ৮৮, ৯৮/১-১০ এবং ১০৪। ধোপীঘাট, জরিপ নং ১৫৯/১-৩৬, ১৬০, ১৬০/৩৬ এং সংযোজনী ৪, নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০ এ সংজ্ঞায়িত এলাকা।
ল্যান্সডাউন	জরিপ নং ৭৯, ১৭০, ২৫২, ২৭০ এবং ২৭১ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
লেবং	জরিপ নং ৪৬ এবং ৮৪ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
লাখনৌ	জরিপ নং ১১, ২৮০, ৩৩৯ এবং ৪৬৬ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০ এবং ২৯ তারিখ ৪ জানুয়ারি, ১৯৪১)।
মনরৌ	জরিপ নং ১৪ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
মরদান	জরিপ নং ৭২, ৭৬-৮২, ৯২-৯৫, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০২-১০৪ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০ এবং ১২৪৬ তারিখ ১৭ আগস্ট, ১৯৪০)।
মুলতান	জরিপ নং ১৯০, উহার প্লট নং ২ এবং ৩ বাদে (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০ এবং ২০২৯ তারিখ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৪১)।
মারী গালিস	কায়রা গালি, জরিপ নং ১০। বড়গালী, জরিপ নং ২৮। কালাবাগ, জরিপ নং ৪১। চাংলা গালি, জরিপ নং ৫৭ (নং ২৯৮ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)।
মুত্রা	জরিপ নং ৩১, ৬১, ৭১ এবং ৬৩ বাদে ৬৩/১৩, ১৪, ২৬, ২৭, ২৮ এবং ৩৫ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।

নৈনীতাল	সংযোজনী ৫, নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০ এ সংজ্ঞায়িত এলাকা।
পুনা	জরিপ নং ৮৯ এবং ৭৭৯ এবং সংযোজনী ৯, নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০ এ সংজ্ঞায়িত এলাকা।
রাণিক্ষেত	জরিপ নং ১৪৯ এবং ৩২৮ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
রাওয়ালপিন্ডি	জরিপ নং ৬৫, ৫১৩ এবং ৬০২ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
রুরকি	জরিপ নং ৬১ এবং জরিপ নং ৮৩/৭, ৮৩/৮ এবং ৮৩/৯ এর অংশ বিশেষ, যাহা সংযোজনী ৬ মারফত সীমানার তফসিলে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
রিসালপুর	জরিপ নং ২৩৬/১-৪৫ (নং ৮ তারিখ ২ জানুয়ারি, ১৯৪৩)।
সেন্ট টমাস মাউন্ট	জরিপ নং ১৪০১৬১, ২৩১, ২৩৮, ২৫৬, ২৫৭, ২৭৮ এবং ৩২৫-৩৩০ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
সৌগড়	জরিপ নং ৭, ১৯, ৪৫, ২২৭ এবং ২৩৪ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
শাহজাহানপুর	জরিপ নং ৭৯ এবং ৮৫ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
শিয়ালকোট	জরিপ নং ৬৪, ৩৩২ এবং ৪১১ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
সুবাথু	জরিপ নং ৮২ এবং ৯৩ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।
ওয়েলিংটন	জরিপ নং ৩৬, ৮৬, ২০৭, ২৮৭, ২৮, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ৪৫৬ এবং ৪৫৭ (নং ৯৬২ তারিখ ২৯ জুন, ১৯৪০)।

(v) মিলিটারী এস্টেটস অফিসারগণ।- বিধি ২(গ) এর অধীনে নিযুক্ত মিলিটারী এস্টেটস অফিসারগণ ভারত সরকারের কিছু ভূ-সম্পত্তি প্রশাসনের জন্য ঐ সরকারের প্রতিনিধি, এবং তাহারা এই বিধামালা এবং ভূমি অধিগ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবমুক্তি সংক্রান্ত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্বসমূহ পালন করেন (এইগুলি পরবর্তীতে এ সি আর বিধিমালা নামে উল্লেখিত)। তাহারা সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহ হইতে স্বাধীন একটি দাপ্তরিক অবস্থানে অধিষ্ঠিত এবং তাহারা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহ হইতেও দাপ্তরিকভাবে স্বাধীন এবং একমাত্র ভারত সরকারের আদেশাধীন। মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এবং ভারত সরকারের মধ্যকার এবং পারস্পরিক দাপ্তরিক পত্রাদি উপ-পরিচালক এবং পরিচালক, সামরিক ভূমি এবং ক্যান্টনমেন্টস এর মাধ্যমে হইবে এবং সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহের মাধ্যমে হইবে না।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসারগণ কোন স্টেশন বোর্ডের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবেন না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন স্টেশন বোর্ডের সুপারিশ করার পূর্বে তাহাদের নিকট হইতে তথ্যের প্রয়োজন হইতে পারে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সুপারিশসমূহ অনুমোদিত হওয়ার পর তাহাদিগকে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু স্টেশন বোর্ডসমূহ প্রকৃতিতে নিখাদ সামরিক এবং পরামর্শদাতা স্বরূপ।

সুতরাং এই ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য, স্বাধীনভাবে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারগণ হইতে সংগ্রহ করা সমীচীন।

৩৪৭২৪/১/এডি, তারিখ ১২ আগস্ট, ১৯২৭।

পরিচ্ছেদ-২

ভূমির শ্রেণী বিন্যাস এবং হস্তান্তর; খাজনার আদর্শ ছক; ব্যবস্থাপনা।

৩। সাধারণ ভূমি রেজিস্টার।- (১) মিলিটারী এস্টেট অফিসার তফসিল ১ এ নির্ধারিত ফরমে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সকল এবং

- (ক) বাজার এলাকার ভিতরের, এবং
(খ) বাজার এলাকার বাহিরের

ভূমির একটি সাধারণ ভূমি রেজিস্টার প্রস্তুত করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার, বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত অন্যকোন কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত অথবা বিধি ১০ এবং ৪৫ এর বিধান অনুসারে ব্যতীত, সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে কোন সংযোজন বা পরিবর্তন করা হইবে না।

(i) সাধারণ ভূমি রেজিস্টার প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ।

(ক) রেজিস্টারকে সুবিধাজনক আকারের যতগুলি প্রয়োজন, ততগুলি খণ্ডে ভাগ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক জরিপ নম্বরের জন্য একটি পৃষ্ঠা বরাদ্দ করিতে হইবে।

(খ) যখন রেজিস্টারের কলাম ১ এ কোন নামজারি অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, তখন কলাম ৪ হইতে ১৩ পর্যন্ত একই রেখায় নামজারির ফলশ্রুতিজনিত সংশোধিত অন্তর্ভুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(গ) নামজারির ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট প্রত্যেক নতুন জরিপ নম্বর এর জন্য একটি নতুন পাতা খোলা হইবে।

(ঘ) যদি কলাম ১ এ অন্তর্ভুক্ত কোন নামজারির ফলে একটি নতুন জরিপ নম্বর তৈরী হয়, তাহা হইলে নতুন বরাদ্দকৃত জরিপ নম্বর কলাম ২ এ দেখানো হইবে এবং যেই রেজিস্টারে উহা অন্তর্ভুক্ত করা হইবে তাহার খণ্ড এবং পৃষ্ঠার নম্বর কলাম ৩ এ উল্লেখ করা হইবে। নামজারির ফলে উদ্ভূত নতুন জরিপ নম্বর বা বর্তমান জরিপ নম্বর এর বিভাজন সাধারণ ভূমি রেজিস্টার এর ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

৯৭৫-এলসি/ডি৪ তারিখ ২৩ মার্চ, ১৯৩৮।

২৩০০-এলসি/ডি৪ তারিখ ৯ আগস্ট, ১৯৩৮।

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকার বা বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ রেজিস্টারে কোনরূপ সংযোজন বা পরিবর্তন করিলে উহার অন্তর্ভুক্তি রেজিস্টারের কলাম ১ এ রেকর্ড করা হইবে।

২৮৫৩-এলসি/ডি৪ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।

১৩৯৮-এলসি/ডি৪ ৬ মে, ১৯৩৮।

(চ) প্রত্যেক খণ্ড ভূমি যাহা পৃথকভাবে দখলে বা যেই কোন ধরনের ব্যবহারে আছে, উহাকে রেজিস্টারে একটি পৃথক জরিপ নম্বর প্রদান করিতে হইবে। যেই ক্ষেত্রে কোন সামরিক ভূমি বিশাল এলাকায় বিস্তৃত, যাহার প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সীমানা দ্বারা ভিন্নভাবে চিহ্নিত, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশকে একটি পৃথক নম্বর প্রদান করা সমীচীন; যেই সকল রাস্তাসমূহ কোন ভূ-সম্পত্তির মধ্য দিয়া অতিক্রম করে এবং সেইগুলির উপর জনসাধারণের চলাচলের অধিকার থাকে, সেইগুলি ভূ-সম্পত্তি হইতে বাদ দেওয়া উচিত। “ভিন্ন জরিপ নম্বর” বলিতে জরিপ নম্বর এবং সম্পূরক জরিপ নম্বর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ছ) একই কর্তৃপক্ষ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণকৃত সকল রাস্তার জন্য রেজিস্টারে একটি নম্বর দেওয়া হইবে, একইভাবে বাজার এলাকার সকল খালি জমির জন্য একটি নম্বর দেওয়া উচিত।

(জ) নর্দমা এবং রাস্তার পার্শ্বের প্লটসমূহকে নকশায় পৃথকভাবে চিহ্নিত করা আবশ্যিক নহে। রেজিস্টারের মন্তব্য কলামে

মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস এর প্রত্যেক রাস্তার বিপরীতে একটি টীকা রাখিতে হইবে যে, এই সকল রাস্তার পার্শ্বের বৃক্ষাদি, ইত্যাদি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্পত্তি এবং উহাদের দ্বারা অধিকৃত ভূমি “গ” শ্রেণীর ভূমি।

(ঝ) কলাম ৭ এবং ৮ এ সংরক্ষিত সৌধসমূহ বিষয়ক অন্তর্ভুক্তিগুলি “শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমি বিভাগ (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ)” এবং “শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমি বিভাগ” নামে লিপিবদ্ধ হইবে।

(ঞ) বেসরকারী মালিকানাধীন ভূমিসমূহকে একটি জরিপ নম্বর প্রদান করা উচিত এবং ঐ এলাকা কলাম ৪ এ অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। কলাম ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০ এর অন্তর্ভুক্তিসমূহ ‘বেসরকারী’ রূপে চিহ্নিত হইবে।

(ট) জেলা বোর্ড বা পৌরসভার দালানসমূহ কলাম ৭, ৮ এবং ৯ এ জেলা বোর্ড বা পৌরসভা, ক্ষেত্রমতে, সেই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে। কলাম ৬ খালি রাখা হইবে এবং কলাম ১০ এর অন্তর্ভুক্তি “ব্যক্তিগত মালিকানাধীন” রূপে চিহ্নিত হইবে।

(ঠ) শ্রেণী “ক(১)” ভূমির ক্ষেত্রে কলাম ৭ এর অন্তর্ভুক্তি সামরিক বিভাগের নামে হইবে, যাহাদের উপর বিধি ১৪(১) এর অধীনে ভূমির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অর্পিত হইয়াছে এবং ইহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের নামে হইবে না, যাহার উপর বিধি ৯(১) এর অধীনে কতিপয় উদ্দেশ্যে ঐ ভূমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত হইয়া থাকিবে।

(ড) সেনা এলাকায় ধর্ম বিষয়ক দালানসমূহ এবং সমাধিসমূহ যাহা কোন ইজারায় দেওয়া হয় নাই, উহার ৭, ৯ এবং ১০ নং কলামের অন্তর্ভুক্তি যথাক্রমে “মিলিটারী এস্টেট অফিসার”, “সেনা দখলে” এবং “পুরাতন বরাদ্দ” এইরূপ হইবে। এইরূপ দালানের অবস্থানের স্থানসমূহ খ(৩) রূপে শ্রেণীভুক্ত হইবে।

(ঢ) চার বৎসরের কম সময়ের জন্য ইজারা প্রদত্ত কৃষি ভূমির বিবরণ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না, কিন্তু উহা “বাৎসরিক কৃষি ইজারা প্রদত্ত” (২, ৩ বা ৪ বৎসরের জন্য) এইরূপে উল্লেখ করা হইবে। “নামজারি” খাতে অন্তর্ভুক্তি শুধু দখলকৃত জমি খালি হইলে প্রয়োজন হইবে।

(ii) সাধারণ ভূমি রেজিস্টারের রক্ষণাবেক্ষণ।

রেজিস্টার এবং ম্যাপসমূহ মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, যিনি তাঁহার ব্যবস্থাপনায় অর্পিত ভূমি বিষয়ে, অন্যান্য সকল রেজিস্টার, প্রতিলিপি বা এই বিধিমালার অধীনে নির্ধারিত ইজারার অনুলিপি এবং মালিকানা দলিলসমূহও তাহার নির্ধারিত ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে রাখিবেন এবং তিনি এইগুলিকে যথাযথভাবে অগ্নি বা অন্যভাবে ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবেন।

৯৭৫-এলসি/ডি৪ তারিখ ২৩ মার্চ, ১৯৩৮।

(iii) সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে পরিবর্তন অনুমোদনের ক্ষমতা অর্পণ।

ভারত সরকার, প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং ৩৭৩৩, তারিখ আগস্ট ১৯৪৩, মারফত অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ডস কে সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে সংশোধনী অনুমোদন করার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন, যাহা নিম্নরূপঃ

এলসি/৩/ডি৪, তারিখ ১৬ এপ্রিল, ১৯৪০ এবং ৪০/১/এল/সি এবং এল/৪৩, তারিখ ১৬ এপ্রিল, ১৯৪০।

(ক) কলাম ৪ এ বকেয়াসমূহ যাহা বেসামরিক স্টেটস অফিসার দ্বারা জানানো হয় উহা অশুদ্ধভাবে অন্তর্ভুক্ত হইলে।

(খ) প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং ৪০০/ডি৪, তারিখ ৬ জুন, ১৯৩৯ (বিধি ২৬ এর টীকা (ii) দ্রষ্টব্য) মারফত অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সংশোধনীর প্রয়োজন হইলে।

(গ) রেজিস্টারে কোন অন্তর্ভুক্তি বাদ গেলে বা ভুল পাওয়া গেলে উহা সংশোধনের জন্য।

৩৭৩৩-এলসি/৩/ডি-৪ তারিখ ১৭ এপ্রিল, ১৯৪০।

(iv) সাধারণ ভূমি রেজিস্টার পরিদর্শন এবং উহার উদ্ধৃত অংশ সরবরাহ।

সাধারণ ভূমি রেজিস্টার, ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ৭৪ নং ধারার অর্থে আওতায় একটি সরকারী দলিল, যেইহেতু ইহা একজন সরকারী কর্মকর্তা, যথা, মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের কার্যাদির রেকর্ড, যাহার উপর রেজিস্টার তৈরী এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। বলিতে গেলে সরকারী দলিলাদি পরিদর্শনের জন্য জনগণের কোন সংবিধিবদ্ধ অধিকার নাই। “যখন আইন দ্বারা সুস্পষ্টভাবে পরিদর্শন করা বা প্রতিলিপি নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়, তখন ঐ অধিকারের সীমা আইনের সত্যিকার গঠনের উপর নির্ভর করে। যখন পরিদর্শন করা বা প্রতিলিপি নেওয়ার ক্ষমতা স্পষ্টভাবে প্রদান করা না হয়, তখন এইরূপ অধিকারের পরিমাণ, দরখাস্তকারী যেই প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক উহাতে তাহার কতটুকু স্বার্থ জড়িত, তাহা এবং ঐ অধিকার সংরক্ষণের জন্য যাহা যৌক্তিকভাবে প্রয়োজন তাহার উপর নির্ভর করে।” (উড্রফে এবং আমির আলী, সাক্ষ্য আইন, পৃষ্ঠা ৫৭৪)

৭৫/এলসি/ডি৪ তারিখ ২৩ মার্চ, ১৯৩৮।

বাজার এলাকার বাহিরের ভূমি সম্পর্কে প্রতিলিপির জন্য দরখাস্ত বা সাধারণ ভূমি রেজিস্টার পরিদর্শনের অনুমতির আবেদন বিষয়ে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার আদেশ প্রদান করিবেন। বিধি ৪৫ এর অধীনে বাজার এলাকার জমির সাধারণ ভূমি রেজিস্টার সংরক্ষণ করা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের দায়িত্ব এবং বাজার এলাকার অনুরূপ দরখাস্ত বিষয়ে বোর্ড সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

১০৯/আর/এডি৪ তারিখ ১৯ এপ্রিল, ১৯৩৩

সাধারণ ভূমি রেজিস্টার হইতে বেসরকারী জমি বিষয়ক অংশের কোন উদ্ধৃতি বেসরকারী ব্যক্তিকে প্রতিলিপি ফি পরিশোধের প্রেক্ষিতে প্রদানে এবং যেই ক্ষেত্রে ক্যান্টনমেন্টের স্বার্থ জড়িত ঐ ক্ষেত্রে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করিলে উহাতে কোন আপত্তি নাই। তবে সাধারণ ভূমি রেজিস্টারের সঙ্গে সম্পর্কিত ভূমি বিষয়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে কোন মতামত প্রদান করিতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের কোন আবশ্যিকতা নাই।

৯০৮-এডি৪ তারিখ ২৯ এপ্রিল, ১৯২৯

১৮২০ এলসি/এডি ৪ তারিখ ১ অক্টোবর, ১৯৩০।

(v) সাধারণ ভূমি রেজিস্টার হইতে উদ্ধৃত অংশ সরকারের নিকট দাখিল করা।

ভূমি সংক্রান্ত সকল প্রস্তাবের সঙ্গে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত সাধারণ ভূমি রেজিস্টার এর সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃত অংশ এবং নকশা থাকা উচিত। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত সাধারণ ভূমি রেজিস্টার এর উদ্ধৃত অংশ একজিকিউটিভ অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত হইবে।

যখন কোন বর্তমান অন্তর্ভুক্তিতে কোন পরিবর্তন বা রেজিস্টারের মন্তব্য কলামে কোন অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়, তখন ফরম ২ক তে উদ্ধৃত অংশ, প্রতিলিপিসহ, “প্রস্তাবিত অন্তর্ভুক্তি” কলামের অধীনে সকল অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে, যেইরূপে ঐগুলি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হইবে, সেইরূপে দাখিল করিতে হইবে।

৯৭৫-এলসি/ডি৪ তারিখ ২৩ মার্চ, ১৯৩৮।

১২৮২-এলসি/ডি৪ তারিখ ১৭ এপ্রিল, ১৯৪০।

১০২৯-এলসি/২/ডি৪ তারিখ ৯ এপ্রিল, ১৯৪০।

(vi) বেসামরিক ভূমি রেকর্ড এ ভুল অন্তর্ভুক্তির কারণে ক্যান্টনমেন্টের ভূমির উপর সরকারের স্বত্ব ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয়তা।

বেসামরিক ভূমি রেকর্ড এ ভুল অন্তর্ভুক্তি এড়ানোর জন্য, সংযুক্ত প্রদেশে সামরিক ভূমির ক্ষেত্রে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক নিরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন :-

(ক) পাটওয়ারী কখন তাহার পরিদর্শন করিবেন উহা তহশিলদার এর নিকট হইতে জানিয়া নেওয়া।

(খ) পাটওয়ারীর সঙ্গে তাহার প্রতিনিধিকে প্রেরণ করা। ইহাতে রেকর্ডসমূহ যৌথভাবে প্রস্তুত করা যাইবে।

(গ) যদি কোন বিবাদ থাকে তখন সংযুক্ত প্রদেশের ভূমি রাজস্ব আইনের ৩৩ নং ধারা অনুসারে সরকারী রেকর্ড শুদ্ধ করার জন্য একটি মামলা দায়ের করা এবং মিলিটারী এস্টেটস অফিসার মনে করিবেন যে পাটওয়ারীর রেকর্ডসমূহ ভুল।

সংযুক্ত প্রদেশ ব্যতীত অন্য প্রদেশসমূহে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক ভূমি স্বত্বের রেকর্ড এর কার্যবিবরণী বিষয়ে যোগাযোগ রাখা এবং সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইনে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। জেলার কালেক্টার বা ডিপুটি কমিশনার হইতে তাহাকে সংশ্লিষ্ট ধারা জানিয়া লইতে হইবে যাহার অধীনে এই সকল বিষয়াদি উত্থাপন করা যায়।

১৪৫৯-এল/ডি৪ তারিখ ২৩ আগস্ট, ১৯৩৮।

৪। ভূমির শ্রেণী বিন্যাস।- সাধারণ ভূমি রেজিস্টারের প্রয়োজনে বিধি ৩ এর বিধানমতে -

(ক) ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় রাজা/সরকারের উপর ন্যস্ত ভূমি কেন্দ্রীয় সরকার, বা এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে, যথা :-

- (i) 'ক' শ্রেণীর ভূমি, যাহা সুনির্দিষ্ট সামরিক প্রয়োজনে দরকারী বা সংরক্ষিত; এবং
- (ii) 'খ' শ্রেণীর ভূমি, যাহা এইরূপে দরকারী, বা সংরক্ষিত নয়, কিন্তু যাহা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সামরিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বাবলীর কার্যকর প্রতিপালনের জন্য রক্ষিত হয়; এবং

(খ) যেই ভূমি আইনের ১০৮ ধারার অধীনে বোর্ডের উপর ন্যস্ত উহা 'গ' শ্রেণীর ভূমি হিসাবে অভিহিত হইবে।

(i) ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ভূমি অবশ্যই নিম্নে তিনটি শ্রেণীর যেই কোন একটিতে শ্রেণীভুক্ত হইবে, যথা :-

- (১) যেই ভূমি "রাজার" উপর ন্যস্ত ('ক' ও 'খ' শ্রেণী)।
- (২) যেই ভূমি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উপর ন্যস্ত ('গ' শ্রেণী)।
- (৩) যেই ভূমি প্রথম দুইটি শ্রেণীর কোনটির অন্তর্ভুক্ত নহে।

(ii) (১) শ্রেণীর ভূমি নিম্নে কোনরূপ হইবে :-

- (ক) "ক" (১) শ্রেণীর ভূমি, যাহা সেনাবাহিনীর কার্যকর দখলে আছে।
- (খ) "ক" (২) শ্রেণীর ভূমি, যাহা নির্দিষ্ট সামরিক প্রয়োজনে অবশ্যই খালি রাখা হইবে এবং যাহার উপর কোন নির্মাণ কাজ করা হইবে না।
- (গ) "খ" শ্রেণীর ভূমি, যাহা সেনাবাহিনীর কার্যকর দখলে নাই, বা যাহা নির্মাণ না করার জন্য সংরক্ষিতও নয়, তথাপি উহা ক্যান্টনমেন্টে ভারত সরকার কর্তৃক রক্ষিত, কারণ ক্যান্টনমেন্ট এলাকা প্রধানত: সেনাদের বাসভূমি এলাকা এবং ইহা ভারত সরকারের দায়িত্ব যে, সেনাদের স্বার্থে, এবং বেসামরিক জনগণের স্বার্থে, যাহাদের অবস্থান সেনাদের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য, উহার জন্য বিভিন্ন সুবিধাদি প্রদান, যেমন পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ এবং রেল যোগাযোগ, বিশ্রামাগার, বাংলো, বিনোদনের স্থান, খোলা জায়গা, কৃষিজাত দ্রব্যাদি ইত্যাদি; এবং তাহাদের হাতে যথেষ্ট এলাকা রাখিয়া দেওয়া, যাহাতে সেনাসদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে যেই সকল প্রয়োজন দেখা দেয় ঐগুলি বিষয়ে তাহাদের দায়িত্ব সুদক্ষভাবে পালন করা যায়।

- (ii) (২) শ্রেণীর ভূমি ঐরূপ ভূমি, যাহা আইন এর ভাষায় “স্থানীয় সরকারী প্রয়োজনে” দরকারী, যাহা পৌর ধরনের কার্যাদির জন্য যেমন, রাস্তা, বাজার, হাসপাতাল, আবর্জনা ডিপো এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কিত।
- (iv) (৩) শ্রেণীর ভূমি বেসরকারী ভূমি যাহার উপর সরকার বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কাহারও কোন মালিকানা স্বত্ব নাই।

৫। “ক” শ্রেণীর ভূমি। “ক” শ্রেণীর ভূমি কেন্দ্রীয় সরকার বা তাহাদের দ্বারা এই বিষয়ে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরূপ উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে, যথা :-

(i) শ্রেণী “ক”(১) ভূমি যাহা সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহ দ্বারা দুর্গ, ব্যারাক, ভাণ্ডার, অস্ত্রাগার, বিমান বন্দর, সামরিক কর্মকর্তাদের জন্য বাথলো, যাহা সরকারের সম্পত্তি, কুচকাওয়াজের মাঠ, সামরিক বিনোদনের মাঠ, রাইফেল রেঞ্জ, ঘাসের ফার্ম, গবাদি ফার্ম, ইটখোলা, সেনাদের এবং হাসপাতালের বাগান তৈরী, যেইরূপ ভারতে সেনা প্রবিধির প্যারাগ্রাফ ৪১৯, ৪২১ এবং ৪২৫ এ বিধিত আছে এবং সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহের অন্যান্য দাপ্তরিক প্রয়োজনে বাস্তবে ব্যবহৃত হইতেছে বা দখলে আছে।

(ii) শ্রেণী “ক”(২) ভূমি যাহা সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহ দ্বারা বাস্তবে ব্যবহার হইতেছে না বা তাহাদের দখলে নাই, কিন্তু যাহা, অস্থায়ীভাবে ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা দখল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সামরিক আপত্তি আছে।

ব্যাখ্যা। এই বিধির প্রয়োজনে-

- (ক) সুনির্দিষ্ট সামরিক আপত্তি রহিয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে যদি ঐ জমি ব্যবহার বা দখল সম্পর্কে এইরূপ অবস্থা থাকে যে, সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের প্রয়োজনে বা ক্যান্টনমেন্ট এবং উহার বাসিন্দাদের নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষার জন্য উহার সংরক্ষণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত ঘোষণা করা হয়; এবং
- (খ) সামরিক বিনোদনের মাঠ অর্থ ঐ সকল বিনোদনের মাঠ যাহাদের ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের উপর ন্যস্ত।

(i) সামরিক বিনোদনের মাঠ

(ক) সামরিক বিনোদনের মাঠের সংজ্ঞা কিছু ইচ্ছাকৃত কঠিনভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে যাহাতে ‘ক’ শ্রেণীর ভূমির সঠিক শ্রেণী বিন্যাস নিশ্চিত করা যায় এবং যাহাতে অতীতে এই সকল মাঠের অনেকগুলি যেইরূপ বিভ্রান্তিকর অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে, উহার অবসান করা যায়। বিনোদনের যেই সকল মাঠ শুধু সেনাদের ব্যবহারের জন্য শক্তভাবে সংরক্ষিত নয়, কিন্তু যেইগুলি সমাজের বেসামরিক সদস্যদের ব্যবহারের জন্যও উন্মুক্ত আছে, সেইগুলিকে যথাযথভাবে ‘ক’ শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ, একটি ঘোড়দৌড়ের মাঠকে, সংজ্ঞা অনুসারে ‘ক’ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যদি না, শুধু যেই সকল কর্মকর্তার উপর উহার ব্যবস্থাপনা ন্যস্ত আছে তাহারা সকলেই সামরিক কর্মকর্তা, অধিকন্তু ক্লাবের নিয়মাবলীতে এইরূপ বিধান থাকে যে, তাহাদিগকে অবশ্যই সেইরূপ হইতে হইবে। যেইক্ষেত্রে ভূমির এলাকাসমূহ সমাজের সদস্যদের বা কোন নির্দিষ্ট ক্লাবের সামরিক বা বেসামরিক সদস্যদের সাধারণ বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং ইহা বাঞ্ছিত যে, ভূমি এই উদ্দেশ্যেই রক্ষিত হউক, তখন ক্লাব বা অন্য কোন সংস্থা, যাহারা মাঠটি রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহাদের জন্য একমাত্র সঠিক পন্থা হইতেছে যে, তাহারা উহার জন্য মিলিটারী এস্টেটস অফিসার হইতে একটি নিয়মিত ইজারা গ্রহণ করে।

৫৫৪-আর/ডি৪ তারিখ ১৫ জুন, ১৯৩৮।

(খ) অস্ত্র কারখানা এবং অস্ত্রাগারে বিনোদনের মাঠ। অস্ত্র কারখানা এবং গোষাকাদির কারখানা, অস্ত্রাগার এবং অস্ত্র ডিপোর এলাকা, যাহা অস্ত্রাদি সংশ্লিষ্ট সংস্থাপনা সমূহের কর্মচারীদের জন্য ক্যান্টনমেন্টে সংস্থান করা হইয়াছে, ঐগুলি সামরিক বিনোদনের মাঠ হিসাবে, এই শর্তে বিবেচিত হইবে যে, তাহাদের ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট অস্ত্রাগার বিষয়ক সংস্থাপন এর সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত থাকে।

৫৫৪-আর/ডি৪ তারিখ ১৫ জুন, ১৯৩৮

(গ) সেনা ইউনিট এলাকায় টেনিস কোর্ট।- সেনা ইউনিট এলাকায় টেনিস কোর্ট হিসাবে ব্যবহৃত স্থানসমূহকে পৃথকভাবে ক(২) শ্রেণীভুক্ত বা সামরিক বিনোদন মাঠ হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজন নাই, যদি না উহা কংক্রিট দ্বারা নির্মাণ করা হয় এবং উহাদের উপর আশ্রয় এর ন্যায় কোন কিছু নির্মাণ করা হয়। এইরূপ এলাকা ব্যারাকের অংশ হিসাবে বিবেচিত হইতে থাকিবে যত সময় পর্যন্ত ঐগুলি টেনিসকোর্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

২৪৩ আর/১/ডি৪ তারিখ ৬ এপ্রিল, ১৯৩৭

(ii) নিম্নের ভূমিসমূহ 'ক' শ্রেণীরূপে শ্রেণীভুক্ত হইবে।

(ক) পাথর খনি। সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের ব্যবস্থাপনাধীন পাথরখনি সমূহ ক(১) শ্রেণীভুক্ত।

(খ) রাস্তার কিনারাসমূহ। রাস্তার কিনারাসমূহ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং 'গ' শ্রেণীভুক্ত। শুধু পাকা অংশ, পার্শ্ব এবং রাস্তার পার্শ্বস্থ নর্দমা যাহার উপর জনগণের চলাচলের অধিকার আছে এবং যাহা সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় ঐগুলি ক(১) শ্রেণীর ভূমির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বোর্ডসমূহ 'ক' শ্রেণীর রাস্তার পার্শ্ব গাছ লাগানো, ঘোড়া চলাচলের পথ, পায়ে চলার পথ এবং সুদৃশ্য বাগানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকিবে।

৫৫৪-আর/ডি৪ তারিখ ১৫ জুন, ১৯৩৮।

(গ) প্রবেশপথ সমূহ। যেই সকল জমি প্রবেশ পথ এবং রাস্তা হইতে বেসরকারী দালানসমূহের সীমানা পর্যন্ত প্রবেশ পথ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেইগুলি যেই রাস্তার উপর আছে, তদনুসারে উহাদের শ্রেণী বিন্যাস হইবে।

৩৬০৭০/১/এডি তারিখ ৬ জানুয়ারি, ১৯২৮

(ঘ) কূপসমূহ। 'ক' শ্রেণী ব্যতীত অন্য ভূমিতে অবস্থিত কূপসমূহ এবং যেইগুলি সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের বইতে সামরিক সম্পত্তি হিসাবে উল্লেখ করা আছে, সেইগুলি ক(১) শ্রেণীভুক্ত হইবে। শ্রেণী ক(১) এ অবস্থিত কূপসমূহকে ভিন্নভাবে ক(১) শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

৫৫৪-আর/ডি৪ তারিখ ১৫ জুন, ১৯৩৯

(ঙ) রাইফেল রেঞ্জের বাহির অংশ। রাইফেল রেঞ্জ ইত্যাদির বাহিরের অংশাদি, যাহা বাস্তবে সেনাবাহিনী দ্বারা ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু যেইগুলির একমাত্র সাময়িক ব্যবহার ছাড়া অন্যরূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, সুনির্দিষ্ট সামরিক আপত্তি আছে, সেইগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর কোন বিভাগ দ্বারা বাস্তবে ব্যবহৃত বা দখলকৃত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ক(২) শ্রেণীভুক্ত হইবে।

৫৫৪-আর/ডি৪ তারিখ ১৫ জুন, ১৯৩৮

৬। "খ" শ্রেণীর ভূমি। "খ" শ্রেণীর ভূমি কেন্দ্রীয় সরকার বা উহাদের দ্বারা এই বিষয়ে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নরূপ উপ-শ্রেণী সমূহে বিভক্ত হইবে, যথা :-

- (i) "খ"(১) শ্রেণীর ভূমি, যেইগুলি প্রকৃতপক্ষে সমর বিভাগ কর্তৃক ইউরোপীয় কবরস্থানসহ অপার্থিব বিষয়াদির প্রশাসনের কাজ বা সমর বিভাগ বা প্রতিরক্ষা বিভাগ ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোন বিভাগ দ্বারা বা রেলওয়ে প্রশাসন দ্বারা বাস্তবে দখল করা বা ব্যবহার করা হয়।
- (ii) "খ"(২) শ্রেণীর ভূমি, যাহা একটি প্রাদেশিক সরকারের কোন বিভাগ দ্বারা বাস্তবে দখল করা বা ব্যবহার করা হয়, বা উহাদের নিয়ন্ত্রণে আছে;

- (iii) “খ”(৩) শ্রেণীর ভূমি, যাহা এই বিধিমালার বিধান অনুসারে কোন বেসরকারী ব্যক্তি কর্তৃক দখলকৃত, বা যাহা ক্যান্টনমেন্ট কোড ১৮৯৯ বা ১৯১২, বা পূর্বে বলবৎ কোন প্রশাসনিক আদেশের অধীনে এইরূপ শর্ত সাপেক্ষে দখলকৃত বা দখলকৃত বলিয়া মনে হয়, যাহার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার ভূমির মালিকানা নিজেদের জন্য সংরক্ষণ করে বা সংরক্ষণ করিয়াছে; এবং
- (iv) “খ”(৪) শ্রেণীর ভূমি, যাহা অন্য কোন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

(i) খ(১) শ্রেণীর ভূমি, চার্চসমূহ এবং কবরস্থানসমূহ

যদিও সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চার্চসমূহ এবং কবরস্থানসমূহ সম্পূর্ণভাবে সামরিক বাহিনীর সেবার জন্য ইঞ্জিত নয়, বরং সরকারে চাকুরীরত অন্যান্য ইউরোপীয় বৃটেনে জন্ম প্রজাদের জন্যও প্রতিষ্ঠিত, ঐগুলি সমর বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আছে এবং খ(১) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হইবে।

যেই ভূমির উপর চার্চ অবস্থিত, ইজারা প্রদান করা হইলে, উহা খ(৩) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হইবে।

৫১৭/ডি৪ তারিখ ৪ জুন, ১৯৩৮।

৮৮৪/২/সি এন্ড এল, তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩।

৩৬৪২১/১/এডি তারিখ ৯ এপ্রিল, ১৯২৮।

(ii) খ(২) শ্রেণীর ভূমি। কৃষি ভূমি

কৃষি কাজ যাহা হইতে কোন প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব আয় হয়, উদাহরণ স্বরূপ মাদ্রাজের কোন ক্যান্টনমেন্টে, উহা প্রাদেশিক সরকারের অধীনে এবং খ(২) শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত।

যেই ভূমি একটি প্রাদেশিক সরকারকে ইজারা প্রদান করা হয়, উহা খ(২) শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হইবে। এইরূপ ভূমি ইজারা প্রদানের পদ্ধতি এই বিধিমালায় বেসরকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতির মতই হইবে, তবে ঐ ইজারা নিলাম করা হইবে না, বরং বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে প্রদান করা হইবে।

৫১৭-আর/ডি৪, তারিখ ৪ জুন, ১৯৩৮।

(iii) খ(৩) এবং খ(৪) শ্রেণীর ভূমি। কৃষি ভূমি

(ক) পাথরের খনিসমূহ। যেই সকল পাথরের খনি ঐ বিধির দফা (iii) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে বেসরকারী ব্যক্তিকে বরাদ্দ করা হইয়াছে উহা খ(৩) শ্রেণীভুক্ত হইবে। অন্য পাথরের খনিসমূহ যাহা সুনির্দিষ্টভাবে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে ন্যস্ত হয় নাই এবং যাহা সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, উহা খ(৪) শ্রেণীভুক্ত হইবে।

৫১৭ আর/ডি৪, তারিখ ৪-৬-৩৮

(খ) পাহাড়ী ক্যান্টনমেন্ট সমূহে রক্ষা প্রাচীর। পাহাড়ী ক্যান্টনমেন্ট সমূহে যেই ভূমির উপর রক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করা হইয়াছে, উহা খ(৩) শ্রেণীভুক্ত হইবে এবং যদি উহা জবর দখল হয়, তবে ঐ বিষয়টি নিরূপ ফরমে একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিয়মিতকরণ করিতে হইবে :-

“আমি/আমরা বাড়ী (সমূহের) নং এর মালিক (গণ) ক্যান্টনমেন্ট, এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার/আমাদের নিম্ন তফসিল বর্ণিত ভূমিতে কোন দায়ী বা মালিকানা থাকিবে না, যাহা আমার/আমাদের দ্বারা নং বাড়ীতে রক্ষা প্রাচীর তৈরীর জন্য দখল করা হইয়াছে।

আমি/আমরা আরো ঘোষণা করিতেছি যে, বর্ণিত ভূমি এবং রক্ষা প্রাচীর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর উপর ন্যস্ত থাকিবে, যদিও আমি/আমরা ঐ প্রাচীর মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকিব এবং আমি/আমরা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কে যদি তাহাদের কোন প্রকার ক্ষয় বা ক্ষতি হয় উহা সম্পর্কে অথবা, সরকার

প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়া বা অন্য কোন কারণে তাহারা যাহা প্রদানে দায়ী থাকিবেন তাহার ক্ষতিপূরণ করিব।

এই ঘোষণায় আমার/আমাদের কাজিত উত্তরাধিকারী এবং ভবিষ্যৎ সম্পত্তি হস্তান্তরকারিগণ আবদ্ধ হইলেন।

তফসিল

সাক্ষী মালিক(গণ) এর স্বাক্ষর
সাক্ষী
..... ক্যান্টনমেন্ট, তারিখ ১৯

(গ) **নালা ও নর্দমাসমূহ**। পাহাড়ী ক্যান্টনমেন্টসমূহের নালা ও নর্দমাসমূহ যেই ভূমির মধ্য দিয়া অতিক্রম করে উহা 'ক' শ্রেণীর হইলে নালা ও নর্দমার শ্রেণী বিভাগও তদ্রূপ হইবে। 'ক' শ্রেণীর ভূমির সীমানা পার হওয়ার পর ইহার খ(৪) শ্রেণীভুক্ত হইবে। বড় নালাসমূহ যাহা সাধারণত: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক পরিষ্কার রাখা হয়, উহা বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং 'গ' শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে।

৫১৭-আর/ডি৪, তারিখ ৪-৬-৩৮।

(ঘ) **বন অঞ্চল**। বন অঞ্চলসমূহ খ(৪) রূপে শ্রেণীভুক্ত হইবে।

(ঙ) **সাম্প্রদায়িক কবরস্থান এবং পবিত্র পুকুরসমূহ**। সামরিক এলাকায় অবস্থিত কবরস্থান এবং পবিত্র পুকুরসমূহ যাহাতে সাধারণের যাতায়াতের অধিকার আছে, তাহা খ(৪) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হইবে। সর্বসাধারণের রাস্তার সঙ্গে কবরস্থান বা পুকুরের যোগাযোগের সুবিধার জন্য এক খণ্ড 'ক' শ্রেণীর ভূমি আলাদা করিয়া ঐ ব্যবস্থা করা উচিত।

৫১৭-আর/ডি৪, তারিখ ৪ জুন, ১৯৩৮।

(চ) **সামরিক লাইনে বাজার**।- সামরিক লাইনের ভিতরে অবস্থিত বাজার এলাকাসমূহ, যাহা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্পত্তি নয়, এবং ইউনিট লাইনের ভিতরের বেসরকারী দালানসমূহ যেইগুলি ক্যান্টনমেন্ট কোড ১৮৯৯ বা ১৯১২ এর অধীনে ইজারাবীন কিন্তু যেইগুলি 'ক' শ্রেণীর ভূমি দ্বারা বেষ্টিত, সেইগুলি খ(৩) হিসাবে হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হইবে।

৫৪-আর/ডি৪, তারিখ ১৫ জুন, ১৯৩৮।

(ছ) **অস্থায়ী দখল**। বিধি ৩৯ এর অধীনে অস্থায়ীভাবে দখল করা ভূমি খ(৪) শ্রেণীভুক্ত হইবে।

১৭৯৪-এডি৪, তারিখ ৭ নভেম্বর, ১৯২৯।

(জ) **সামরিক লাইনে ধর্মীয় দালানসমূহ**। ইউনিট লাইনে ধর্মীয় দালানসমূহের দখলকৃত জমি খ(৩) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হইবে, কারণ ঐ সকল দালান স্থায়ী ধরনের হওয়ায় ঐগুলি ক(২) শ্রেণীর ভূমিতে নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। এই বিষয়ে টীকা (ছ) বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য।

১৬২৮-এলসি/ডি৪, তারিখ ৭ জুন, ১৯৩৮।

৭। **ভূমি এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে রূপান্তর**। যেই ভূমি রাজা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উপর ন্যস্ত উহার শ্রেণী বিভাগে কোন পরিবর্তন, কেন্দ্রীয় সরকার বা তাহার দ্বারা এই বিষয়ে ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ ব্যতীত, কাহারো দ্বারা হইবে না এবং যেই সকল শর্ত সাপেক্ষে ভূমি এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ বা ঐ সময়ে চালু কোন আইন বা বিধির প্রযোজ্য বিধান অনুসারে পরিচালিত হইবে; শর্ত থাকে যে, খ(৪) শ্রেণীর ভূমি খ(৩) শ্রেণীতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধি ১৫ হইতে ৪৮ এর নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে স্থানান্তরিত হইতে পারে।

(i) প্রথমের "দখলকৃত" এবং "অদখলকৃত" ভূমি এবং দালানের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য করা প্রয়োজন। কার্যত: এইরূপ পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ না হইতে পারে, কারণ যেই সকল ভূমি বা দালান দখলকৃত, ঐগুলি সাধারণত: এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে স্থানান্তরিত হইবে না, যদি না উহার মূল দখলদার ঐ স্থানান্তরে সম্মত হয়

অথবা উহা তাহার আর প্রয়োজন নাই, এবং ঐক্ষেত্রে সেইগুলিকে, অন্তত: তাত্ত্বিকভাবে, অদখলকৃত ভূমি স্থানান্তরের পূর্বে এবং দালানের ভূমি শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যায়। অবশ্য, ইহা প্রয়োজন যে, এই ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনার চিন্তা করা যায়, যেই ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি, বা একটি সরকারী বিভাগ বা একটি রেলওয়ে প্রশাসন, এক খণ্ড নির্দিষ্ট ভূমির দখলে আছে এবং উহার দখল ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু তথাপি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার স্থানান্তর গণস্বার্থে অপরিহার্য বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ইহা ঐ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যেই ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বিভাগ ভূমি খণ্ড পাইতে চায়, কারণ একটি ক্যান্টনমেন্টে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন দৃশ্যত:ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উহা অন্য সকল দাবীর উর্ধ্বে।

(ii) এইরূপ বাধ্যতামূলক হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যেই সকল সাধারণ নীতিমালা পালন করিতে হইবে সেইগুলি নিম্নরূপ :

- (১) হস্তান্তরকারীর এই ভূমিতে যেইরূপ স্বত্ব আছে, তাহা হারানোর জন্য অবশ্যই পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাইবে, এই ক্ষেত্রে যদি কোন দালান পুন:নির্মাণ করিতে হয়, তবে উহার খরচও ইহাতে যোগ হইবে, এবং বাধ্যতামূলক হস্তান্তরের জন্য যেই সকল অসুবিধা এবং কষ্ট হইবে উহার জন্য একটি বাড়তি অংকও ইহার সহিত যুক্ত থাকিবে; এবং
- (২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অবশ্যই পারস্পরিক চুক্তি বা কোন নির্দিষ্ট আইন বা বিধির অধীনে নির্ধারণ করা হইবে।

(iii) নিচের কয়েকটি উদাহরণ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করিবে :-

- (ক) এই বিধিমালার অধীনে একজন ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা চলাকালীন বেদখল করা যাইবে না, যদি না তিনি চুক্তিপত্রের কোন শর্ত ভঙ্গ করেন অথবা তাহার সঙ্গে একটি মিমাম্বাসার মাধ্যমে, বা ভূমি অধিগ্রহণ আইনের বিধানমতে তাহার স্বত্ব অধিগ্রহণ করিয়া বেদখল করা যাইবে।
- (খ) কোন ক্যান্টনমেন্ট কোড ইজারার মাধ্যমে প্রাপ্ত ইজারাদারকে ইজারার শর্তাবলী সাপেক্ষে বেদখল করা যাইতে পারে, যাহাতে সরকারের অনুকূলে পুন:গ্রহণের একটি দফা থাকে।
- (গ) পুরাতন বরাদ্দের কোন দখলদারকে ঐ বরাদ্দের শর্ত অনুসারে, যদি থাকে, বেদখল করা যায়। যদি কোন দলিল পাওয়া না যায়, তাহা হইলে অবশ্যই প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এবং যদি বরাদ্দ প্রদানের সময়ে বলবৎ বিভিন্ন বিধিমালা এবং প্রশাসনিক আদেশসমূহ নিশ্চিত করা যায় তাহার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু ভূমির জন্য অধিকার হিসাবে কখনও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না, তবে শুধু দালানের জন্য উহাদের বর্তমান বাজার মূল্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাইবে।
- (ঘ) ভারত সরকারের উপর ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর ১৭২ ধারা বলে ন্যস্ত ভূমি হইতে উহাকে বেদখল করা যাইবে না, অর্থাৎ ১ লা এপ্রিল, ১৯৩৭ এর তাৎক্ষণিক পূর্বে যেই সকল ভূমি প্রতিরক্ষা বিভাগের দখলে ছিল এবং যাহা ঐ সময়ে গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল এবং একটি প্রদেশের সরকারের মধ্যে ভাড়া চুক্তি ভিন্ন অন্য কোনভাবে প্রতিরক্ষা বিভাগ, ভারত সরকারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছিল; এবং একটি প্রদেশে অবস্থিত সকল ভূমি যাহা বাস্তবে এইরূপে ব্যবহৃত না হইলেও এইরূপে ব্যবহৃত হওয়া ইঙ্গিত ছিল বা পূর্বে এই রূপে ব্যবহৃত হওয়া ইঙ্গিত ছিল এবং যাহা গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল কর্তৃক এইরূপে ভবিষ্যত ব্যবহারের জন্য অথবা বিক্রয় বা অন্যভাবে শুধু সুবিধা জনক হস্তান্তরের জন্য রক্ষিত বলিয়া প্রত্যয়ন করা হইয়াছে। ইহাকে অন্য কোন ভূমি হইতেও বেদখল করা যায় না, যাহা সেনাবাহিনীর কোন বিভাগ বা রাজকীয় ভারতীয় নৌ বাহিনী বা বিমান বাহিনীর পক্ষে হুকুম দখল বা ক্রয় করা হইয়া থাকে। অন্যদিকে, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর ধারা ১২৭ এর অধীনে,

ফেডারেশন বা ফেডারেশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত, ভারত সরকার, যদি ইহা প্রতিরক্ষা বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কারণে একটি প্রদেশে অবস্থিত কোন ভূমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করে, তবে ইহা ঐ প্রদেশকে ভারত সরকারের পক্ষে এবং ব্যয়ে ঐ জমি অধিগ্রহণ করিতে বলিতে পারে, বা যদি ঐ জমি ঐ প্রদেশের মালিকানাধীন হয়, তবে উহা ঐ জমি উভয় পক্ষের সম্মত শর্তে, এবং যদি শর্ত বিষয়ে ঐকমত্য না হয়, তবে ভারত এর প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন সালিশকারী যেইরূপ নির্ধারণ করেন, সেইরূপে ভারত সরকারকে হস্তান্তর করা আবশ্যিক করিতে পারে।

- (ঙ) একটি রেলওয়ে প্রশাসনকে শুধু সাধারণ বাণিজ্যিক লেনদেনের ভিত্তিতে ভূমি হইতে বেদখল করা এবং উহার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা যাইতে পারে, যাহা অন্য কোনরূপ দখলে আছে, অর্থাৎ একজন বেসরকারী ব্যক্তি যেইরূপ পাইবেন বা প্রদান করিবেন ঐ ভিত্তিতে হিসাবকৃত পূর্ণ বাজার দর পাওয়া বা পরিশোধ করার পর।
- (চ) একটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ক্যান্টনমেন্টস আইনের ১০৯ বা ১১০ ধারার অধীনে দখলাধীন ভূমি অধিগ্রহণ করিতে পারে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উপর ন্যস্ত ভূমি অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর আইনের ১১১ ধারার অধীনে প্রণীত ক্যান্টনমেন্ট সম্পত্তি বিধিমালার অধীনে হইয়া থাকে, যাহার অধীনে ভারত সরকার এইরূপ ভূমি পুনঃগ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করে, যাহা সরকার কর্তৃক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে সেই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়, বা যদি সেই সকল শর্তে উহা মূলে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে ন্যস্ত করা হয়, ঐ শর্তে কোন অমান্য হয়, কিন্তু এই বিধিমালার শর্ত সাপেক্ষে, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহকে আইন দ্বারা সেই সকল ভূমি ন্যস্ত করা হইয়াছে, উহাদের উপর তাহাদের ভোগদখলের মেয়াদ সংরক্ষিত এবং উহা বিক্রিত করা যাইবে না।

(iv) ভূমির বাকী সকল হস্তান্তর নিবের্ঘিত এক বা অন্য বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন করা হইবে।

(১) **অদখলকৃত ভূমি 'ক' শ্রেণী বা 'খ'(১) শ্রেণীতে রূপান্তর।** (১) যখন খ(৪) শ্রেণীভুক্ত কোন ভূমি সামরিক কর্তৃপক্ষ বা প্রতিরক্ষা বিভাগ ব্যতীত ভারত সরকারের কোন বিভাগের প্রয়োজন হয়, তখন উহা 'ক' শ্রেণী বা খ(১) শ্রেণীতে, ক্ষেত্রমতে, স্থানান্তর করা যাইবে; শর্ত থাকে যে, (ক) প্রত্যেক ক্ষেত্রে, সামরিক কর্তৃপক্ষগণের ঐ ভূমিতে অন্য সকল আবেদনকারী হইতে অগ্রবর্তী দাবী রহিয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে; (খ) যদি ভূমি প্রতিরক্ষা বিভাগ হইতে রেলওয়ে বিভাগ ব্যতীত ভারত সরকারের অন্য কোন বিভাগে হস্তান্তরিত হয়, তবে প্রতিরক্ষা বিভাগকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নিরূপ হইবে, এবং (গ) যদি প্রয়োজনীয় ভূমি বিধি ৯ অনুসারে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় অর্পিত হইয়া থাকে, তখন ইহাকে প্রস্তাবিত হস্তান্তরের উপর ইহার মতামত প্রকাশের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং যদি ইহার কোন আপত্তি থাকে তাহা বিবেচনা করা হইবে।

- (ক) বাজার মূল্যের অর্ধেক মূল্য, যখন মূল্যের বইতে উহার কোন মূল্য দেখানো হয় নাই।
- (খ) বই এ দেখানো মূল্য বা বাজার মূল্য, দুইটির যেটি ন্যূনতর, সেই ক্ষেত্রে বইতে ভূমির মূল্য উল্লেখ আছে, সেই ক্ষেত্রে ন্যূনতম অর্ধেক বাজার মূল্য সাপেক্ষে।

সামরিক বাহিনী বা রাজকীয় বিমান বাহিনীর অবতরণ ক্ষেত্রসমূহ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, উপরে বর্ণিত মূল্য বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের সঙ্গে নিষ্পত্তির ভিত্তি হইবে, কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয় উহার যথার্থতার ভিত্তিতে বিবেচিত হইবে, এবং প্রতিরক্ষা বিভাগকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দুইটি বিভাগের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হইবে এবং কোন ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ উপরে নির্ধারিত ব্যবস্থার অধীনে প্রদেয় অপেক্ষা অধিক হইবে না।

“ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হইতে (অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ব্যবস্থাপনা হইতে কোন ভূমি ফিরাইয়া লওয়ার এইরূপ কোন পূর্বশর্ত থাকা প্রয়োজন নাই যে, উহার পরিবর্তে উহাকে অন্য কোন ভূমি প্রদান করা হইবে; ইহা ছাড়া এইরূপ পদক্ষেপে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আয়ের ক্ষতি হইবে এইরূপ যুক্তিকে ভূমি হস্তান্তরের কোন সঠিক আপত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হইবে না। অবশ্য, যদি, হস্তান্তরের কারণে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আয় এমন পর্যায়ে হ্রাস পায় যাহাতে উহা উহার ব্যয়ের শতকরা ১০ ভাগ নির্ধারিত উদ্বৃত্ত রাখিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে আর্থিক সহায়তার বিষয়টিকে একটি পৃথক যোগাযোগের বিষয় করা যাইতে পারে।”

(২) *অদখলকৃত ভূমি শ্রেণী ‘ক’ বা শ্রেণী ‘খ’(১) হইতে স্থানান্তর।* যখন ‘ক’ শ্রেণীর কোন ভূমি সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঐ শ্রেণীতে রাখা আর প্রয়োজন হয় না, বা যখন কোন খ(১) শ্রেণীর ভূমি ভারত সরকারের যেই বিভাগ উহা ব্যবহার বা দখল করিতেছিল, উহার আর প্রয়োজন নাই, তখন উহা খ(৩) শ্রেণী ব্যতীত “খ” শ্রেণীর অন্যকোন ভাগে হস্তান্তর করা যাইতে পারে, যাহা ভারত সরকার সঠিক মনে করে; শর্ত থাকে যে, যেই ভূমি স্থানান্তর করা হইবে, উহা শ্রেণী (১)(১) এর ভূমি, উহা উপরের প্যারা (১) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে স্থানান্তর করা হইবে।

টীকা।- ভূমি শ্রেণী খ(৩) এ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম করা হয় কারণ, এই হস্তান্তরসমূহ অবশ্যই সকল ক্ষেত্রে ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালার বিধানসমূহ এর অধীনে কার্যকর করা হইবে।

(৩) *অদখলকৃত ভূমি খ(২) এ হস্তান্তর।*

কোন ভূমি রাখা না রাখা ইচ্ছা করার বিষয়ে ভারত সরকারই একমাত্র বিচারকর্তা হইবে। যদি খ(৪) শ্রেণীর কোন ভূমি একটি প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রয়োজন হয় এবং ভারত সরকার উহা হস্তান্তর করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে উহার জন্য সকল ক্ষেত্রে হস্তান্তরের তারিখের বাজার মূল্য প্রদেয় হইবে।

যদি হস্তান্তর ইজারার মাধ্যমে অস্থায়ীভাবে করিতে হয়, তবে হস্তান্তর পদ্ধতি এই বিধিমালায় বেসরকারী ব্যক্তিদের জন্য যাহা প্রযোজ্য তদ্রূপ হইবে, ব্যতিক্রম এই যে, ইজারা নিলামে তোলা হইবে না, বরং বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে নিষ্পন্ন হইবে। যদি অনুরূপভাবে কোন প্রাদেশিক সরকার এর ভূমির প্রয়োজন হয়, তবে তাহারা তাহাদের পক্ষে সাধারণ নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত ফরমে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিকট আবেদন করিবে, যাহারা ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা অনুসারে ঐ দরখাস্তের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রাদেশিক সরকারের নিকট ভূমি হস্তান্তর নিজে উল্লেখিত ফরমে লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে করিতে হইবে।

ক্রয় ও বিক্রয় নির্দেশনামাসমূহের অধীনে প্রদত্ত দলিল ফরম।

৭০৮৭ জি/সিএইএল, তারিখ ১৯ অক্টোবর, ১৯৪২।

৭৮৩-আর/ডি৪, তারিখ ২৫ অক্টোবর, ১৯৩৭।

ক্যান্টনমেন্টসমূহে পুলিশ সেন্দ্রি বস্ত্র স্থাপন

একটি ক্যান্টনমেন্টের সর্বত্র পুলিশ সেন্দ্রি বস্ত্র স্থাপনের জন্য ছোট ছোট ভূমির প্লট প্রাদেশিক সরকারকে হস্তান্তর করা কাজিত নহে। একটি প্রাদেশিক সরকারকে এইরূপ প্লটসমূহ হস্তান্তরের প্রয়োজন এড়ানোর জন্য এবং একই সময়ে সকল ক্যান্টনমেন্টে একইরূপে পুলিশ সেন্দ্রি বস্ত্র স্থাপন নিশ্চিত করিতে, সাধারণত: বোর্ডসমূহ কর্তৃক পুলিশ বিভাগের ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা করা উচিত, এবং, যতদূর সম্ভব, এইগুলি একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরাইয়া নেওয়ার মত হইবে। যদি কোন ক্ষেত্রে এইরূপ প্রয়োজন হয় যে, সেন্দ্রি বস্ত্র সমূহ স্থায়ীভাবে নির্মাণ করা হইবে এবং যদি যেই ভূমিতে উহা নির্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা ‘গ’ শ্রেণীর ভূমি নহে, তখন ঐ ভূমি ‘গ’ শ্রেণীতে পুন: শ্রেণীভুক্ত করিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(স্মমতাপত্র ৪ নং-১০০১-এলসি/এ/ডি-৪, তারিখ ১৭ মে, ১৯৩৫)।

টীকা।- যখন ভূমি শ্রেণী খ(১) বা (২) এ হস্তান্তরিত হয়, তখন ইহা দেখিতে হইবে যেন এই মর্মে আর কোন প্রত্যয়ন পত্রের প্রয়োজন না হয়, যে হস্তান্তরে সামরিক কর্তৃপক্ষের কোন আপত্তি নাই। ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালার বিধি ৪ হইতে ৬ এর অধীনে ভূমির সঠিক শ্রেণী বিন্যাস হইলে এইরূপ পদ্ধতি অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। অবশ্য, কার্যত: ভারত সরকার কোন অদখলকৃত ভূমি এই সকল শ্রেণীভুক্ত হইবার পূর্বে সাধারণত: স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের এই মর্মে সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকে যে, সামরিক দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাদের কোন আপত্তি নাই।

(৪) অদখলকৃত ভূমি শ্রেণী 'খ'(২) হইতে হস্তান্তর। যখন কোন ভূমি যাহা স্থায়ীভাবে শ্রেণী 'খ'(২) এ স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহা আর প্রাদেশিক সরকার বা রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক প্রয়োজন নাই, তখন প্রাদেশিক সরকার বা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যেইরূপ সঠিক মনে করে সেইরূপে উহা হস্তান্তর করিতে পারে; শর্ত থাকে যে, তাহারা প্রথমে ভারত সরকারকে পূর্ণ বাজার মূল্যে উহা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিবে। যখন অস্থায়ীভাবে খ(২) শ্রেণীতে হস্তান্তরকৃত কোন ভূমি প্রাদেশিক সরকার বা রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক আর প্রয়োজন নাই, তখন উহা যেই সকল শর্তমূলে প্রাদেশিক সরকারকে বরাদ্দ করা হইয়াছিল, ঐ শর্তে ভারত সরকার কর্তৃক পুন: গ্রহণযোগ্য হইবে।

টীকা।- ইহা প্রনিধান করিতে হইবে যে, কোন ভূমি প্রাদেশিক সরকারকে হস্তান্তর করা হইলে ইহার অর্থ এই নয় যে, ঐ ভূমি ক্যান্টনমেন্ট হইতে বাদ দিতে হইবে; কিন্তু যখন বিরাট এলাকাসমূহ এইরূপ হস্তান্তর করা হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সুবিধাজনকভাবে করা সম্ভব, তখন বাদ দেওয়ার বিষয়টি সকল ক্ষেত্রেই বিবেচনা করা যায়।

(৫) অদখলকৃত ভূমি শ্রেণী 'খ'(৩) এ হস্তান্তর। যখন শ্রেণী 'খ'(৪) শ্রেণীভুক্ত ভূমি কোন বেসরকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রয়োজন হয়, তখন উহার হস্তান্তর ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর পরিচ্ছেদ ৫ এর বিধানসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৬) অদখলকৃত ভূমি শ্রেণী 'খ'(৩) হইতে হস্তান্তর। যখন শ্রেণী 'খ'(৩) ভুক্ত ভূমি কোন বেসরকারী ব্যক্তি কর্তৃক আর প্রয়োজন নাই, তখন উহা ভারত সরকার কর্তৃক যেই দলিল বলে উহা দখল করা হইতেছে, উহার শর্ত অনুসারে বা যেই ক্ষেত্রে এইরূপ কোন দলিল নাই, সেই ক্ষেত্রে এক মাসের লিখিত নোটিশ এবং উহার উপর যদি কোন দালান নির্মিত হইয়া থাকে, উহার বর্তমান বাজার মূল্য পরিশোধের পর পুন: গ্রহণযোগ্য হইবে।

টীকা। এই শ্রেণীভুক্ত ভূমিসমূহ আর প্রয়োজন নাই মনে করা হইবে, যখন উহাদের উপর নির্মিত দালানাদি ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় থাকে এবং আইনের ধারা ১২৬ এর অধীনে নোটিশ জারির পরও মালিক উহা মেরামতের কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। ইহা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, ক্ষেত্রমতে, এর দায়িত্ব হইবে যে, ভারত সরকার এর নিকট উপরের শ্রেণীর আওতায় পড়ে এইরূপ ভূমি পুন: গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করে; এবং যেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভূমি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ব্যবস্থাপনাবীন, এবং ভূমি পুন: গ্রহণের পর উহা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পুন: ভাড়া প্রদানে লাভ আশা করা যায়, তখন পুন: গ্রহণের খরচ বা উহার এইরূপ কোন অংশ, যাহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভারত সরকার যৌক্তিক মনে করে, তাহা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উপর যুক্তিযুক্ত পরিশোধ যোগ্য মনে করা হইবে।

(৭) অদখলকৃত ভূমি শ্রেণী 'গ' তে স্থানান্তর। যখন 'খ'(৪) শ্রেণীভুক্ত কোন ভূমি আইনের উদ্দেশ্যে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজন হয়, তখন উহা শ্রেণী 'গ' তে স্থানান্তর করা যাইতে পারে। ইহা হয়ত বিনামূল্যে বা প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভারত সরকার যেইরূপ নির্ধারণ করে, সেইরূপ শর্তে করা হইবে, এই ক্ষেত্রে যেই প্রয়োজনে ঐ ভূমি ব্যবহার করা হইবে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। এই ক্ষেত্রে সাধারণ যেই নীতি মানিয়া চলিতে হইবে, তাহা এই যে, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এই ভূমি যেই প্রয়োজনে ব্যবহার করিবে তাহা হইতে কোন আয় হইবে না, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রসমূহে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ভূমির জন্য ভারত সরকারকে যুক্তিযুক্ত মূল্য প্রদান করিবে।

(৮) অদখলকৃত ভূমি ‘গ’ শ্রেণী হইতে হস্তান্তর। যখন ‘গ’ শ্রেণীর কোন ভূমি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক আর প্রয়োজন নাই, তখন উহা ক্যান্টনমেন্ট সম্পত্তি বিধিমালার বিধানসমূহ সাপেক্ষে ক্যান্টনমেন্টস আইন এর ৬ ধারা অনুসারে রাজার উপর ন্যস্ত হইবে, এবং ভারত সরকার কর্তৃক শ্রেণী খ(৩) ব্যতীত অন্য যেই কোন শ্রেণীতে হস্তান্তর করা যাইতে পারে, যাহা তাহারা যথাযথ মনে করে; শর্ত থাকে যে, এইরূপে ভারত সরকার কর্তৃক ফেরত পাওয়া যেই কোন ভূমির জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ, প্রথমত: ঐ ভূমি বরাদ্দের জন্য ভারত সরকারকে যদি কোন অর্থ পরিশোধ করা হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না, ইহার সঙ্গে যদি ঐ ভূমিতে কোন দালান নির্মিত হইয়া থাকে, উহার সহিত উহার প্রাথমিক মূল্য বা বর্তমান মূল্য, যাহাই ন্যূনতর হয়, তাহা যোগ হইবে।

৮। খাজনার আদর্শ ছক। মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, কালেক্টর এর সঙ্গে পরামর্শক্রমে সময়ে সময়ে, সিডিউল ২ এ নির্ধারিত ফরমে খাজনার আদর্শ ছক সংকলন করিবেন, যাহা ক্যান্টনমেন্টসমূহে কৃষি ও অকৃষি ভূমির ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত হইবে, এই ক্ষেত্রে ভূমির অবস্থান, মাটির ধরন এবং সংলগ্ন আশেপাশের এলাকায় কৃষি ভূমি বা নির্মাণের উপযুক্ত স্থানসমূহের জন্য ধার্যকৃত মূল্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(i) এই বিধির উদ্দেশ্য হইতেছে যে, ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত দালানাদি নির্মাণের এবং কৃষির ভূমি উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন জরিপ নম্বরে বা নম্বরের গুচ্ছসমূহে বিভক্ত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যথাযথ নির্ধারিত টাকা কৃষি ভূমির ক্ষেত্রে প্রতি একর বা বিঘা হিসাবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রতি ১০০ বর্গফুট বা বর্গগজ হিসাবে, দালানাদি নির্মাণ স্থানের জন্য নির্ধারণ করা যায়, যাহা প্রত্যেক জরিপ নম্বর বা জরিপ নম্বর গুচ্ছের জন্য প্রযোজ্য হইবে। যেই সময় বিরতির পর আদর্শ খাজনা ছক সংশোধন করিতে হইবে তাহা অবশ্যই যেইরূপ দ্রুততার সহিত কোন ক্যান্টনমেন্টে ভূমির মূল্য উঠা নামা করে তাহার উপর নির্ভর করিবে। যেই সকল স্থানের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান সেই ক্ষেত্রে প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার করা সম্ভবত: অধিক হইবে না, কিন্তু ইহা অবশ্যই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, সংশোধনের ফলে শুধু ভবিষ্যৎ হস্তান্তরই প্রভাবিত হইবে এবং ইহাতে ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে বর্তমান খাজনার কোন পরিবর্তন হইবে না।

৫৫৩/আর/ডি৪, তারিখ ১১ জুন, ১৯৩৮।

(ii) ক্যান্টনমেন্টের সকল ভূমি যাহা “রাজার উপর ন্যস্ত” (শ্রেণী খ(২) ভূমি ব্যতীত যাহা স্থায়ীভাবে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক দখলকৃত বা ব্যবহার করা হইতেছে) উহা ভবনাদি নির্মাণ, কৃষি কাজ বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা উপযুক্ত হটক বা না হটক, তাহা সরকারকে একটি বার্ষিক খাজনা প্রদানে, তালিকভাবে দায়ী থাকিবে।

(iii) ইহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসারদের একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য যে, তাহারা কৃষি এবং নির্মাণযোগ্য এই উভয় শ্রেণীর ভূমির মূল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকিবেন।

তাহারা খোলা বাজারে, বেসরকারী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং অন্য প্রকারের লেনদেনে প্রদত্ত মূল্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং উহার ছক তৈরী করিবেন, এবং এই বিষয়ে তাহারা পরিপূর্ণভাবে স্থানীয় রাজস্ব বা অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, যাহাদের কাজই হইতেছে এই সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান আহরণ করা।

৯। ভূমি ব্যবস্থাপনা। (১) শ্রেণী “ক”(১) ভূমির ব্যবস্থাপনা ঐ সকল এলাকা বা এলাকা শ্রেণীর জন্য ব্যতীত, যাহা সময়ে সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক কর্তৃপক্ষের সরাসরি ব্যবস্থাপনায় বলিয়া ঘোষণা করে, তাহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের উপর অর্পিত হইবে।

(২) শ্রেণী “ক”(২) ভূমির ব্যবস্থাপনা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর উপর ন্যস্ত হইবে।

(৩) শ্রেণী “খ”(১) ভূমির ব্যবস্থাপনা ঐ ভূমির দখলদার বিভাগ বা প্রশাসনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৪) “খ”(২) শ্রেণীর ভূমির ব্যবস্থাপনা ভূমি যেই প্রাদেশিক সরকারের দখলে আছে বা উহার উপর যাহার নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে, তাহার উপর ন্যস্ত হইবে।

(৫) “খ”(৩) এবং “খ”(৪) শ্রেণীর সকল ভূমির ব্যবস্থাপনা সাধারণত: মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের উপর অর্পিত হইবে।

শর্ত থাকে যে, কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ যেই কোন ভূমির ব্যবস্থাপনা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উপর ন্যস্ত করিতে পারে।

(৬) “গ” শ্রেণীর ভূমির ব্যবস্থাপনা আইনের ১০৮ ধারার অধীনে বোর্ডের উপর ন্যস্ত হইবে।

(i) সামরিক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনাধীন শ্রেণী ক(১) ভূমি।

প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং ৯৭৪-আর/ডি৪, তারিখ ২ নভেম্বর, ১৯৩৮, যেইরূপ প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্রাবলী নং ১১৫/আর/ডি৪, তারিখ ১৩ অক্টোবর, ১৯৩৯, নং ১২৯৬/আর/ডি৪, তারিখ ২৫ নভেম্বর, ১৯৩৯ এবং নং ১২৫৬/এলসি/ডি৪, তারিখ ১১ এপ্রিল, ১৯৪০ মারফত সংশোধন করা হইয়াছে, তদনুসারে ক্যান্টনমেন্ট সমূহের নিরূপণ ক(১) শ্রেণীভুক্ত এলাকাসমূহ, এই বিধির উপ-বিধি(১) অনুসারে সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহের নিজেদের সরাসরি ব্যবস্থাপনাধীন ঘোষণা করা হইয়াছে :-

(ক) সরকারী বাংলো, অফিস, ওয়ার্কশপ, নির্মাণ স্থাপনা এবং অন্যান্য সামরিক দালানসমূহ দ্বারা বেষ্টিত প্রাঙ্গণ। এই সকল এলাকা সমরাস্ত্র তৈরী স্থাপনাসমূহ এবং তাহাদের ভূমিসমূহ ব্যতীত এলাকাসমূহ খালি থাকা অবস্থায় সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের দায়িত্বে থাকিবে।

(খ) সামরিক খামার এবং রিমাউন্ট বিভাগসমূহের ভূমির এলাকাসমূহ, যাহাদের কাজ ভূমি ব্যবহার এবং উন্নয়ন।

(গ) ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯২৫ ঘোষণার পূর্বে যেই সকল ভূমির এলাকা সামরিক বাহিনীর গবাদির খাদ্য উৎপাদনে চাষাবাদ বা ভূমি পরিষ্কারকরণ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য সময়ে সময়ে সামরিক ফার্ম বিভাগকে বরাদ্দ করা হইয়াছে।

(ঘ) সরবরাহ ডিপোসমূহ কর্তৃক দখলকৃত ভূমির এলাকাসমূহ।

(ঙ) কোয়েটা স্টাফ কলেজ কর্তৃক দখলকৃত ভূমির এলাকা।

(চ) সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের ব্যবহৃত ইটখোলা বা পাথর খনি এলাকা সমূহ এবং সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের পানি সরবরাহের পশ্চাৎভূমিসমূহ।

(ছ) প্রকৌশল পার্কসমূহের ভূমির এলাকাসমূহ।

(জ) সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের মালামালের গুদামঘরের এলাকাসমূহ।

(ঝ) ভারতের সমরাস্ত্র বিভাগের মাস্টার জেনারেল এর দায়িত্বাধীন কারাখানাসমূহ দ্বারা দখলকৃত ভূমির এলাকাসমূহ বা যেই সকল এলাকা ঐরূপ কারাখানা নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে।

(ঞ) ভারতীয় সেনা সমরাস্ত্র কোর এর স্থাপনাসমূহ এবং উহাদের স্থাপনাসমূহ সংলগ্ন ভূমি দ্বারা দখলকৃত এলাকা, যাহা ভারতীয় সমরাস্ত্র মাস্টার জেনারেল এর অধীন।

(ট) ভারতীয় সেনাবাহিনী বিধিমালার অনুচ্ছেদ ৪১৯, ৪২১ এবং ৪২৫ এ উল্লেখিত সেনাদের বাগানসমূহ।

(ঠ) হাসপাতালের বাগানসমূহ, যাহার মধ্যে সমগ্র হাসপাতাল প্রাঙ্গণ অন্তর্ভুক্ত।

(ড) গবাদি চিকিৎসার হাসপাতালসমূহের প্রাঙ্গণ।

(ঢ) রাজকীয় এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর অবতরণ ক্ষেত্রসমূহ এবং বিমান ঘাটির অবতরণ স্থলের অংশসমূহ।

- (গ) সামরিক বিনোদনের মাঠসমূহ, গলফ মাঠ এবং ষোড়দৌড়ের মাঠ ব্যতীত।
 (ত) ভূমির এলাকাসমূহ যাহা ভারতীয় সামরিক একাডেমী, দেহরাদুন কর্তৃক দখলকৃত।

উপরে বর্ণিত এলাকাসমূহ, সামরিক বাহিনীর ঐ বিভাগের দায়িত্বে থাকিবে ঐ গুলি যাহাদের দখলে আছে, এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এই যে, বিমান বাহিনীর অবতরণ ক্ষেত্রসমূহ এবং বিমান ঘাটসমূহের অবতরণ অংশ সমূহ সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের দায়িত্বে থাকিবে। উপরে বর্ণিত ভূমি সম্পর্কিত প্রাপ্তি এবং ব্যয়সমূহ, সেনাদের বাগান এবং সামরিক বিনোদন মাঠসমূহ ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট বিভাগের বাজেটের হিসাবে ধরা হইবে।

(ii) মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের ব্যবস্থাপনাধীন ক(১) শ্রেণীর ভূমি।

প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং ৯৭৪/আর/ডি৪, তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ দ্বারা, সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহের নিজেদের ব্যবস্থাপনায় অর্পিত ভূমি ব্যতীত (উপরের টীকা (i)) সকল “ক”(১) শ্রেণীর ভূমি, এই বিধির উপ-বিধি (১) অনুসারে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের ব্যবস্থাপনায় অর্পিত হইয়াছে। যেই ক্ষেত্রে গলফ মাঠ এবং ষোড়দৌড় মাঠ ব্যতীত সামরিক বিনোদনের মাঠসমূহ সামরিক কর্তৃপক্ষ সমূহের ব্যবস্থাপনায় অর্পিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে কুচকাওয়াজের মাঠসমূহ বা কুচকাওয়াজের মাঠের অংশসমূহ যাহা বিনোদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যাহা পৃথকভাবে “সামরিক বিনোদনের মাঠ” হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয় নাই, উহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ব্যবস্থাপনাধীন থাকিবে।

৩৩৫/আরডি৪, তারিখ ৪ মে, ১৯৩৮।

(iii) মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের ব্যবস্থাপনাধীন খ(৩) এবং খ(৪) শ্রেণীর ভূমি

প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং ৩৩৫/আর/ডি৪, তারিখ ৪ মে, ১৯৩৮ দ্বারা ক্যান্টনমেন্ট সমূহের সকল খ(৩) এবং খ(৪) শ্রেণীর ভূমি, ঐ সকল ভূমি ব্যতীত যাহা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের উপর অর্পিত, এই বিধির উপ-বিধি (৫) এর অধীনে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের ব্যবস্থাপনায় অর্পিত হইয়াছে।

(iv) ক্যান্টনমেন্ট সমূহের ব্যবস্থাপনাধীন খ(৩) এবং খ(৪) শ্রেণীর ভূমি

প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং- ১২৮৩-এল/ডি৪, তারিখ ১২ মার্চ, ১৯৪২ দ্বারা কেন্দ্রীয় সকার, ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ধারা ৪৩ক এর অধীনে বাজার এলাকা হিসাবে ঘোষিত ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সকল খ(৩) এবং খ(৪) শ্রেণীর ভূমির ব্যবস্থাপনা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের উপর অর্পণ করিয়াছে, এই সকল এলাকা বিধি ২ এর টীকা (iii) এ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্রাবলী নং ১২৫৯৮/ডি৪, তারিখ ১৪ নভেম্বর, ১৯৪১, নং ১২৪৩-এল/ডি৪, তারিখ ১২ মার্চ, ১৯৪২, নং ৯৫১৪-এল/সি এবং এল, তারিখ ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪২, নং ১৩২৫-এল/সি এবং এল, তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ এবং নং ১৩৩২-এল/সি এবং এল, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার এই বিধামালার বিধি ২(খ) বলে, যেইরূপ প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রজ্ঞাপনসমূহে, বিধি ২ এর টীকা (iv) এ উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐরূপে সাময়িকভাবে বাজার এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকার সকল খ(৩) এবং খ(৪) ভূমি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের ব্যবস্থাপনায় অর্পণ করিয়াছে।

(v) শ্রেণী ক ভুক্ত ভূমির ব্যবস্থাপনা।

‘ক’ শ্রেণীর ভূমিসমূহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সম্পর্কে বিধি ১৪ এর টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

পরিচ্ছেদ-৩

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক ব্যবস্থাপনা

১০। সাধারণ ভূমি রেজিস্টার সংরক্ষণ।- (১) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার বাজার এলাকায় ভূমি, যাহার ব্যবস্থাপনা বোর্ডের উপর অর্পিত বা ন্যস্ত করা হইয়াছে, উহা ব্যতীত বিধি ৩ এর অধীনে প্রণীত সকল ভূমি সম্পর্কিত সাধারণ ভূমি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন এবং উহার কলাম ১ এর সকল নামজারী নিবন্ধন করিবেন এবং উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবেন :-

- (i) ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ভূমির স্বত্ব বা স্বার্থের প্রত্যেক হস্তান্তর, যাহা সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর ধারা ৫৪, ৫৯, ১০৭ বা ১২৩ এর অধীনে নিবন্ধন করা হইয়াছে, যাহার তথ্য ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ধারা ২৮৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে বা বোর্ড কর্তৃক তাহার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, যেই ক্ষেত্রে এইরূপ হস্তান্তরের ফলে, রেজিস্টারের যেই কোন কলামে অন্তর্ভুক্তিতে পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে,
- (ii) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এইরূপ স্বত্ব বা স্বার্থের প্রত্যেক বরাদ্দ,
- (iii) এইরূপ স্বত্ব বা স্বার্থ হস্তান্তর এর প্রত্যেক রিপোর্ট যাহা আইনের ধারা ৭৩ এর অধীনে হইয়াছে এবং বিধি ৪৫ এর অধীনে বোর্ড কর্তৃক তাহার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে,
- “(iv) বোর্ড কর্তৃক ক্যান্টনমেন্ট সম্পত্তি বিধিমালা, ১৯২৫ এর বিধি ৪ এর অধীনে ভূমিতে স্বার্থের প্রত্যেক অধিগ্রহণ,
- (v) ক্যান্টনমেন্ট সম্পত্তি বিধিমালা, ১৯২৫ এর বিধি ৬ এর অধীনে বোর্ডের নিকট ভূমি হস্তান্তর বা বোর্ডের নিকট হইতে ভূমি পুন: গ্রহণ বা বিধি ৯ এর অধীনে বোর্ড কর্তৃক প্রত্যেক হস্তান্তর,
- (vi) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত “ক” শ্রেণীর ভূমির প্রত্যেক আন্ত: বিভাগীয় হস্তান্তর এবং “ক” শ্রেণীর ভূমি সেনাবাহিনীর এক সার্ভিস হইতে একই বিভাগীয় প্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য সার্ভিসে হস্তান্তর,
- (vii) বিধি ৭ এর অধীনে অনুমোদিত ভূমির শ্রেণী বিভাগ এর প্রত্যেক পরিবর্তন”,
- (viii) কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং রেলওয়ে প্রশাসনসমূহের মধ্যে পারস্পরিক দখলের প্রত্যেক হস্তান্তর।

(২) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার রেজিস্টারে উপরে বর্ণিত এইরূপ হস্তান্তরের সেই স্বত্ব এবং স্বার্থ হস্তান্তরও অন্তর্ভুক্ত করিবেন, যাহা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস করার কারণ রহিয়াছে এবং যাহা সম্পর্কে তাহার কাছে কোন রিপোর্ট করা হয় নাই।

(i) এই বিধির অধীনে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার বাজার এলাকায় যেই সমস্ত ভূমি বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় অর্পিত হইয়াছে, শুধু সেইগুলি ব্যতীত অন্য সকল ভূমির সাধারণ ভূমি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন। বিধি ৪৪ এর অধীনে, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার বোর্ডকে বাজার এলাকায় উহার উপর ন্যস্ত বা উহার ব্যবস্থাপনায় অর্পিত সকল ভূমির রেজিস্টার এর প্রতিলিপি সরবরাহ করিবেন এবং বিধি ৪৫ এর অধীনে এই রেজিস্টারসমূহকে হালনাগাদ রাখা বোর্ডের দায়িত্ব।

(ii) যখন মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর বিশ্বাস করার কারণ রহিয়াছে যে, বোর্ডের ব্যবস্থাপনাধীন কোন ভূমি, যাহা বাজার এলাকায় অবস্থিত নয়, উহার স্বত্ব এবং স্বার্থ হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং তাহার নিকট কোন রিপোর্ট করা হয় নাই, তখন তিনি ক্যান্টনমেন্টস আইনের ধারা ৭৩ এর সূত্রে ঘটনাটি তদন্তের জন্য বোর্ডের নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং শুধু বোর্ডের যাচাই এর উপর হস্তান্তরটি রেকর্ড করিবেন।

(iii) মিলিটারী এস্টেটস অফিসারকে সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে কোন অন্তর্ভুক্তি করার পূর্বে সকল হস্তান্তরের শর্তাবলী পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যিক, যাহাতে ইহা নিশ্চিত করা যায় যে, ইহাতে সরকারের কোন স্বার্থ যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। যদি তিনি দেখিতে পান যে, দলিলসমূহ দাতার যেই পরিমাণ স্বত্ব আছে উহা অপেক্ষা অধিক স্বত্ব হস্তান্তর করিতে প্রয়াসী, উদাহরণস্বরূপ, মুক্ত দখল স্বত্ব, যেইখানে হস্তান্তরকারী সরকার হইতে একজন ইজারা গ্রহণকারী মাত্র, এই ক্ষেত্রে তিনি সঙ্গে সঙ্গে হস্তান্তরকারী এবং গ্রহণকারী উভয়কেই নোটিশ দিবেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন যে, সরকার এই হস্তান্তর স্বীকার করিতে পারে না এবং তিনি ঘটনাবলী, উপ-পরিচালক, সামরিক ভূমি এবং ক্যান্টনমেন্টস এর নিকট আদেশের জন্য রিপোর্ট করিবেন।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার সাধারণ ভূমি রেজিস্টারের মন্তব্য কলামে এই মর্মেও উল্লেখ করিবেন যে, সরকার এই হস্তান্তরকে স্বীকার করে না, ইহা বর্ণনা করিয়া একটি রেজিস্টার্ড নোটিশ হস্তান্তরকারী এবং গ্রহণকারীকে প্রদান করা হইয়াছে।

(iv) নামাজারীসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার সময়, বিধি (৩) এর টীকা (i) এ বর্ণিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

১১২৬ আর/ডি৪, তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।

(v) **স্বত্ব বা স্বার্থ হস্তান্তর**। কোন বন্ধক দ্বারা, যদি দখল নাও থাকে, সম্পত্তির হস্তান্তর সংঘটিত হইবে এবং ইহাতে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর অধীনে ভূমিতে স্বার্থ সৃষ্টি হয়। নিবন্ধন ব্যতীত ইহা কার্যকর করা যায় না, যদি না সম্পত্তির মূল্য ন্যূনতম নির্ধারিত মূল্য (১০০ টাকা) এর কম হয়।

সকল বন্ধকের অন্তর্ভুক্তি, দখল থাকুক বা না থাকুক, এই বিধির উপ-বিধি (i) অনুসারে সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে করা উচিত।

৮৬৯আর/এডি৪, তারিখ ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৩০।

(vi) **ইজারা শেষে যেই সকল অন্তর্ভুক্তি করিতে হইবে**। সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে রেকর্ডকৃত কোন ইজারা শেষে, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে দখল গ্রহণ করা, ঘটনাটি সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে রেকর্ড করা এবং উহা অনুসারে অন্তর্ভুক্তিসমূহ সংশোধন করা উচিত।

(vii) **সরকারী স্বত্ব স্বীকৃতির অন্তর্ভুক্তি**। বেসরকারী ব্যক্তিগণ ভূমিতে সরকারের মালিকানা স্বত্ব স্বীকার করিয়া যেই স্বীকৃতিপত্র সম্পাদন করে, উহা সাধারণ ভূমি রেজিস্টারের মন্তব্য কলামে বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এর অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণের পর অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(viii) **অবৈধ দখলের উপর নজরদারী করার দায়িত্ব**। সরকারের বিভাগসমূহ এবং প্রশাসনসমূহ যাহাতে তাহাদের জমির সীমানার বাহিরে কোন ভূমি অবৈধ দখল না করেন ঐ বিষয়ে নজরদারী করা মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের দায়িত্ব।

৯৭৪আর/ডি৪, তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।

১১। **প্রাপ্তি জমাকরণ**।- মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ব্যবস্থাপনায় অর্পিত সকল ভূমি হইতে প্রাপ্ত অর্থ সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারে জমা হইবে।

(i) প্রাপ্ত অর্থসমূহ নিকটবর্তী ট্রেজারী, সাব-ট্রেজারী বা ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, যাহার উপর সরকারী লেনদেন অর্পিত হইয়াছে, উহাতে জমা করিতে হইবে।

(ii) মিলিটারী এস্টেটস অফিসারগণ এবং ক্যান্টনমেন্টে তাহাদের প্রতিনিধিগণ বেসামরিক হিসাব কোড, খণ্ড ২ এর দফা ৪৫৩ এর অধীনে প্রাপ্তি যোগ্য আদেশ জারি করিতে ক্ষমতাবান।

৭৬৮আর/ডি৪, তারিখ ১১ জুলাই, ১৯৩৮।

১২। মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ভূমি রাজস্ব রেজিস্টার। মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, তফসিল ৩ এ নির্ধারিত ফরমে,

সকল “ক”(২) এবং “খ”(৩) শ্রেণীভুক্ত ভূমির একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন, যাহা তাহার ব্যবস্থাপনায় অর্পিত এবং যাহা হইতে রাজস্ব প্রাপ্তি হয়। এই রেজিস্টার মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ভূমি রাজস্ব রেজিস্টার নামে পরিচিত হইবে, এবং বাৎসরিকভাবে ১লা এপ্রিল হইতে প্রস্তুত করা হইবে, যাহাতে নির্মাণ এলাকা, কৃষি ভূমি এবং অন্য ভূমি হইতে খাজনা রূপে দাবীর বার্ষিক হিসাব দেখানো হয়।

পরিচ্ছেদ-৪

“ক” শ্রেণীর ভূমির জন্য বিশেষ বিধি

১৩। “ক” শ্রেণীর ভূমির তফসিল।- (১) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার প্রত্যেক ক্যান্টনমেন্টের জন্য, যাহাতে ভূমি তাহার ব্যবস্থাপনায় অর্পিত হইয়াছে, উহার “ক”(১) এবং (২) শ্রেণীর ভূমির জন্য নকশা এবং তফসিল সংরক্ষণ করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত নকশায় বা তফসিলে কোন পরিবর্তন করা হইবে না।

(৩) প্রত্যেক বৎসরের ১ এপ্রিলের যতদূর সম্ভব পরপর এবং ১ জুলাই এর পর নয়, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট স্টেশন কমান্ডার এর প্রতিস্বাক্ষরিত একটি সার্টিফিকেট দাখিল করিবেন, যাহাতে “ক” শ্রেণীর ভূমির নকশা এবং তফসিলসমূহের সত্যতা প্রত্যয়ন করা হইবে এবং উহার উপর কোন অবৈধ নির্মাণ বা অবৈধ দখল আছে কি না, সেই সম্পর্কে একটি রিপোর্টও উহার সঙ্গে থাকিবে।

(i) ‘ক’ শ্রেণীর ভূমির নকশা এবং তফসিল প্রস্তুত করার সময় নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলী প্রতিপালন করিতে হইবে-

(ক) যেইহেতু নকশা এবং তফসিল একটি স্থায়ী রেকর্ড হিসাবে মনে করা হয়, সেইহেতু, সীমানা সমূহের সঠিক জরিপ এর মাধ্যমে নকশা তৈরী করিতে হইবে এবং উহা যেন সীমারেখার একটি স্থূল চিহ্নিতকরণে পরিণত না হয় তাহা দেখিতে হইবে। শ্রেণী ‘ক’ ভুক্ত ভূমির মধ্যকার প্রত্যেক সম্পূরক জোত যেমন, অস্ত্রাগার, ব্যারাক, চুকচাওয়াজ মাঠ, সামরিক ঘাস ফার্ম, বিনোদন মাঠ, ডিপো, রাস্তা ইত্যাদি যাহা সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের এবং মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের ব্যবস্থাপনায় থাকিবে, যাহাদিগকে তাহাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট জোতের ব্যবহার্য অংশের স্থাপনাদির হিসাব প্রদান করিতে হইবে, তাহার জন্য পৃথক চিহ্নিতকরণ প্রয়োজন এবং উহা অবশ্যই সঠিকভাবে জরিপ এবং ম্যাপে দেখাইতে হইবে। সম্ভব হইলে ভারত জরিপ এর ম্যাপসমূহ ব্যবহার করিতে হইবে।

(খ) তফসিল সকল দিক হইতে নকশার সহিত একইরূপ হইতে হইবে।

(গ) নকশার উপর হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেক জোতের জন্য ক্রমাগতভাবে নম্বর প্রদান করিতে হইবে, এবং যেই ক্ষেত্রে একই বিভাগ বা সার্ভিসের ব্যবস্থাপনায় একের অধিক প্লট রহিয়াছে, উদাহরণস্বরূপ, ঘাস ফার্মের ভূমির বিভিন্ন প্লট, এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্লটের একটি ভিন্ন জরিপ নম্বর থাকিবে।

(ঘ) যেই সকল রাস্তায় জনগণের চলাচলের অধিকার আছে, সেইগুলি কোন জোতের উপর দিয়া অতিক্রম করে, ঐ সকল রাস্তা জোত হইতে বাদ দিতে হইবে, যদিও সেইগুলি সামরিক রাস্তা হয়।

(ঙ) সামরিক রাস্তাগুলিকে সংলগ্ন জোত এর সীমানা নির্দেশ করিতে যেই রঙ ব্যবহার করা হইয়াছে, উহা হইতে ভিন্ন কোন রঙ এর একটি লাইন রাস্তার মাঝামাঝি আঁকিয়া দেখাইতে হইবে, এবং উহাকে তফসিলে একটি পৃথক নম্বর প্রদান করিতে হইবে।

- (চ) “ক”(১) এবং “ক”(২) শ্রেণীভুক্ত ভূমি যথাক্রমে ক্রমাগত এবং বিন্দু বিন্দু লাল লাইন দ্বারা পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে।
- (ছ) মসজিদ, মন্দির এবং অন্য ধর্মীয় দালানসমূহ, যাহা “ক”(১) শ্রেণীর ভূমিতে নির্মিত হইয়াছে, উহা খ(৩) শ্রেণীভুক্ত হইবে। যেই ক্ষেত্রে ভূমি এই ধরনের দালান দ্বারা এবং বেসরকারী দালান দ্বারা দখলকৃত, যাহা ক্যান্টনমেন্ট কোড ১৮৯৯ বা ১৯১২ এর অধীনে ইজারা প্রাপ্ত এবং সামরিক “ক” শ্রেণীর ভূমি দ্বারা বেষ্টিত, উহা খ(৩) শ্রেণীভুক্ত হইবে। এই ধরনের ভূমি শ্রেণী ক(১) এবং (২) ভূমির নকশা এবং তফসিলে দেখানো চলিতে থাকিবে। এই বিষয়ে বিধি ৬ এর টীকা (iii)(জ) দ্রষ্টব্য।
- (জ) সাম্প্রদায়িক কবরস্থান এবং পবিত্র স্থানসমূহ যাহা বর্তমানে সামরিক এলাকা দ্বারা বেষ্টিত এবং যাহাতে বর্তমানে জনসাধারণের চলাচলের অধিকার আছে, উহা “ক”(২) শ্রেণীর ভূমিতে অন্তর্ভুক্ত হইবে না, বরং “খ”(৪) ভূমিতে শ্রেণীভুক্ত হইবে। জনসাধারণের যাতায়াতের ব্যবস্থার জন্য একখণ্ড ভূমি “ক” শ্রেণীর ভূমি হইতে বাদ দিয়া রাখা উচিত। বিধি ৬ এর টীকা (iii)(ঙ) দ্রষ্টব্য।
- (i) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার নকশায় এইরূপ সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন যে, প্রত্যেকটি পৃথক জোত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

১০২০আর/ডি৪, তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।

- (ii) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত “ক” শ্রেণীর ভূমিকে প্রভাবকারী প্রত্যেক হস্তান্তর, নকশা ও তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(iii) “ক”(১) এবং (২) শ্রেণীভুক্ত ভূমির তফসিল এবং নকশাসমূহে সামরিক কর্তৃপক্ষ সমূহের দখলে থাকা বা যেইগুলি সামরিক কারণে প্রয়োজন হইতে পারে এবং যাহা সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির ভিত্তি স্বরূপ হইবে, ঐ সকল জোত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখাইতে হইবে। “ক” শ্রেণীর ভূমির নকশা এবং তফসিল সমূহের একটি প্রতিলিপি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক স্টেশন কমান্ডারকে সরবরাহ করিতে হইবে, যিনি “ক” শ্রেণীর ভূমিতে কোনরূপ অবৈধ দখল হইতে না দেওয়ার জন্য দায়ী। প্রতিলিপি বাৎসরিকভাবে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক যাচাই এবং সংশোধন করা হইবে। অতএব, এই সকল তফসিলের নকশাসমূহ সাধারণ ভূমি রেজিস্টার, যাহা ক্যান্টনমেন্টের অন্তর্গত সকল ভূমিসমূহ করিয়া থাকে, উহা হইতে স্বাধীনভাবে হাল নাগাদ করিয়া সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

(iv) “ক” শ্রেণীর ভূমি চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে সীমানা পিলার নির্মাণের জন্য স্টেশন কমান্ডার এর নিকট আবেদন করিতে হইবে। এইগুলি বোর্ডসমূহ দ্বারা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে। নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়, যেই ক্ষেত্রে ভূমি সাধারণভাবে সামরিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে বড়খাত ৫৮-কার্যকর প্রতিরক্ষা সার্ভিস এর, প্রধান খাত ৮ সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস হইতে নির্বাহ করা হইবে এবং যখন ভূমি সমরাস্ত্র, বস্ত্রাদি কারখানা, রিমাউন্ট বিভাগ, সামরিক খামার বা রাজকীয় বা ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য প্রয়োজন হয়, তখন বড়খাত ৫৮-কার্যকর প্রতিরক্ষা বিভাগ সমূহ হইতে নির্বাহ করা হইবে।

(v) যুগ্মভাবে এই বিধির উপ-বিধি (২) এবং ভারতে সামরিক ভূমি অধিগ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবমুক্তি সংক্রান্ত বিধির বিধি ১৪ এর অধীনে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার একটি সার্টিফিকেট প্রস্তুত করিবেন এবং উহা তাহা দ্বারা অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড বা কমান্ডার, পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা (স্বাধীন) এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে (কিছু বিধি ২ এর টীকা ii দ্রষ্টব্য)।

৭৮১আর/ডি৪, তারিখ ২২ আগস্ট, ১৯৩৯।

৯৯৯আর/ডি৪, তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯।

সার্টিফিকেট

ভারতে সাধারণ ভূমি অধিগ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবমুক্তি বিধিমালায় বিধি ১৪, যাহা ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর বিধি ১৩(৩) দ্বারা সংশোধিত উহার অধীনে।

(ক) প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর বিধি ১৩(১) এর অধীনে রক্ষিত শ্রেণী 'ক' ভূমির নকশা এবং তফসিলসমূহ সঠিক।

(খ) 'ক' শ্রেণীর ভূমির উপর এবং ক্যান্টনমেন্টে নিরূপ অবৈধ নির্মাণ/এবং জবরদখল সমূহ করা হইয়াছে। অবৈধ নির্মাণ/জবরদখলসমূহ অপসারণ/নিয়মিত করণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রত্যেক দফার বিপরীতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(গ) ক্যান্টনমেন্টে ভূমি শ্রেণীভুক্তকরণ এবং প্রতিটি জোতের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত সকল পরিবর্তন ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

স্টেশন :

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার

তারিখ :

.....সার্কেল

স্টেশন কমান্ডারের প্রতিশ্রুতি

সার্বিকভাবে ক্যান্টনমেন্টের সীমানায় কোন পরিবর্তন প্রয়োজন নাই এবং ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে অবস্থিত সকল ভূমি সামরিক প্রশাসন সংক্রান্ত ভারত সরকারের দায়িত্বসমূহ কার্যকরভাবে প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজন।

স্টেশন :

স্টেশন কমান্ডার

তারিখ :

১৪। “ক” শ্রেণীর ভূমির জন্য বিশেষ বিধিমালা।-(১) “ক”(১) শ্রেণীর ভূমির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, উহাদের উপর অবৈধ দখল নির্ণয় এবং প্রতিরোধ করাসহ, ঐ ভূমির সমকালীন দখলদার সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হইবে। “ক”(২) শ্রেণীর ভূমির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার তাহার “ক”(১) শ্রেণীর ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজ (যাহার মধ্যে ভূমির সম্পদের উন্নয়ন, ভূমির আয় ভোগের অধিকার, হস্তান্তর এবং বৃক্ষাদি রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত হইবে) স্টেশন কমান্ডারের সঙ্গে পরামর্শ এবং তাহার সাধারণ তত্ত্বাবধানে, পরিচালনা করিবেন, যাহার ইচ্ছাক্রমে বৃক্ষরোপণ এবং সামরিক এলাকার ভূমি চাষাবাদ সম্পর্কিত বলবৎ সামরিক বিধিমালা অনুসারে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারকে বরাদ্দ হইতে অর্থ ব্যয় করা হইবে।

(৩) শ্রেণী 'ক'(১) এর ভূমি কেন্দ্রীয় সরকার বা এই বিষয়ে তাহাদের দ্বারা নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত বিধি ৫ এর উপ-বিধি (i) এ বর্ণিত প্রয়োজন ছাড়া অন্যকোন কাজে ব্যবহার বা দখল করা হইবে না।

শর্ত থাকে যে, “ক”(১) শ্রেণীর ভূমি যাহা সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহের ব্যবস্থাপনাধীন, উহা সাময়িকভাবে ঠিকাদারগণ কর্তৃক সরকারী কাজে ব্যবহারের মালামাল গুদামজাত করার জন্য ঐ কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক অনুমোদন করা যাইতে পারে। এইরূপ অনুমতি কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদান করা হইবে এবং উহা তিনি যতদিন যুক্তিযুক্ত মনে করেন শুধু তত দিন বলবৎ থাকিবে।

(৪) “ক”(২) শ্রেণীর ভূমি সাধারণত: খালি রাখা হইবে, কিন্তু উহার সাময়িক ব্যবহার বা দখল এর জন্য বিধি ৩৯ এর অধীনে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান করা যাইতে পারে, বা ইহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে পাঁচ বৎসরের অনধিক সময়ের জন্য

অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড এর পূর্বানুমোদনক্রমে বা কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যেই কোন অন্য সময়ের জন্য ইজারা প্রদান করা যাইতে পারে।

(৫) কেন্দ্রীয় সরকার বা এই উদ্দেশ্যে যাহাকে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত করেন, তাহার পূর্বানুমোদন ব্যতীত, এবং যেইরূপ শর্তাবলী এইরূপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপ করা হয়, তাহা ব্যতীত “ক” শ্রেণীর উপর স্থায়ী, বা সাময়িক, কোন ধরনের দালানই নির্মাণ করা যাইবে না :-

শর্ত থাকে যে-

- (ক) উপ-বিধি (৪) এর অধীনে, স্টেশন কমান্ডার এর পূর্বানুমোদনক্রমে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান করিয়া “ক”(২) শ্রেণীর ভূমিতে কোন সাময়িক নির্মাণ করার অনুমতি প্রদান করা যায়; এবং
- (খ) “ক”(২) শ্রেণীর ভূমির উপর, যাহা উপ-বিধি (৪) এর অধীনে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক ইজারা প্রদান করা হইয়াছে, উহার উপর, ইজারা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে সাময়িক নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা যায়।

(i) “ক” শ্রেণীর ভূমির নিয়ন্ত্রণ

এই বিধির উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত “ক” শ্রেণীর ভূমির নিয়ন্ত্রণকে বিধি ৯ এ বর্ণিত ব্যবস্থাপনা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। উদ্দেশ্য এই যে, “ক” শ্রেণীর ভূমি সম্পূর্ণরূপে, ক্যান্টনমেন্ট এর বা বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ হইতে আলাদাভাবে, সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকিবে, কিন্তু এই পার্থক্য সাপেক্ষে, কতিপয় ক(১) শ্রেণীর ভূমির প্রকৃত ব্যবস্থাপনা, বিধি ৯ এর উপ-বিধি (১) এর অধীনে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিজেদের উপরই অর্পিত হয়, যেইক্ষেত্রে ক(১) শ্রেণীর অবশিষ্ট ভূমি এবং সকল ক(২) শ্রেণীর ভূমি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ব্যবস্থাপনায় অর্পিত হয়।

যতক্ষণ এবং যেই পর্যন্ত সামরিক কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের সরাসরি ব্যবস্থাপনাধীন কোন ক(১) শ্রেণীর ভূমি অবমুক্তির প্রশ্ন উত্থাপন না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সকল ভূমি বিষয়ে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারদের, বিধি ৩ এবং বিধি ১৩ এ নির্দেশিতভাবে উহাদের যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যতীত অন্য কোন করণীয় থাকে না।

ক(১) শ্রেণীর ভূমির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন; ভূমির সাধারণ নিয়ন্ত্রণ, উহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বসহ, ক্যান্টনমেন্টস আইন এর ১২৮ ধারার অধীনে স্টেশন কমান্ডার এর উপর অর্পিত।

৩৪০২৪/১/এডি, তারিখ ২২/৩/২৭।

৩৩৯৬৩/৩/এডি, তারিখ ৪/৫/২৭।

৯৭৪আর/ডি৪, তারিখ ২/৯/৩৮।

(ii) “ক” শ্রেণীর ভূমির উপর অবৈধ নির্মাণ বা জবর দখলের দায়িত্ব

যদিও বিধি ১৩ এর অধীনে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট “ক” শ্রেণীর ভূমির নকশা এবং তফসিল এর সঠিক থাকা সম্পর্কে একটি সার্টিফিকেট, কোন প্রকার অবৈধ নির্মাণ বা জবর দখল সম্পর্কিত রিপোর্টসহ, দাখিল করিতে হয়, তথাপি স্টেশন কমান্ডারই এই বিষয়ে দায়ী থাকেন যে, “ক” শ্রেণীর ভূমির উপর কোন অবৈধ নির্মাণ বা জবর দখল করিতে না দেওয়া হয়।

৪৪৬ আর/ডি৪, তারিখ ২০/৬/৩১।

সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহের সরাসরি ব্যবস্থাপনাধীন ক(১) শ্রেণীর উপর হইতে জবর দখল অপসারণ করার দায়িত্ব, ভূমি দখলকারী সামরিক বাহিনীর সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকে। মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ব্যবস্থাপনাধীন ক(১) শ্রেণীর ভূমির ক্ষেত্রে, তিনি যেই সকল জবর দখল সনাক্ত করিতে পারেন, তাহা সামরিক কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিবেন;

তথাপি এইগুলি অপসারণের দায়িত্ব সামরিক কর্তৃপক্ষের উপরই থাকে।

৪৪৬ আর/এ ডি ৪, তারিখ ২০/৬/৩১।

ক(১) শ্রেণীর ভূমি হইতে অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করা প্রয়োজন হইলে, সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহের অনুরোধে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

৯৭৪ আর/ডি ৪, তারিখ ২/৯/৩৮।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার ক(২) শ্রেণীর ভূমিতে অবৈধ দখল সনাক্ত করা এবং উহা অপসারণ করার জন্য এককভাবে দায়ী।

৪৪৬ আর/এ ডি ৪, তারিখ ২০/৬/৩১।

(iii) “ক” শ্রেণীর ভূমির স্থানসমূহের নকশা তৈরী করার দায়িত্ব

(ক) অবৈধ দখলসমূহ নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত নকশা, ভূমির দখলকারী সামরিক বিভাগ এর অনুরোধক্রমে সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস কর্তৃক তৈরী করা হইবে, কিন্তু উহার ব্যয় অবৈধ দখল এর জন্য দায়ী নির্দিষ্ট ইউনিট বা সংগঠন কর্তৃক নির্বাহ করা হইবে। যদি অবৈধ দখল সনাক্ত হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট ইউনিট বা সংগঠন ভারতীয় সংস্থাপন ত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐরূপ খরচ সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস কর্তৃক বহন করা হইবে। ইহা ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে অবস্থিত সামরিক ভূমির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(খ) রেজিমেন্টাল ফান্ড বা এইরূপ অন্য ফান্ড হইতে নির্মিতব্য আধা-সামরিক দালানসমূহের ক্ষেত্রে, যাহা সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস এর বিধিমালার ছক (ছ)-তে উল্লেখিত আছে, প্রয়োজনীয় নকশাসমূহ সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস কর্তৃক তৈরী করা হইবে।

৪৮১ আর/ডি ৪, তারিখ ১২ মার্চ, ১৯৩৬।

(গ) যেই ক্ষেত্রে এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগকে ভূমি হস্তান্তর করিতে নকশার প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহ বা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার যিনি এই প্রস্তাবের সূচনা করেন, তিনি যতদূর সম্ভব, ছাপানো নকশার অংশ কাটিয়া লইয়া উহা ব্যবহার করিবেন। ক্যান্টনমেন্ট জরিপসমূহের ব্যাংক পোস্ট কাগজে কালো ছাপা সমূহ কাটিয়া লওয়ার জন্য উপযুক্ত এবং উহা জরিপ বিভাগ হইতে মূল্য পরিশোধে পাওয়া যায়। সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে প্রয়োজন মত এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে যতদূর সম্ভব সহায়তা করিবে।

(ঘ) ভূমি অধিগ্রহণ এবং অবমুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত নকশা তৈরী করা সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস এর দায়িত্ব এবং উহার খরচ খাত ৮-সামরিক প্রকৌশল বিভাগ হইতে নির্বাহ হইবে। এই কাজ সাধারণত: জরুরী ধরনের এবং সরকারের স্বার্থে উহা সমাপ্ত করণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

(iv) ক(১) শ্রেণীর ভূমির ক্ষেত্রে উপ-বিধি ৩ এর শর্ত দফার সাময়িক প্রয়োগ

উপ-বিধি (৩) এর শর্ত শুধু সামরিক প্রকৌশল বিভাগের ঠিকাদারদের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। অন্যান্য ঠিকাদারদের প্রয়োজনীয় ভূমি অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে ক(২) শ্রেণীতে হস্তান্তর করিতে হইবে এবং তৎপর মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক ইজারা প্রদান করা হইবে।

৫৪৯ আর/ডি ৪, তারিখ ১০ জুন, ৩৮।

উপ-বিধি (৩) এর শর্তের অধীনে প্রয়োজনীয় ভূমি নিয়মিতভাবে সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস কর্তৃক ঠিকাদারদের জন্য মালামাল গুদামজাত করিতে প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ ছোট কাজ এবং মেরামতের জন্য চলতি চুক্তি সমূহের ক্ষেত্রে,

সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসেস এর গুদাম এলাকা হিসাবে ইহার পুনঃশ্রেণী বিন্যাসের প্রস্তাব প্রতিরক্ষা বিভাগের নিকট দাখিল করা উচিত।

(v) “ক” শ্রেণীর ভূমির উপর বেসরকারী রেজিমেন্টাল দালান নির্মাণ

(ক) এই বিধির উপ-বিধি (৫) এ অন্তর্ভুক্ত নিষেধাজ্ঞার ফলে, শুধু অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার “ক” শ্রেণীর ভূমির উপর স্থায়ী ধরনের বেসরকারী দালান নির্মাণ অনুমোদন করিবেন।

“ক” শ্রেণীর ভূমির উপর অধিকাংশ স্থায়ী দালানই সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের দায়িত্বাধীন বা সেনাবাহিনীর অন্য কোন বিভাগের দায়িত্বাধীন দালান হইবে, এবং যেইহেতু ক(১) শ্রেণীর ভূমির উপর শুধু সরকারী দালান নির্মাণ করা যায়, সেইহেতু ইহা স্বাভাবিক যে, যদি সরকার ব্যতীত কোন নির্মাণ, স্থায়ী বা সাময়িক যাহাই হউক এবং ইউনিট ফান্ড বা বেসরকারী ফান্ড যাহা দ্বারা নির্মিত হউক না কেন, “ক” শ্রেণীর উপর অনুমোদন করা হয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঐ নির্মাণের স্থানকে পূর্বেই ক(২) শ্রেণীতে হস্তান্তর করিতে হইবে।

২১০৪-এলসি/ডি৪, তারিখ ২ জুলাই, ৩৬।

(খ) বেসরকারী বা স্বল্প দাপ্তরিক ধরনের দালানসমূহ থাকিতে পারে, যেমন রেজিমেন্টাল ইনস্টিটিউটস্ বা ক্লাবসমূহ, স্কোয়াস কোর্টস বা ধর্মীয় দালানসমূহ যেমন, মন্দির, মসজিদ বা গুরুদ্বারসমূহ, যেইগুলি শুধু সেনাদের ব্যবহারের জন্য ইঙ্গিত এবং যাহা “ক” শ্রেণীর ভূমির উপর অবস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং আইন সঙ্গত।

ভারত সরকার নিজেই স্থায়ী ভিত্তিতে ব্যারাকসমূহের সঙ্গে বিভিন্ন সুবিধাদি যেমন রেজিমেন্টাল ইনস্টিটিউটস্ বা ক্লাবসমূহের ব্যবস্থাকরণ বিবেচনা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবে, যাহা উহা দখলকারী ইউনিটসমূহের ব্যবহারের জন্য লাভ্য হয়।

যাহা হউক, যেই কোন ক্ষেত্রে, যখন এইরূপ দালানসমূহ রেজিমেন্টাল ফান্ড বা অন্য বেসরকারী ফান্ড দ্বারা নির্মাণ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখন, যেইহেতু রাজকীয় বাহিনীর কোন ইউনিটের অফিসার কমান্ডিং এর ভারত সরকার হইতে পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই এবং সেই কারণে তাহার জন্য সরকারের সঙ্গে কোন আইনগত চুক্তি করার এবং সরকারী ভূমির জন্য ইজারা সম্পাদন করার কোন প্রশ্ন উঠে না, এই ক্ষেত্রে পদ্ধতি হইবে যে, ভারত সরকার কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট ইউনিটের অফিসার কমান্ডিং কে ভূমি ইজারা প্রদান না করিয়া বরং অফিসার কমান্ডিং বা লাইনসমূহ দখলকারী ইউনিটের রেজিমেন্টাল কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক নিরূপ সাটিফিকেট প্রদান সাপেক্ষে দালান নির্মাণ অনুমোদন করা :-

৩৯০-এলসি/ডি৪, তারিখ ৩১ জানুয়ারি, ১৯৪০।

আমি অফিসার কমান্ডিং এর বর্তমানে লাইনস্
আমরা রেজিমেন্টাল কমিটির সদস্যগণ
এর দখলকারী, ক্যান্টনমেন্ট, এই মর্মে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমি এই সঙ্গে
সংযুক্ত তফসিলে বর্ণিত এবং ইহার সঙ্গে সংযুক্ত নকশায় সীমানা চিহ্নিত এবং রঙ করা একটি
..... নির্মাণ করিতে এই শর্তে অনুমতি প্রদান করিয়াছি যে, আমি এবং আমরা অনুমোদিত
সংরক্ষণ উত্তসূরীগণ শুধু লাইসেন্সধারী এবং ভূমিতে সরকারের নিঃশর্ত অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে না এবং ইহার শর্তাবলী
নিরূপ :-

৩৯০-এলসি/ডি ৪, তারিখ ৩১ জানুয়ারি, ১৯৪০।

(১) বর্ণিত দালানসমূহ (সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস কর্তৃক অনুমোদিত নকশা এবং বর্ণনা অনুসারে নির্মিত হইবে এবং) পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্য সম্মত এবং স্থানীয় সংশ্লিষ্ট সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের সম্বন্ধিত যথাযথ

মেরামতকৃত অবস্থায় রক্ষিত হইবে এবং তাহার লিখিত সম্মতি ব্যতীত কোন সংযোজন বা পরিবর্তন করা হইবে না।

(২) স্থানটি গুপ্ত তফসিলে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে এবং অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে না।

(৩) টি প্রধানত: বর্ণিত ইউনিট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে এবং কোন বাহিরের লোককে এর অফিসার কমান্ডিং এর অনুমোদন ব্যতীত ইহা/এইগুলিকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না।

(৪) $\frac{\text{আমি}}{\text{আমরা}}$ কোন অবস্থাতেই ভারত সরকারের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত বর্ণিত ইউনিট ক্যান্টনমেন্ট ছাড়িয়া যাইবার পূর্বে এই ভূমি বা দালানের দখল হস্তান্তর বা পরিত্যাগ করিব না, যখন পরবর্তী দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার কমান্ডিং রেজিমেন্টাল কমিটির সদস্যগণ এই চুক্তির সুফল ভোগের অধিকারী হইবেন, যদি উহা তখনও বলবৎ থাকে, তবে ইহাতে $\frac{\text{আমার}}{\text{আমাদের}}$ স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে পরিসমাপ্ত হইবে।

(৫) এক মাসের নোটিশ প্রদানের পর সরকার যেই কোন সময় ইচ্ছামত ভূমির শূন্য দখল পুনরায় বুঝিয়া লইতে পারিবেন এবং কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়াই উহাতে অবস্থিত দালান সরাইয়া দিতে বা রক্ষণ করিতে পারিবেন, যদি অন্য কোন কারণে ভূমি তাহাদের প্রয়োজন হয় বা উপরের কোন শর্ত পালন করা হয়।

তফসিল

ক্যান্টনমেন্ট	সাধারণ ভূমি রেজিস্টার নং এবং ভূমির শ্রেণী	ভূমি এবং এলাকার বর্ণনা	যেই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হইয়াছে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫

অফিসার কমান্ডিং
বা
এর রেজিমেন্টাল কমিটির সদস্যগণ এলাকার বিবরণ
এবং প্রভাবিত স্থানের সীমানাসমূহ এবং ভারত সরকারের অনুমোদনপত্রের উল্লেখ, যাহার অধীনে অনুমোদন

প্রদান করা হইয়াছে, যাহা ক্যান্টনমেন্ট এর ভূমি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার

টীকা

সার্টিফিকেট যাহাদের দ্বারা দস্তখত করা হইবে-

১। (ক) সেই সকল প্রত্যেক ক্ষেত্রে যখন রেজিমেন্টাল বা অন্য বেসরকারী ফান্ড হইতে দালান/ দালান সমূহ নির্মাণ করার বা সেই দালান ইতোমধ্যে ঐরূপ ফান্ড দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে তাহা রক্ষণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে দখলকারী ইউনিটের ^{অফিসার কমান্ডিং} _{রেজিমেন্টাল কর্মিটির সদস্যগণ} দ্বারা।

(খ) সেই সকল প্রত্যেক ক্ষেত্রে যখন বিদায়ী ইউনিটসমূহের অনুমোদনক্রমে নির্মিত দালানসমূহ রক্ষণ করা হইবে সেইক্ষেত্রে, দায়িত্ব গ্রহণকারী ইউনিট এর ^{অফিসার কমান্ডিং} _{রেজিমেন্টাল কর্মিটির সদস্যগণ} দ্বারা। এই সকল ক্ষেত্রে (১) নং শর্তের বন্ধনীসমূহের অংশ বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

ঐ সকল দালানের ক্ষেত্রে যাহা দায়িত্ব গ্রহণকারী ইউনিটসমূহের প্রয়োজন নাই, কমান্ডিং অফিসারগণ দফা (১) এবং (৩) এর অপ্রয়োজনীয় শব্দসমূহ বাদ দিয়া এবং এই সকল দফাসমূহ নিবেদিতরূপে সংশোধন করিয়া একই ধরনের সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন :-

- “(১) এই সকল দালান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্য সম্মত অবস্থায় রাখা হইবে এবং উহাতে কোনরূপ সংযোজন বা পরিবর্তন করা হইবে না।”
- (২) কোন বহিরাগত ব্যক্তিকে এই সকল দালান ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না।”
- (I) ব্যবহার করার সময় দালানসমূহ ইউনিটের খরচে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।
- (II) কমান্ডিং অফিসার তাহার ইউনিট কর্তৃক অপ্রয়োজনীয়, বর্তমান ধর্মীয় দালানসমূহ রক্ষা করিবেন, কিন্তু উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন না।
- (III) কোন অবস্থাতেই সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস এই সকল দালানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না।

২। টীকা ১(ক) এ উল্লিখিত সার্টিফিকেট এর একটি প্রতিলিপি ভারত সরকার এবং মিলিটারী এস্টেটস অফিসারকে প্রেরণ করা হইবে, এবং টীকা ১(খ) এ উল্লিখিত সার্টিফিকেট এর একটি প্রতিলিপি শুধু মিলিটারী এস্টেটস অফিসারকে অগ্রবর্তী করা হইবে।

যেই ক্ষেত্রে কোন কারণ বশত: “ক” শ্রেণীর ভূমির উপর কোন স্থান, বর্ণিত ধরনের দালান নির্মাণের জন্য পাওয়া না যায়, তখন বিধি ৯ এর অধীনে ঐ প্রয়োজনীয় ভূমি “ক” শ্রেণীতে হস্তান্তর করার জন্য প্রস্তাব করা যাইতে পারে, এবং ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষের মতামত সংগ্রহ ও দাখিল করা যাইতে পারে, যদি ঐ স্থান উহার ব্যবস্থাপনাদীন ও নিয়ন্ত্রণাদীন “খ” শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে।

(গ) “ক” শ্রেণীর উপর নির্মিত রেজিমেন্টাল ধরনের কোন দালান কোন অবস্থাতেই বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট বিক্রয় করা হইবে না বা ভারত সরকারের অনুমোদন ব্যতীত উহা তাহাদের সম্পত্তিতে পরিণত হইতে দেওয়া যাইবে না।

(ঘ) ইউনিটসমূহের প্রাপ্তি অবস্থিত বৃক্ষাদি যাহা, তাহাদের ব্যবস্থাপনা এবং মালিকানায রহিয়াছে, উহার মালিকানা সরকার সংরক্ষণ করে, যদিও ঐ সকল বৃক্ষাদি দখলদারগণই রোপণ করে বা উহা মূলত: দখলদারদিগকে বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই সকল গাছের ফল, গাছ হইতে বাতাসে পড়া দ্রব্যাদি বা ডালপালা দখলদারগণ পাইবে। অবশ্য তাহারা সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোন গাছ কাটিতে বা কাঠ অপসারণ করিতে পারিবে না।

৩১০০/এলসি/ডি৪, তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।

(ঙ) যদি লাইনসমূহ খালি থাকে, তবে কোন দালান, যাহা সার্টিফিকেট এর দফা (৫) এর অধীনে নির্মাণের অনুমোদন প্রাপ্ত এবং যাহা এই দফার অধীনে অপসারণের সুপারিশ করা হয় নাই, উহার নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা

স্টেশন কমান্ডার এর উপর বর্তাইবে।

২০৯৫-এলসি/ডি৪, তারিখ ১৯ অক্টোবর, ১৯৪০।

(vi) ইউনিট লাইনে ধর্মীয় দালানসমূহ নির্মাণ।

“ক” শ্রেণীর ভূমির উপর কোন ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য মসজিদ বা অন্য ধর্মীয় দালান নির্মাণ যুক্তি সঙ্গত হইবে না, যদি না ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গ, তাহাদের দাণ্ডরিক চাকুরীর অবস্থার প্রেক্ষিতে, প্রকৃত কষ্টে নিপতিত হইবে, যদি এই সুবিধা প্রদান করা না হয়।

ভারতীয় সেনাদের লাইনে ধর্মীয় দালানসমূহ নিরূপ শর্ত সাপেক্ষে ইউনিটের খরচে টাকা (v) এর অধীনে অনুমোদন করা হইবে :-

(ক) এইরূপ দালানের স্থান স্থায়ী ব্যারাক কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং জেলা কমান্ডার কর্তৃক অনুমোদিত হইবে, এই বিষয়ে যত্ন নিতে হইবে যাহাতে পরবর্তী সময়ে জনসাধারণের কাজে প্রয়োজন হইতে পারে, এইরূপ স্থান এড়ানো যায়।

(খ) ইউনিট লাইনে নির্মিত ধর্মীয় দালানসমূহ প্রধানত: ইউনিটের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট এবং কোন বহিরাগত ব্যক্তিকে কমান্ডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত এইরূপ দালান ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না।

(গ) দালানসমূহ ব্যবহারের সময় ইউনিটের খরচে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(ঘ) কমান্ডিং অফিসার তাহার ইউনিটের জন্য অপ্রয়োজনীয় বর্তমান দালানসমূহ রক্ষা করিবেন, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন না।

(ঙ) কোন অবস্থাতেই সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস এই সকল দালান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না।

(চ) শুধু হিন্দু, মোসলমান এবং শিখ এই তিন শ্রেণীর ধর্মীয় দালানকে স্বীকার করা হইবে এবং সর্বাধিক ধর্মীয় দালানের সংখ্যা তিন এর মধ্যে সীমিত থাকিবে।

৩১৪৮৮/১/এডি, তারিখ ৬ এপ্রিল, ১৯২৬।

৪৬০১৯/১/ডি৩, তারিখ ৯ নভেম্বর, ১৯২৯।

৯৬৪৬২/১/ডি৩৬, তারিখ ২৭ নভেম্বর, ১৯৪৩।

**(vii) সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহের সরাসরি ব্যবস্থাপনাধীন ভূমির তালিকা
ইউনিট এবং সংগঠনসমূহ কর্তৃক সংরক্ষণ।**

সামরিক বাহিনীর বিভাগসমূহের সরাসরি ব্যবস্থাপনাধীন ভূমি হইতে প্রাপ্তির উপর পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ রাখা কার্যকর করার স্বার্থে, সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ইউনিট এবং সংগঠন এইরূপ ভূমির একটি তালিকা সংরক্ষণ করিবে যাহাতে উহার জন্য প্রাপ্তব্য রাজস্ব এবং উহা হইতে আদায়কৃত রাজস্ব সম্পর্কিত তথ্য থাকিবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার সাধারণ ভূমি রেজিস্টার এবং সামরিক ভূমি রেজিস্টার হইতে উদ্ধৃত অংশ এইরূপ ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী ইউনিট এবং সংগঠনসমূহের কমান্ডারগণকে সরবরাহ করিবেন এবং এই সকল উদ্ধৃত অংশের অন্তর্ভুক্তিতে পরবর্তীতে কোনরূপ পরিবর্তন হইলে উহা ও তাহাদের গোচরে আনিবেন। ইউনিট এবং সংগঠনসমূহের কমান্ডারগণ এই তালিকা হালনাগাদ রাখার জন্য দায়ী থাকিবেন।

৩৩০১/এলসি/এডি৪, তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬।

(viii) “ক” শ্রেণীর ভূমির স্বাস্থ্যবিধান সম্মত ব্যবস্থাপনা।

ক্যান্টনমেন্টস আইনের ধারা ১২৮ এর অধীনে স্টেশন কমান্ডার যেই সকল ভূমি সামরিক উদ্দেশ্যে দখল বা ব্যবহার হইতেছে, এগুলিকে অর্থাৎ সকল ক(১) শ্রেণীর ভূমি, স্বাস্থ্যবিধান সম্মতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকিবেন,

ক(২) শ্রেণীর ভূমির স্বাস্থ্যবিধান সম্মত ব্যবস্থার দায়িত্ব আইনের অধীনে সুনির্দিষ্টভাবে কাহারো উপর অর্পণ করা হয় নাই। অবশ্য, যেইহেতু এইরূপ ভূমি সেনাবাহিনী বা রাজকীয় ভারতীয় বিমান বাহিনীর ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত, সেইহেতু ইহাকে স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা সম্মতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তায়।

ক(২) শ্রেণীর ভূমির স্বাস্থ্যবিধান সম্মত ব্যবস্থার ব্যয় নিঃসঙ্গে নির্বাহ করা হইবে : ক(২) শ্রেণীর ভূমিকে পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা সম্মতরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করার সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ কার্যাদির ব্যয় খাত ৪৮-প্রতিরক্ষা সার্ভিসেস হিসাব এর খাত ৭-গ (ক) এর অধীনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খরচের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে মিটানো হইবে। যেই সকল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জনিত পদক্ষেপের জন্য প্রকৌশল কাজের প্রয়োজন হয়, যেমন নীচ স্থান হইতে পানি নিষ্কাশন, ডোবা ভরাট ইত্যাদি, ঐগুলির ব্যয় ভারতীয় সমরাস্ত্র বিভাগ এর অধীনস্থ সেনা রিমাউন্ট বিভাগ এবং সমরাস্ত্র এবং বস্ত্রাদি কারাখানার ভূমির ক্ষেত্রে বড় খাত ৪৮-প্রতিরক্ষা সার্ভিসেস হিসাব হইতে এবং রাজকীয় ভারতীয় বিমান বাহিনী এলাকাসমূহের প্রয়োজনীয় কার্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যয় প্রধান খাত ৪৮-প্রতিরক্ষা সার্ভিসেস কার্যকর এর অন্তর্গত প্রধান খাত ১০-রাজকীয় বিমান বাহিনী, উপ-খাত “চ” কার্যাদির ব্যয় খাতের যথাযথ ছোট খাত হইতে নির্বাহ হইবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেইখানে ভূমি সাধারণত: সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, সেই ক্ষেত্রে ব্যয় প্রধান খাত ৮-প্রতিরক্ষা সার্ভিসেস কার্যকর (যেমন, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক পদক্ষেপসমূহ) এর অন্তর্গত খাত ৮- সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসেস হইতে নির্বাহ করা হইবে।

ব্যারাক এলাকায় ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা, যাহা অবশ্যই একটি স্বাস্থ্য বিধানমূলক পদক্ষেপ, উহা সংশ্লিষ্ট ইউনিটের আইন সম্মত কাজ এবং উহা স্বাভাবিকভাবে বিনাব্যয় ভিত্তিতে সেনাশ্রম দ্বারা করানো উচিত। যেই সকল ক্ষেত্রে এলাকার চারণের স্বত্ব ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহকে প্রদান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে এলাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (ঝোপঝাড় পরিষ্কার করাসহ) বোর্ডের দায়িত্ব হওয়া উচিত।

৩২৫/এডি৪, তারিখ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩০।

৪৪ এসি/এডি৪, তারিখ ৮ জুলাই, ১৯৩১।

১৩ এসসি/ডি৪, তারিখ ১৯ জুন, ১৯৪০।

(ix) ক(১) শ্রেণীর ভূমির চরানো এবং উপস্বত্ব ভোগের অধিকার হস্তান্তর।

চরানো এবং উপস্বত্ব ভোগের অধিকার হস্তান্তর এইভাবে করা উচিত যাহাতে লাইনের ভিতর প্রবেশকারী ব্যক্তি এবং পশুর উপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ স্টেশন কমান্ডার এর নিকট থাকে। ইউনিটের লাইনের চরানোর অধিকার মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক এই বিধির উপ-বিধি(২) এ নির্ধারিত উপায়ে হস্তান্তর করা উচিত। সরকারী মালিকানাধীন গবাদির জন্য ইউনিট লাইনে চারণের অধিকার সংরক্ষণ করিয়া রাখা যাইবে না, তাহা ছাড়া কোন ইউনিটের কমান্ডিং অফিসারকে তাহার ইউনিটে চরানোর অধিকার বা ভূমির উপস্বত্ব ভোগের অধিকার হস্তান্তর করিতে এবং লাভের একটি অংশ রেজিমেন্ট সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্য রাখিয়া দিতে দেওয়া যাইবে না।

যদি স্টেশন কমান্ডার এই মত পোষণ করেন যে, ক(১) শ্রেণীর ভূমির কোন এক নির্দিষ্ট প্লটের উপ-স্বত্ব হস্তান্তর করা উচিত হইবে না বা কোন একটি নির্দিষ্ট উপায়ে, হস্তান্তর করা উচিত অর্থাৎ গবাদি পশু চরাইয়া বা ঘাস কাটিয়া, তাহা হইলে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারকে তাহার আদেশ মান্য করিতে হইবে। অবশ্য স্টেশন কমান্ডার এর এই ক্ষমতা নাই যে, তিনি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট প্লটের ভূমির উপস্বত্ব হস্তান্তর নিষেধ করেন এবং উহা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক লইয়া যাওয়া বা অন্য কাহারো দ্বারা হস্তান্তর অনুমোদন করেন। যদি উপস্বত্ব হস্তান্তর করিতে হয়, তবে উহা অবশ্যই মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক হস্তান্তর করা হইবে।

সেনা বাগান এবং সামরিক বিনোদন মাঠসমূহ যাহা বিধি ৯ এর টীকা (i) এর মাধ্যমে সামরিক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় অর্পিত হইয়াছে, উহা ব্যতীত, রেজিমেন্টাল ফান্ড ধরনের কোন কিছু, যাহাতে ঘাস, বৃক্ষাদি বা অন্য উপস্বত্ব জমা করা যাইতে পারে, উহা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, যদি না

উহা ভারত সরকারের বিশেষ অনুমোদনক্রমে করা হয়; সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহের ব্যবস্থাপনায় অর্পিত ভূমির জন্য সকল ব্যয় এবং উহা হইতে সকল আয় কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে ব্যয় হইবে বা উহাতে জমা হইবে, ক্ষেত্র বিশেষে যেইরূপ হয়।

১০২১-এলসি/ডি৪, তারিখ ১৬ মার্চ, ১৯৩৬।

১৫২-এলসি/ডি৪, তারিখ ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৭।

(x) “ক” শ্রেণীর জমিতে পাথর খনি।

ক(১) শ্রেণীর ভূমিতে অবস্থিত পাথর খনিসমূহ যেইহেতু বিধি ৯ এর টীকা (i) মারফত সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় অর্পিত হইয়াছে এবং সেইহেতু এইগুলি মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের ক্ষমতা বহির্ভূত।

যেই সকল পাথর খনি সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনাবীন, সেইগুলি সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস কর্তৃক সরকারী চুক্তি প্রতিপালনের জন্য কোন ঠিকাদারকে ইজারা প্রদান করা যাইতে পারে। এইরূপে ইজারা প্রাপ্ত কোন ইজারাদার পাথর খনি হইতে মালামাল বেসরকারী উদ্দেশ্যে অপসারণের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের ব্যবস্থাপনাবীন ক(১) এবং ক(২) শ্রেণীর ভূমি হইতে সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস কর্তৃক সামরিক উদ্দেশ্যে অপসারিত মাটি বা পাথরের জন্য কোন অর্থ আদায় করা যাইবে না। তবে সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এইরূপ ভূমি হইতে মাটি বা পাথর অপসারণের পূর্বে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর অনুমতি গ্রহণ করিবেন।

সামরিক প্রকৌশল সার্ভিসের ঠিকাদারগণ “ক” শ্রেণীর ভূমি হইতে অপসারিত মালামালের জন্য অর্থ প্রদানের আওতা বহির্ভূত।

৩০৬৬৪/৫/এডি, তারিখ ২৫ আগস্ট, ১৯২৬।

৫২৮/আর/ডি৪, তারিখ ৮ অক্টোবর, ১৯৩৪।

১৮৩/আর/ডি৪, তারিখ ৯ এপ্রিল, ১৯৩৬।

(xi) ক(২) শ্রেণীর ভূমির ইজারা এবং লাইসেন্স।

এই বিধির উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী অস্থায়ী নির্মাণ অর্থ এইরূপ নির্মাণ যাহা সহজে এবং সস্তায়, স্বল্প নোটিশে নির্মাণ এবং অপসারণ করা যায়, যেমন একটি কুঁড়ে ঘর, বা চালা যেইরূপ ক্যান্টনমেন্টস আইনের ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত হইয়াছে এবং স্থায়ী নির্মাণ হইতে পৃথক, যাহা কয়েক বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হয়।

এই বিধির উপ-বিধি (৪) এর অধীনে কোন ইজারা অনুমোদন করিবার সময় অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড তাহার মর্জি অনুসারে খাজনা নির্ধারণ করিবেন।

ক(২) শ্রেণীর ভূমির কোন ইজারা সমাপ্তি ঘোষণা অনুমোদন করার যোগ্য কর্তৃপক্ষ হইতেছেন গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল।

সমাপ্তি ঘোষণার নোটিশ গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল এর পক্ষে দস্তখত করিতে ক্ষমতাবান ব্যক্তি কর্তৃক জারি করা হইবে।

সামরিক ঠিকাদারগণ কর্তৃক রেজিমেন্টাল ইনস্টিটিউটস্ এর জন্য প্রয়োজনীয় ক(২) শ্রেণীর ভূমি ইজারার ক্ষেত্রে এবং সামরিক সিনেমা হল এর ক্ষেত্রে যেই সকল বিশেষ শর্ত পালন করিতে হইবে, তাহার জন্য বিধি ৪১ এর টীকা (iii) এবং (vi) দৃষ্টব্য।

১৪০৯এলসি/ডি৪, তারিখ ৪ মে, ১৯৩৮।

৭৩ এল/ডি৪, তারিখ ৭ জানুয়ারি, ১৯৪২।

পরিচ্ছেদ-৫

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক ভূমি হস্তান্তর।

১৫। ভূমি বিক্রয় নিষিদ্ধ।- কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট আদেশ ব্যতীত যেই কোন উদ্দেশ্যে ভূমি বিক্রয় নিষিদ্ধ।

(i) পরিচ্ছেদ ৫ এর বিধিসমূহ প্রতিরক্ষা বিভাগ এর পত্র নং ৩৩৫/আর/ডি৪, তারিখ ৪ মে ১৯৩৮, (বিধি (৯) এর টীকা (iii) দ্রষ্টব্য) এর মাধ্যমে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ব্যবস্থাপনায় অর্পিত ভূমিসমূহের ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য নয়, বরং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ বিধি ৪৭ এর অধীনে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের ব্যবস্থাপনায় বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৫) এর শর্ত অনুসারে অর্পিত ভূমির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৩৩৫ আর/২/ডি৪, তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।

১৬। নির্মাণ স্থানসমূহ, ইজারা (সাধারণ শর্তাবলী)।- (১) নির্মাণ স্থানসমূহ সাধারণত: ন্যূনতম প্রথম দফায় ত্রিশ বৎসরের জন্য ইজারার মাধ্যমে হস্তান্তর করা হইবে, ইহা ইজারা গ্রহীতার ইচ্ছাক্রমে সমপরিমাণ সময় পর পর সর্বাধিক নব্বই বৎসরের জন্য নবায়ন করা হইবে।

(২) ইজারা বিধি ১৯ এর অধীনে নির্ধারিত রূপে স্থিরকৃত বার্ষিক খাজনা সাপেক্ষে হইবে, যাহা ইজারার প্রত্যেক নবায়নের সময় পুন: নির্ধারণ যোগ্য হইবে। ইজারার জন্য একটি প্রাথমিক মূল্য ধরা হইবে এবং ইজারা গণ নিলামে উপস্থাপন করা হইবে, যিনি মূল্য হিসাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবেন তাহার নিকট বিক্রয় করা হইবে।

(৩) যখন প্রথম বা পরবর্তী সময় মেয়াদের পর ইজারা নবায়নের বিষয় উত্থাপন করা হয়, তখন ঐরূপ নবায়নের জন্য তফসিল ৪ এ নির্ধারিত ফরমে একটি চুক্তিনামা সম্পাদন করা হইবে।

১৭। নির্মাণ স্থানসমূহের জন্য দরখাস্ত।- (১) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ব্যবস্থাপনাবীন ভূমি ইজারার আবেদন তফসিল ৫ এ নির্ধারিত ছাপানো ফরমে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক দরখাস্তে প্রয়োজনীয় ভূমির অবস্থান, ঠিক যেই উদ্দেশ্যে উহা চাওয়া হইতেছে, এবং দরখাস্ত কারী কর্তৃক যদি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় কোন ভূমি ইতোমধ্যেই নেওয়া থাকে, উহার পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; এবং উহার সঙ্গে দরখাস্তকারীর খরচে তৈরী প্রার্থিত এলাকার একটি নকশা সংযুক্ত করিতে হইবে।

(i) এই বিধিমালার অধীনে ভূমি বিনা মূল্যে বরাদ্দ একেবারেই নিষিদ্ধ। কোন ভূমি উহার পূর্ণ বাজার মূল্যের কমে, কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট আদেশ ব্যতীত হস্তান্তর করা হইবে না, যাহা বিধি ১৯, ২৬, ৩১ এবং ৩৭ এ বিধিত হইয়াছে এবং এই সকল বিধিমালা এবং ইজারা ফরমসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, প্রাথমিক নির্ধারিত খাজনা যাহাই হউক, ইহা সর্বদাই মেয়াদকাল পর সংশোধনযোগ্য হইবে, যাহা ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না।

৫৫৩আর/ডি৪, তারিখ ১১ জুন, ১৯৩৮।

(ii) এই বিধিসমূহ কঠোরভাবে প্রতিপালনের জন্য এবং বিধিমালা লংঘন করিয়া যেই কোন কর্তৃপক্ষ বেআইনী পদক্ষেপ এর মাধ্যমে ভূমি হস্তান্তর বা বিনামূল্যে বরাদ্দের কোন প্রচেষ্টা করিলে উহা গোচরে আনার জন্য ক্যান্টনমেন্ট বিভাগের কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকিবেন।

৫৫৩আর/ডি৪, তারিখ ১১ জুন, ১৯৩৮।

(iii) খ(৪) শ্রেণী ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর ভূমির নির্মাণ স্থান ইজারার জন্য আবেদন গ্রহণ করার কোন ক্ষমতা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের নাই, তবে ক(২) শ্রেণীর ভূমি সম্পর্কে বিধি ১৪(৪) এ যেইরূপ পরিস্থিতি নির্ধারিত হইয়াছে উহা ইহার ব্যতিক্রম।

২৮৩৫, এলসি/এডি ৪, তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।

১৮। স্টেশন কমান্ডার কর্তৃক আবেদন প্রত্যাখ্যান এর প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাাদি।- মিলিটারী এস্টেটস অফিসার দরখাস্ত স্টেশন কমান্ডার এর নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং স্টেশন কমান্ডার কোন কারণ বশত: দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, যাহা লিখিতভাবে রেকর্ড করা হইবে, যাহা দরখাস্ত ফরমে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে এবং দরখাস্ত বিধি ২৯ এ নির্ধারিতভাবে নথিভুক্ত করা হইবে। স্টেশন কমান্ডার এর সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীকে জানানো হইবে।

(i) স্টেশন কমান্ডার এর জন্য ইজারা প্রদানের আবেদন বিবেচনা করার সময়, প্রধান নীতি স্মরণ রাখা অত্যাৱশ্যক যে, ক্যান্টনমেন্টসমূহ প্রধানত: সেনাদের বসবাসের এলাকা হিসাবে বর্তমান থাকে এবং সেই কারণে সেই সকল ব্যক্তি বা শ্রেণীর জন্য উহা ইঙ্গিত নয়, তাহারা যেন ইহার অপব্যবহার না করে। সেই এলাকার জন্য আবেদন করা হইয়াছে, উহার পরিমাণকেও তিনি বিবেচনায় নিবেন এবং এই বিষয়েও যত্নবান হইবেন যাহাতে বরাদ্দকৃত এলাকা সেই ধরনের দালান নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ না হয়।

১১২৪-আর/ডি৪, তারিখ ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৮।

১৯। স্টেশন কমান্ডার কর্তৃক আবেদন মঞ্জুর করার পর ব্যবস্থাাদি - খাজনা এবং মূল্যের রক্ষিত মূল্য নির্ধারণ।- (১) যদি স্টেশন কমান্ডার আবেদন মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার উহা কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই বিষয়ে নিযুক্ত অন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রবর্তী করিবেন, এবং যদি কেন্দ্রীয় সরকার বা নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদন অনুমোদন করেন, তখন তিনি প্রয়োজন বোধে জরিপ এবং সীমানা চিহ্নিত করানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, এবং আরোপযোগ্য বার্ষিক খাজনা বিধি ৮ এর অধীনে প্রণীত খাজনার আদর্শ ছক কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে এবং ইজারার সংরক্ষিত মূল্য হিসাবে সেই পরিমাণ মূল্য যুক্তিযুক্ত মনে হয় তাহা নির্ধারণ করিবেন।

(২) কোন অবস্থাতেই এইরূপে নির্ধারিত সংরক্ষিত মূল্য জনগণের নিকট প্রকাশ করা হইবে না বা খাজনার আদর্শ ছক এর কম হারে বার্ষিক খাজনা স্থির করা হইবে না।

(৩) যদি কেন্দ্রীয় সরকার বা নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদন নামঞ্জুর করেন, তবে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক ফরম এর উপর এই বিষয় সম্পর্কিত একটি অন্তর্ভুক্তি করা হইবে এবং ফরমটি বিধি ২৯ এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করা হইবে।

(i) যখন ত্রিশ বৎসর পর খাজনা পুনঃনির্ধারণ করিতে হয়, তখন সঠিক ইজারা ফরমে প্রদত্ত শতকরা ৫০ ভাগ এর সীমা পর্যন্ত, বৃদ্ধির প্রকৃত পরিমাণ, কিরূপে ভূমির মূল্য মধ্যবর্তী সময়ে উঠানামা করিয়াছে উহার উপর নির্ভর করিবে, ইহা দালানসমূহের মূল্য বা ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিত উন্নয়নমূলক কাজের উপর নির্ভর করিবে না।

(ii) ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালার অধীনে একটি ইজারার জন্য ধার্যকৃত খাজনা অবশ্যই উহার পূর্ণ বাজার মূল্য হিসাবে স্থির করিতে হইবে, যদি না ইচ্ছাকৃতভাবে ইজারা অনুকূল শর্তে বরাদ্দ করা হইয়া থাকে। সেই প্লটের ভূমির জন্য ইজারা বর্তমান আছে এবং পূর্ণ বাজার মূল্য ইতোমধ্যেই প্রদান করা হইতেছে, উহার উপর অতিরিক্ত দালানসমূহের জন্য কোন অতিরিক্ত খাজনা প্রদান করিতে হইবে না।

২০। জরিপ এবং সীমানা নির্ধারণ।- (১) সংরক্ষিত মূল্য এইভাবে হিসাব করিতে হইবে, যাহাতে স্থানটি জরিপ ও সীমানা নির্ধারণে কোন ব্যয় হইয়া থাকিলে উহা এবং ভূমি এবং নির্মাণের উদ্দেশ্যে আবেদনকৃত ভূমির নির্দিষ্ট স্থানটির নকশাদি প্রস্তুত করিতে ব্যয় হইয়া থাকিলে উহার একটি অংশ উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

(২) এইরূপ জরিপ এবং সীমানা চিহ্নিতকরণের খরচ দরখাস্তকারী কর্তৃক জমা করা হইবে এবং শেষ পর্যায়ে মূল্য হিসাবে আদায়কৃত অর্থ হইতে বাদ এবং জমাকারীকে ফেরত দেওয়া হইবে।

২১। নিলামের নোটিশ।- অতঃপর মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, তফসিল ৬ এ নির্ধারিত ফরমে একটি নোটিশ প্রকাশ করিবেন, যাহাতে যেই তারিখে, সময়ে এবং স্থানে এবং যেই সকল শর্ত সাপেক্ষে ইজারার স্থান বিক্রয় করা হইবে উহা বর্ণিত হইবে।

(i) নিলাম এর নোটিশ প্রকাশনা এবং নিলামের জন্য নির্ধারিত প্রকৃত তারিখের মধ্যে কমপক্ষে ১৪ দিন সময় রাখিতে হইবে।

(ii) যেই ক্ষেত্রে ইজারার মূল্য নিলামে বিক্রয়ের প্লটটি রেলওয়ে ভূমি বা রেলওয়ে লাইনের পাশাপাশি থাকে, সেই ক্ষেত্রে নিলামের নোটিশের একটি প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার বা জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিনিধির নিকট পাঠাইতে হইবে, এই ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, রেললাইন কি রাস্তার মালিকানাধীন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাধীন, না কি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং কোম্পানীর ব্যবস্থাপনাধীন, যাহাতে তিনি প্রয়োজন বোধে ঐ জমি রেলওয়ের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারেন। একই সঙ্গে, একটি প্রতিলিপি রেলওয়ের বিভাগীয় সুপারিনটেনডেন্ট বা জেলা অফিসার এর নিকটও পাঠানো উচিত হইবে।

১১৮ আর/ডি৪, তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯।

২২। নিলাম।- নির্দিষ্ট তারিখে নির্ধারিত সময় ও স্থানে, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, যেই ব্যক্তি মূল্য হিসাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ প্রদানে সম্মত হয়, তাহার নিকট ইজারা নিলামে বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন; শর্ত থাকে যে, কোন অবস্থাতেই বিধি ১৯ এর অধীনে স্থিরকৃত সংরক্ষিত মূল্য না পাওয়া গেলে ইজারা বিক্রয় করা হইবে না।

(i) কোন নির্মাণস্থান এর ইজারা নিলামে বিক্রয়ের কার্যক্রম অবশ্যই মিলিটারী এস্টেটস অফিসার নিজে উপস্থিত থাকিয়া সম্পন্ন করিবেন।

আবেদনকৃত প্রত্যেকটি স্থান ভিন্ন ভিন্নভাবে নিলাম করা হইবে; এবং একটি মূল্যবান স্থানকে ছোট ছোট প্লটে বিভক্ত করিয়া উহাদিগকে একসঙ্গে নিলাম করা বিধিমালা লংঘন করা হইবে।

১১৮ আর/২/ডি৪, তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯।

(ii) ক্যান্টনমেন্ট ফান্ড কর্মচারী কর্তৃক নিলাম ডাকা।

ক্যান্টনমেন্ট বিভাগসমূহ বা ক্যান্টনমেন্ট ফান্ড এর কোন কর্মচারী কর্তৃক ভূমি ইজারার নিলামে ডাক প্রদানে কোনরূপ আইনগত আপত্তি না থাকিলেও এইরূপ উদ্যোগ নিরপেক্ষসাহিত করা উচিত। যেই ক্ষেত্রে কোন নিলামে সকল মূল্যদাতা ক্যান্টনমেন্ট বিভাগের একজন কর্মচারী, সেই ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী বিধিমালায় যতটুকু সেই সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহা অবশ্যই মান্য করিতে হইবে।

৪৭৬/এডি৪, তারিখ ২০ আগস্ট, ১৯৩৮।

৫৭৫/এডি৪, তারিখ ২০ মার্চ, ১৯২৯।

২৩। সকল মূল্য দাতা কর্তৃক অর্থ জমা।- সকল মূল্য দাতা কর্তৃক সঙ্গে সঙ্গে তাহার উদ্ধৃত মূল্যের শতকরা ১০ ভাগ জমা করিতে এবং এইরূপ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হইবে, যাহাতে নিলাম অনুমোদন হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হওয়া বিষয়ে তিনি সম্মতি প্রকাশ করিবেন।

(i) তফসিল ৬ অনুসারে চুক্তিনামা স্বাক্ষর করার পর এবং শতকরা ১০ ভাগ অর্থ জমা করার পর, দরখাস্তকারীর একটি হস্তান্তরযোগ্য স্মৃত্ত সৃষ্টি হয়।

ইজারা গ্রহণকারী কর্তৃক তফসিল ৬ এ চুক্তিনামা দস্তখত করার পূর্বে ভারতীয় স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯ এর ধারা ১৭ মতে উহাতে ডাকটিকেট লাগানো উচিত, কিন্তু যেই প্রতিলিপি সরকার এর নিকট থাকিবে, ঐ আইনের ধারা ৩(১) মতে উহাতে ডাকটিকেট লাগানোর প্রয়োজন নাই।

৭৬৯ আর/ডি৪, তারিখ ২১ জুলাই, ১৯৩৯।

২৪। নিলাম নিশ্চিতকরণ।- মিলিটারী এস্টেটস অফিসার নিলামের ফলাফল কালেক্টার এর নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং উহার কার্যবিবরণী তাহার সম্মতির জন্য অথবর্তী করিবেন। অতঃপর কার্যবিবরণী অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই বিষয়ে নিযুক্ত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবেন, এবং যদি অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড বা নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেন, তবে বিক্রয় যথাযথভাবে নিশ্চিতকরণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে।

শর্ত থাকে যে, যদি স্থানটির প্রাক্কলিত বাজার মূল্য ১০,০০০/- টাকার অধিক হয়, তাহা হইলে বিক্রয় যথাযথভাবে নিশ্চিতকরণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করার পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনও প্রয়োজন হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণার্থে, বাজার মূল্য যতদূর সম্ভব, ঐ এলাকায় নির্মাণ কাজের জন্য অদখলকৃত ভূমির প্রকৃত বিক্রয়ের উপর ভিত্তি করিয়া হিসাব করিতে হইবে, কিন্তু যদি বাজার মূল্য এইরূপ ভিত্তিতে হিসাব না করা যায়, তাহা হইলে, উহা স্থানটির বার্ষিক মূল্যের বিশ গুণ বলিয়া মনে করা হইবে, ইহার সহিত স্থিরকৃত খাজনা এবং নিলামে আদায়কৃত মূল্যও হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(i) কালেক্টার এর ক্ষমতা।

কালেক্টারকে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নয়, বরং একজন কারিগরী পরামর্শদাতা হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে এবং শুধু দুইটি ক্ষেত্রে, যাহা বিধি ২৫ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) এবং (খ) এবং বিধি ৩২ এ উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা উহাতেই বিধিত আছে যে, তাহার পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে। মূল্য যুক্তিযুক্ত কিনা সেই সম্পর্কে মতামত প্রকাশে কালেক্টার এর অধিকার রহিয়াছে।

১৭৮ আর/ডি৪, তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯।

(ii) বাজার মূল্য।

এই বিধির “ব্যাখ্যা” প্রয়োগের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, যেই স্থানটি বার্ষিক খাজনা ২৩০/-টাকা এবং ১২০০/- টাকা মূল্যে ৩০ বৎসরের জন্য ইজারা প্রদান করা হইয়াছে, উহার বাজার মূল্য টাকা (২৩০ × ২০) যোগ (২০/৩০ × ১২০০) অর্থাৎ ৪৬০০/- যোগ ৮০০/- বা টাকা ৫৪০০/- হইবে।

যেই স্থানের এলাকায় দালান নির্মাণের অনুরূপ স্থানের কোন বিক্রয় হয় নাই, উহার বাজার মূল্য নির্ণয়ের জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে। ভূমির বাজার মূল্য এর সাধারণ অর্থ, যাহা বর্তমান সময়ের পরিস্থিতিতে ঐ ভূমি বাজারে বিক্রয় করিয়া পাওয়া যাইবে। ইহাকে ক্রেতা, যে পরিশোধের বাহিরে কোন কিছু দ্বারা আবদ্ধ নয়, সে যেই মূল্য প্রদানে ইচ্ছুক, তাহা হিসাবেও সংজ্ঞায়িত করা হইয়াছে, (ক্রাব বনাম ক্রম্বী, ৯ এমএসপিএইচ ৫৪ দৃষ্টব্য)।

ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ এর ধারা ২৩ এ বর্ণিত ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে, ইহা বলা হইয়াছে যে, এই ভাষার সূত্র উহার সঙ্গে সম্পর্কিত যাহা ক্রেতা ভূমির জন্য প্রদান করিবেন এবং মালিক উহার উপর যেই মূল্য স্থির করেন, তাহা নহে, এবং বিখ্যাত মামলা, প্রেমচাঁদ বড়াল বনাম কলকাতার কালেক্টার (১৮৭৬), ভারত আইন রিপোর্ট ২, কলকাতা ১০৩ এ, ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণের সর্বাধিক উত্তম এবং সর্বাধিক অনুকূল নীতি হইতেছে, সম্পত্তির বাজার মূল্য কি তাহা অনুসন্ধান করা, উহার বর্তমান পরিস্থিতিতে নয়, বরং যদি বিক্রেতাগণ উহাকে সর্বাধিক লাভজনক এবং সুবিধাজনকভাবে হস্তান্তর করিতে পারেন, তখন যেই মূল্য পাইবেন উহার ভিত্তিতে হিসাব করা।

উপরের নীতিমালা সাধারণত: ঐ স্থানের বাজার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হইবে, যেই ক্ষেত্রে এই বিধির ব্যাখ্যা অনুসারে উহা পাওয়া সম্ভব নহে।

১৭৮ আর/ডি৪, তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯।

২৫। কালেক্টার এর ক্ষমতা।- (১) বিধি ২৪ এর অধীনে তাহার নিকট অগ্রবর্তী করা কার্যবিবরণী পাওয়ার পর, তাহার সম্মতি প্রকাশের পূর্বে কালেক্টার নিগলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইবেন :-

- (ক) সমগ্র কার্যকলাপ কঠিনভাবে এই বিধিমালার বিধানসমূহ অনুসরণ করিয়া পরিচালনা করা হইয়াছে, এবং
- (খ) বার্ষিক খাজনা এবং ইজারার নিলামে মূল্য হিসাবে আদায়কৃত অর্থ যুক্তিযুক্ত।

(২) যদি কালেক্টার এই বিষয়গুলির কোন একটি সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তিনি কার্যবিবরণী এইরূপ সুপারিশসহ যে, কার্যধারা বাতিল করা হউক, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর নিকট ফেরৎ পাঠাইবেন; এবং ইহার প্রেক্ষিতে নতুন কার্যধারা গ্রহণ করা হইবে এবং ঐ নতুন কার্যধারার ক্ষেত্রে এই বিধির সকল পূর্বে বর্ণিত বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

(৩) যদি কালেক্টার এইরূপ বিবেচনা করেন যে, এই স্থান হস্তান্তর করাই গণস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে তিনি এইরূপ করার কারণ বর্ণনাসহ মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর নিকট উহা ফেরৎ পাঠাইতে পারেন এবং এই অনুরোধ করিতে পারেন যে, তাহার সুপারিশের আলোকে বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করা হউক।

(৪) যদি স্টেশন কমান্ডার কালেক্টার এর সুপারিশ এর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাহা হইলে কার্যধারা অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড এর আদেশ এর জন্য, যদি স্থানটির হিসাবকৃত বাজার মূল্য ৫০০০/- টাকার অধিক না হয় বা অন্য সকল ক্ষেত্রে উহা কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশের জন্য দাখিল করা হইবে।

- (i) “কালেক্টার এর ক্ষমতা” বিষয়ে বিধি ২৪ এর নোট (i) দ্রষ্টব্য।

২৬। বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে ইজারা হস্তান্তর।- বিধি ১৬ হইতে ২৪ এ যাহাই থাকুক না কেন, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কারণ বশতঃ, যাহা লিখিতরূপে রেকর্ড করা হইবে, এবং কেন্দ্রীয় সরকার বা এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ, জরিপ এবং সীমানা নির্ধারণ ব্যয় বাবদ জমা, যেইরূপ বিধি ২০ এ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, বা ইজারা নিলাম, যাহা বিধি ২২ এ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, অথবা দুইটিই, বাতিল করিতে পারেন, এবং যেই কোন স্থান যেইরূপ কেন্দ্রীয় সরকার বা নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনুমোদন করেন, সেইরূপ হারে খাজনায়, এবং ঐ পরিমাণ নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের পর, বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করিতে পারেনঃ

শর্ত থাকে যে, কালেক্টার এর সম্মতি এবং স্টেশন কমান্ডার এর অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকার বা নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এর জন্য আবেদন করার পূর্বেই গ্রহণ করিতে হইবে।

(i) বিধি ২৬ এর প্রয়োগ।

(ক) এই সকল বিধিমালার অধীনে ইজারাসমূহ সাধারণতঃ বিধি ১৬ হইতে ২৫ এর বিধান মতে প্রদান করিতে হইবে। বিধি ২৬ এর বিধানসমূহ প্রধানতঃ নতুন স্থানের বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে, এবং একমাত্র যেই বিশেষ কারণে এই বিধির অধীনে নতুন স্থানের লিজ প্রদান সাধারণতঃ সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে উহা হইল “জনস্বার্থ ধরনের কারণ”।

(খ) “জনস্বার্থ ধরনের কারণ”, যাহা এই বিধির অধীনে একটি স্থানের হস্তান্তরের যথার্থতা বিবেচনার জন্য প্রয়োগ করা হইবে, তাহা বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে ইজারা বরাদ্দের সুপারিশ করার পূর্বে কর্তোরভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। দরখাস্তকারীর সেবা এবং কার্যকলাপ সুপারিশ করার কারণ হিসাবে বিবেচিত হইবে না এবং কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই বিষয়ে নিযুক্ত অন্য কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট অনুমোদন ব্যতীত এই বিধির অধীনে কোন ইজারা বরাদ্দ প্রদান করা হইবে না। এইরূপ ঘটনা, যেই কোন ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী স্থানটির মালিক এবং তিনি নিজের ব্যবসায় সম্প্রসারণ করিতে ইচ্ছুক, এই গুলিই নিলামের সাধারণ পদ্ধতি বাদ দেওয়ার

কোন কারণ হইবে না, যদিও এইরূপ ব্যবসায় সেনাদের কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক, ইহা একটি কারণ হইতে পারে। সন্দেহজনক ক্ষেত্রে মানদণ্ড অবশ্যই এইরূপ হইবে যে, আবেদনকৃত এলাকাটি যুক্তিযুক্তভাবে এবং লাভজনকভাবে দরখাস্তকারী ব্যতীত অন্য কাহাকেও হস্তান্তর করা যাইতে পারে, কি পারে না।

(গ) এমন কোন প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে, যাহাতে সরকার সরাসরি আগ্রহী বা যাহাকে তাহারা সহায়তা করিতে ইচ্ছুক, যেমন ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া বা একটি কোম্পানী যাহা বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে ডিপো সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক এবং যাহার কার্যক্রম সেনাদের স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ইজারার আবেদন এই বিধির অধীনে বিবেচিত হওয়া উচিত, যদিও ভূমির পূর্ণ বাজার মূল্য যুক্তিযুক্তভাবে দাবী করা যাইতে পারে।

(ঘ) এই বিধিমালার সাধারণ বিধানসমূহ ঐ সকল ভূমির ইজারা বরাদ্দের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য, যাহার উপর দালানসমূহ “পুরাতন বরাদ্দের” অধীনে ইতোমধ্যে নির্মিত হইয়াছে এবং যাহা পুনঃগ্রহণ বা অন্য প্রকারে হস্তান্তরের জন্য পাওয়া যাইতেছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে বিধি ১৬ হইতে ২৫ এর বিধানসমূহ স্বভাবতঃ অনুসরণ করা যাইতে পারে এবং এই বিধি শুধু উপরের টীকা বা টীকা (vii) এ বর্ণিত পরিস্থিতিতেই প্রয়োগ করা উচিত হইবে।

(ঙ) কতিপয় ক্ষেত্রে, যেমন বর্তমান স্থানের সম্প্রসারণ, বর্তমান স্থানের নিয়মিতকরণ, জবরদখল এর নিয়মিত করণ, এবং স্থানসমূহ বিভক্ত করণ, এই বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইতে পারে, ইহাতে নিম্নবর্ণিত টীকাসমূহে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উহা শর্ত থাকিবে।

(চ) এই বিধিমালার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার বা নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সঙ্গে স্থানের পূর্ণ বাজার খাজনার একটি বিবৃতি এবং যেই পরিস্থিতি আবেদনের যৌক্তিকতা স্থির করিবে তাহা সংযুক্ত করিতে হইবে। শুধু যেই ক্ষেত্রে আবেদন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় অর্পিত ভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত (বিধি ৪ এর দফা (ঙ) দ্রষ্টব্য), উহা ব্যতীত, উদ্দেশ্য এই যে, কালেক্টার এর সম্মতি গ্রহণ করা হইবে, যাহাতে নিশ্চিত করা যায় যে, ইহার হস্তান্তর কোন কারণে জনস্বার্থের পরিপন্থী নয়।

৩৬২৪৪/২/এডি, তারিখ ৫ জুন, ১৯২৮।

১৪৪৮ এলসি/এডি ৪, তারিখ ২৪ জুলাই, ১৯৩০।

(ছ) যখন রেলওয়ের কোন জমির নিকটবর্তী বা রেল লাইনের নিকটবর্তী কোন জমি এই বিধির অধীনে ইজারার জন্য আবেদন করা হয়, তখন বিধি ২১ এর টীকা (ii) এর অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(ii) বর্তমান কোন স্থানের ইজারা বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে সম্প্রসারণের ক্ষমতা অর্পণ।

প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং ৪০০-আর/ডি৪, তারিখ ৬ জুন, ১৯৩৯ এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার, অফিসার্স কমান্ডিং-ইন-চীফ উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ কমান্ডস এবং কমান্ডার পশ্চিম (স্বাধীন) জেলা (এই বিষয়ে বিধি ২ এর টীকা (ii) দেখা যাইতে পারে) কে এই বিধির অধীনে বর্তমান একটি স্থানের ইজারা বরাদ্দ সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত বিধানসমূহের সাপেক্ষে “অন্য কর্তৃপক্ষ” হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন :-

(ক) একটি বর্তমান স্থানের সম্প্রসারণের জন্য বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে ইজারা শুধু ঐ ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা যাইতে পারে, যেই ক্ষেত্রে আবেদনকৃত ভূমি, শুধু একা বা অন্য খালি ভূমিসহ, একটি পৃথক নির্মাণ স্থান হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ত নয়, বা যেই ক্ষেত্রে মূল স্থানের দখলকারী ব্যতীত অন্য কেহ উহা দখল করিলে পরবর্তী ব্যক্তি সমস্যায় পড়িবেন, যদিও ইহাতে পূর্ববর্তী ব্যক্তির কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য হাসিল হইবে না।

(খ) একটি বর্তমান স্থানের সম্প্রসারণের জন্য বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে ইজারা, যাহা ঐ এলাকার বাহিরে অবস্থিত, যাহা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ক্যান্টনমেন্টস আইনের ধারা ৪৩ক এর অধীনে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাজার এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে,

অর্থাৎ বিধি ২ এর টীকা (ii) এ নির্দিষ্ট এলাকার বাহিরে, উহা বরাদ্দ করা হইবে না, যদি না স্থানটির ইজারা প্রদান গ্যারিসন এর সুবিধাসহ সামরিক উদ্দেশ্যে সুবিধাদির ব্যবস্থা করার জন্য আবশ্যিক মনে করা হয়।

- (গ) বর্তমানে প্রদত্ত কোন স্থান সম্প্রসারণের জন্য ইজারা অবশ্যই এই বিধিমালার তফসীল ৮ এ নির্ধারিত ফরমে করিতে হইবে। অন্য কোন একটি ফরমে ইজারা প্রদান প্রয়োজন বিবেচিত হইলে, বিধি ৩১ অনুসারে অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।
- (ঘ) উপযুক্ত খাজনা এবং অধিমূল্য সকল ক্ষেত্রেই ধার্য করা উচিত, এবং যেই ক্ষেত্রে মূল স্থানটিই ইজারাধীন নাই, বা পুরানো ক্যান্টনমেন্ট কোড ইজারায় আছে, তখন এই সুযোগে সর্বদাই দরখাস্তকারীকে সম্প্রসারিত এলাকাসহ সম্পূর্ণ এলাকার জন্য একটি ইজারা বা একটি নতুন ইজারা ক্ষেত্র বিশেষে যেইরূপ হয়, সম্পাদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করিয়া রাজি করানো উচিত। মূল স্থানের জন্য খাজনা বৃদ্ধি এই সকল ক্ষেত্রে চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে, কিন্তু যেই ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে সমগ্র স্থানের জন্য একটি বা একটি নতুন ইজারা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করেন, সেই ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত এলাকার জন্য ইজারা বরাদ্দকরণ প্রত্যাখ্যান করার পরামর্শদানের বিষয়টি সকল ক্ষেত্রে সযত্নে বিবেচনা করা উচিত।
- (ঙ) কতিপয় ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী কিছু বিশেষ শর্ত ব্যতীত তাহার পুরাতন স্থানের জন্য একটি নতুন ইজারা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, যাহার জন্য নির্ধারিত ইজারা ফরমে পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইতে পারে।

এই ধরনের বিষয়গুলি আদেশ এর জন্য ভারত সরকারের নিকট দাখিল করা উচিত, যাহারা সর্বদাই কোন কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নির্ধারিত ইজারা ফরম, যেই কোন যৌক্তিক সীমা পর্যন্ত পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত থাকিবে, যাহাতে ইহা নিশ্চিত করা যায় যে, ইহার শর্তাবলী দরখাস্তকারীর জন্য, যেই শর্তে তিনি মূলত: ভূমির ইজারা ভোগ করিতেছিলেন, উহার তুলনায় কম সুবিধাজনক না হয়।

যেই ক্ষেত্রে কোন বর্তমান স্থান সম্প্রসারণের জন্য আবেদন সম্পূর্ণ স্থানের জন্য নতুন ইজারা সম্পাদনের শর্তে অনুমোদন করা হয়, অর্থাৎ মূল স্থান যোগ সম্প্রসারণ, এবং মূল স্থান ইতোমধ্যে ইজারায় আছে, সেই ক্ষেত্রে মূল স্থানের জন্য টীকা (iv) এ নির্ধারিত ফরমে ইজারা সমর্পনের একটি চুক্তি অবশ্যই সম্পাদন করিতে হইবে।

(iii) সম্প্রসারিত স্থানের জন্য অনুমোদিত ইজারার ক্ষেত্রে মূল স্থানের ইজারা সমর্পণ অনুমোদন করার ক্ষমতা অর্পণ।

প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং-১৩৭২-এলসি/ডি৪, তারিখ ১৬ মে, ১৯৪০, এর মাধ্যমে ভারত সরকার অফিসার্স কম্যান্ডিং-ইন-চীফ উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ কমান্ডস এবং কমান্ডার পশ্চিম (স্বাধীন) জেলা (এই বিষয়ে বিধি ২ এর টীকা (ii) দৃষ্টব্য) কে মূল স্থানের ইজারা সমর্পণ অনুমোদন করার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, যেই ক্ষেত্রে কোন স্থানের সম্প্রসারণের ইজারা তাহাদের দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং সম্পূর্ণ স্থানের জন্য একটি নতুন ইজারা সম্পাদন করিতে হয়, যেমন মূল স্থান যাহা ইতোমধ্যেই ইজারায় আছে, যোগ, যেই সম্প্রসারণের আবেদন করা হইয়াছে।

যেই ক্ষেত্রে বর্তমান ইজারা সমর্পণ করা হয়, ঐ ক্ষেত্রে সযত্নে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে :-

- (ক) পুরাতন ইজারার খাজনা হালনাগাদ আদায় করা হইয়াছে।
- (খ) ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তি এখনও বর্তমান ইজারাধীন সুবিধাদি ভোগের অধিকার রাখেন এবং তিনি ভূমির উপর তাহার অধিস্বত্ব হস্তান্তর বা অন্যরূপে উহা ব্যত্যয় করেন নাই।
- (গ) বর্তমান ইজারা নির্ধারিত ফরমে যথাযথভাবে সমর্পণ করা হইয়াছে।
- (ঘ) বর্তমান ইজারায় স্বত্ববান সকলেই সমর্পনে সংযুক্ত, এবং
- (ঙ) সমর্পণ যথাযথভাবে নিবন্ধন করা হইয়াছে।

(iv) ইজারা সমর্পনের ফরম

পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মূল ইজারা সমাপ্তকরণ, যেই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্থানের জন্য একটি নতুন ইজারা বরাদ্দ করিতে হইবে, অর্থাৎ মূল স্থান যোগ সম্প্রসারণ, এর জন্য নিম্নবর্ণিত ফরম ব্যবহার করিতে হইবে :-

“ এই সমর্পণ এক হাজার নয়শত এবং সনের তারিখে (যিনি অতঃপর পুনঃগ্রহণকারী রূপে কথিত হইবেন), অন্যপক্ষ, এর মধ্যে সম্পাদিত হইল।

যেইহেতু এই সমর্পণ তারিখে প্রথম পক্ষ এবং অন্য পক্ষ এর মধ্যে সম্পাদিত, যাহা তারিখে নং হিসাবে নিবন্ধনকৃত হইয়াছে, উহার সম্পূর্ণক হিসাবে প্রত্যাশিত, এবং যেইহেতু, উল্লিখিত ইজারার অন্তর্গত স্বত্বাধিকার সমূহ বর্তমানে ঝামেলামুক্ত অবস্থায়, উল্লিখিত ইজারার অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সম্পূর্ণরূপে ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর বর্তায়, এবং যেইহেতু, বর্ণিত অবশিষ্ট সময়ের পুনঃগ্রহণের ফলশ্রুতি বর্তমানে পুনঃগ্রহণকারীর উপর বর্তায়, এবং যেইহেতু ইজারা গ্রহণকারী, পুনঃগ্রহণকারী কর্তৃক ইজারা গ্রহণকারীকে ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর তফসিল -তে বর্ণিত ভূমির জন্য একটি নতুন ইজারা বরাদ্দ করিতে সম্মতির প্রেক্ষিতে পূর্বে বর্ণিত ইজারা পুনরাধিকারীকে সমর্পণ করিতে রাজি হইয়াছেন,

এখন এই দলিল নিরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে,

পূর্বে বর্ণিত চুক্তির অনুসরণে এবং সূত্রের বিবেচনায়, ইজারা গ্রহীতা এতদ্বারা বর্ণিত ইজারা দ্বারা হস্তান্তরিত সকল এবং একক স্বত্বাধিকারসমূহ এতদ্বারা পুনরাধিকারীকে এই উদ্দেশ্যে প্রদান এবং সমর্পণ করিলেন যে, বর্ণিত ইজারা দ্বারা বরাদ্দকৃত বৎসরসমূহের মেয়াদ ইহার ফলশ্রুতিজনিত পুনরাধিকার এর সঙ্গে একীভূত এবং বিলুপ্ত হইবে এবং ইজারা গ্রহীতা, ইজারা দাতার সঙ্গে চুক্তি করিতেছেন যে, পূর্বে বর্ণিত রূপে সমর্পণ করার জন্য তাহার উত্তম স্বত্ব রহিয়াছে এবং তিনি যেই নতুন ইজারা পূর্বে বর্ণিত রূপে বরাদ্দ করা হইতেছে, উহার কারণে উদ্ভূত সকল দাবী ও চাহিদা হইতে পুনরাধিকারীকে ক্ষতিপূরণ দান করিবেন।

এতদ্বিময়ের সাক্ষ্যস্বরূপ পক্ষগণ উপরে লিখিত দিন এবং তারিখে ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন।

..... দস্তখত
..... উপস্থিতিতে
..... দস্তখত
..... উপস্থিতিতে

২৬৭৮ এলসি/এডি ৪, তারিখ ১০ আগস্ট, ১৯৩৩।

ইজারা সমর্পনের ফরম এর জন্য যাহা পারস্পরিক সম্মতিতে নিষ্পন্ন হয় এবং যেই ক্ষেত্রে কোন নতুন ইজারা সম্পাদন হয় না, বিধি ২৮ এর টীকা (v) দ্রষ্টব্য।

(v) স্থানের বিভাজিকরণ অনুমোদন এর ক্ষমতা অর্পণ

(ক) বিভাজিকরণ অর্থ একটি জোতকে বাস্তব আলাদাকরণের মাধ্যমে বা অতিরিক্ত দালান নির্মাণ করিয়া, যাহা স্বাধীনভাবে আবাসিক বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার হইতে পারে বা বিক্রয়, বন্ধক, উপহার বা অদল বদল এর মাধ্যমে একটি জোতের কোন অংশের স্বত্ব হস্তান্তর করিয়া উহাকে দুই বা ততোধিক খণ্ডে ভাগ করা।

(খ) ভূতপূর্ব সামরিক বিভাগের পত্র নং ৩৪৩২৬/৩/এডি, তারিখ ৯ জুন, ১৯২৭, মারফত ভারত সরকার অফিসার্স কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ডস (বিধি ২ এর টীকা (ii) দ্রষ্টব্য) গণকে দখলকারীর অনুরোধে স্থানসমূহের বিভাজিকরণ অনুমোদন করার ক্ষমতা এই শর্তে অর্পণ করিয়াছেন যে, বিভাজক অংশের জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি নতুন ইজারা সম্পাদন করা হইবে এবং উহার জন্য উপযুক্ত খাজনা পরিশোধ করা হইবে।

বিভক্ত অংশের জন্য ইজারা সম্পাদন না করা হইলে কোন বিভক্তিকরণ ভারত সরকারের অনুমোদন ব্যতীত গৃহীত হইবে না।

৩৪৩২৬/৩/এডি, তারিখ ৯ জুন, ১৯২৭।

(গ) যদি কোন দরখাস্তকারী কোন বিশেষ শর্ত ব্যতীত বিভক্ত অংশের জন্য ইজারা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করেন, যাহাতে নির্ধারিত ইজারা ফরম এ পরিবর্তন আবশ্যিক হয়, সেই ক্ষেত্রে বিষয়টি যেইরূপ সুপারিশ যৌক্তিক মনে হয়, উহা সহ ভারত সরকারের আদেশের জন্য দাখিল করা উচিত।

(ঘ) কোন স্থান বিভক্ত করা হইলে উহার জন্য পূর্ণ আর্থিক খাজনা অবশ্যজ্ঞাবীরূপে ধার্য করার প্রয়োজন নাই। ইহার হার অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড এর মজির উপর নির্ভর করে এবং ইহা সরকারের স্বার্থ এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি যথাযথভাবে বিবেচনা করিয়া স্থির করা উচিত। বিভক্ত অংশ কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রস্তাব করা হইতেছে, উহাই বিচারের সাধারণ মানদণ্ড হইবে। যদি উদ্দেশ্য এইরূপ হয়, যাহা হইতে দখলকারী মুনাফা অর্জন করিবেন, তাহা হইলে সাধারণত: পূর্ণ আর্থিক খাজনা ধার্য করা উচিত; অন্যথায় খাজনা যেই মাত্রায় যৌক্তিক মনে হয়, তাহা পর্যন্ত কমানো যাইতে পারে।

(ঙ) যখন ইজারাধীন কোন স্থান বিভক্ত করা হয়, তখন মূল ইজারা সমর্পণ এবং উভয় অংশের জন্য একটি নতুন ইজারা সম্পাদন করা উচিত। সমর্পণ সম্পাদনের জন্য ফরম পূর্ববর্তী টীকা (iv) তে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই হইবে।

৭১৪/এডি৪, তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০।

(চ) যদি স্থানটি মূল ক্ষেত্রে, সময়ে সময়ে প্রচলিত বিধি, প্রবিধান এবং আদেশাবলী অনুসারে কোন সামরিক কর্মকর্তার বাসস্থান নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হইয়া থাকে এবং দখলকারী একটি অতিরিক্ত বাসস্থান বা স্থানের বাহিরের অংশে দোকান নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি উহা শুধু বরাদ্দকারীদের প্রতিনিধিগণের অনুমতিক্রমে করিতে পারেন এবং এইরূপ অনুমতি বরাদ্দকারিগণ যেই সকল শর্ত আরোপ ইচ্ছা করেন তাহা সাপেক্ষে প্রদান করা যাইতে পারে। যদি তাহারা ইচ্ছা করেন, তবে তাহারা এইরূপ পীড়াপীড়ি করিতে পারেন যে, স্থানটিকে বিভক্তরূপে বিবেচনা করা উচিত এবং বরাদ্দ গ্রহণকারী যেই অংশে নতুন দালান নির্মাণ করিবেন উহার জন্য একটি নতুন ইজারা সম্পাদন করিবেন।

৫২৩ আর/এডি, তারিখ ১৩ আগস্ট, ১৯৩০।

(ছ) একটি স্থান, যাহা ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯২৫ এর তফসিল ৬ বা ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর তফসিল ৮ এর অধীনে ইজারাধীন আছে, উহার বিভক্তিকরণ, উহা যেই ইজারাধীন আছে উহার শর্ত সাপেক্ষে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(vi) চলতি ইজারা সমর্পণ করার ক্ষমতা অর্পণ, যেই ক্ষেত্রে কোন স্থান এর বিভক্তিকরণ অনুমোদন করা হইয়াছে এবং একটি নতুন ইজারা সম্পাদন করিতে হইবে।

প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং ৪৫৪১/ডি৪, তারিখ ২৮ এপ্রিল, ১৯৪১ মারফত ভারত সরকার অফিসার্স কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ডস এবং কমান্ডার, পশ্চিম (স্বাধীন) জেলা (বিধি ২ এর টীকা (ii) দ্রষ্টব্য) কে তাহাদের ক্ষমতাধীন ক্ষেত্রে বিভক্তিকরণ অনুমোদিত সকল ক্ষেত্রে চলমান ইজারা সমর্পণ অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

বিভক্তিকরণ অনুমোদনের পূর্বে স্থানটি হস্তান্তরের জন্য ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, যদি ইজারার শর্ত অনুসারে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা ইজারা গ্রহণকারী কর্তৃক অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে এবং উভয় স্থান এর জন্যই নতুন ইজারা সম্পাদন করিতে হইবে, অর্থাৎ যেই অংশ মূল ইজারা গ্রহণকারী রাখিয়া দিয়াছেন এবং যাহা তিনি অন্য পক্ষের নিকট হস্তান্তর করিয়াছেন।

যেই ক্ষেত্রে চলমান ইজারা সমর্পণ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে নিরূপ নিশ্চিত করার জন্য যত্নশীল হইতে হইবে:-

(ক) পুরাতন ইজারার অধীনে খাজনা হালনাগাদ আদায় করা হইয়াছে।

- (খ) ইজারা গ্রহীতা এখনও চলমান ইজারার সুফল ভোগের অধিকারী এবং তিনি ভূমির উপর তাহার অধিকার হস্তান্তর করেন নাই এবং এই বিষয়ে অন্যরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই।
- (গ) চলতি ইজারা নির্ধারিত ফরমে যথাযথভাবে সমর্পণ করা হইয়াছে।
- (ঘ) চলতি ইজারায় স্বতুবান সকলেই সমর্পণ এর সঙ্গে সংযুক্ত আছেন।
- (ঙ) সমর্পণকৃত মূল ইজারার যেই সময় এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই, ঐ সময়ের জন্য নতুন ইজারা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

৭১৪/এডি ৪, তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০।

(vii) মূল ইজারা সমাপ্তিতে ইজারাদীন স্থানে বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে ইজারা অনুমোদনের ক্ষমতা অর্পণ

প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং ৯০৯-এল/ডি৪, তারিখ ৫ মার্চ, ১৯৪২ মারফত কেন্দ্রীয় সরকার, অফিসার্স কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ডস এবং কমান্ডার, পশ্চিম (স্বাধীন) জেলা (বিধি ২ এর টীকা (ii) দ্রষ্টব্য) কে এই বিধির অধীনে তফসিল ৮ এ বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে, ক্যান্টনমেন্টের ঐ সকল স্থানের, যাহাদের ইজারা শেষ হইয়া যায়, উহাদের ইজারা বরাদ্দ করিবার জন্য “অন্য কর্তৃপক্ষ” হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন, শর্ত এই যে, ইজারা সমাপ্তিতে স্থানসমূহ সামরিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইবে না।

ইজারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে হইবে :-

(ক) স্থানটির স্বাভাবিক অধিমূল্য, এই বিধিমালার বিধি ১৯ অনুসারে দালানসমূহের পূর্ণ বাজার মূল্যের (সামরিক প্রকৌশল সার্ভিস কর্তৃক নিরূপনকৃত) অতিরিক্ত হিসাবে ধার্য করা হইবে, ইহা “অধিমূল্য” হিসাবে ধার্য করা হইবে এবং দালানসমূহের বিক্রয়মূল্য হিসাবে নহে।

(খ) খাজনার আদর্শ ছক অনুসারে পূর্ণ বাজার মূল্য বাৎসরিক হিসাবে অগ্রীম প্রদেয় হইবে।

(গ) ইজারা গ্রহণকারী দালানসমূহকে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্মতি মতে উত্তম এবং সঠিক পরিমাণে মেরামতের অধীনে রাখিবেন।

(ঘ) ইজারা বিধিমালার তফসিল ৮ এ যথাযথ সংশোধনীসহ সম্পাদিত হইবে, যাহাতে এই বিষয়ের প্রতি বিবেচনা রাখিতে হইবে যে, স্থানটির উপর ইতোমধ্যে নির্মাণ কাজ করা হইয়াছে এবং দালানসমূহকে ইজারার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

যদি উপরে বর্ণিত শর্তাবলী চলমান ইজারা গ্রহীতাদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে ইজারা এই বিধিমালা অনুসারে গণ নিলামের মাধ্যমে হস্তান্তর করা উচিত হইবে।

৯০৯/এল/ডি৪, তারিখ ৫ মার্চ, ১৯৪২।

(viii) বর্তমান স্থানের নিয়মিতকরণের জন্য বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে ইজারা অনুমোদনের ক্ষমতা অর্পণ

প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং ৪০০-আর/ডি৪, তারিখ ৬ জুন, ১৯৩৯ মারফত কেন্দ্রীয় সরকার, অফিসার্স কমান্ডিং-ইন-চীফ, উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ কমান্ড এবং কমান্ডার, পশ্চিম (স্বাধীন) জেলাকে (বিধি ২ এর টীকা (ii) দ্রষ্টব্য) এই বিধির অধীনে একটি অনিয়মিত জোতের, যাহা ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯২৫, প্রবর্তনের পূর্বে বজায় ছিল, উহার জন্য ইজারা বরাদ্দকরণ অনুমোদনের উদ্দেশ্যে “অন্য কর্তৃপক্ষ” হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিয়াছেন। ইজারা তফসিল ৮ এ নির্ধারিত ফরমে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং ইজারার অধীনে একটি উপযুক্ত খাজনা সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে হইবে,

যাহাতে ঐ সকল শর্তের প্রতি যথোপযুক্ত বিবেচনা রাখিতে হইবে, যেইগুলি সাপেক্ষে স্থানটি পূর্বে ইজারাধীন ছিল। বিশেষ ক্ষেত্রে অধিমূল্য আরোপ মাপ করা যাইতে পারে।

যেই ক্ষেত্রে তফসিল ৮ বা তফসিল ৯ ব্যতীত অন্য তফসিলে ইজারা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়, তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(ix) অবৈধ দখল নিয়মিতকরণ

(ক) অবৈধ দখল, সরকারী ভূমির একরূপ বেআইনী দখল, এবং যথাযথভাবে নিয়মিত না করা হইলে ইহা দখলে রাখার অনুমোদন প্রদান করা যাইবে না।

(খ) এই বিধির অধীনে অফিসার্স কমান্ডিং-ইন-চীফস, কমান্ডদিগের উপর বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে চলমান স্থানের ইজারা সম্প্রসারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয় [টীকা (ii) দ্রষ্টব্য], উহার মধ্যে যেই অবৈধ দখল একইরূপ শর্ত পূরণ করে, উহা নিয়মিতকরণের ইজারা অনুমোদন করার ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত, শর্ত থাকে যে, ঐ ভূমি অবৈধ দখলে কোন আপত্তি নাই এবং এইরূপ ভূমি একাকীভাবে বা অন্য খালি ভূমিসহ, কোন পৃথক নির্মাণ স্থান হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী নহে, বা মূল স্থানের মালিক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উহার ব্যবহার বা দখল দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন উপকারে না আসিলেও প্রথমোক্ত ব্যক্তির জন্য সমস্যা সৃষ্টি করিবে।

(গ) অফিসার্স কমান্ডিং-ইন-চীফস, কমান্ডস এবং কমান্ডার, পশ্চিম (স্বাধীন) জেলা, এর উপর চলমান স্থান এর ইজারা অনুমোদনের জন্য অর্পিত ক্ষমতা, যেইরূপ টীকা (viii) এ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, উহা উপরে দফা (খ) তে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করে না, এমন অবৈধদখল নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, এবং যদি এইরূপ কোন অবৈধ দখল সহজে অপসারণ না করা যায়, তবে উহা সংক্রান্ত আদেশ কেন্দ্রীয় সরকার হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঘ) চলমান কোন স্থান সম্প্রসারণ করিয়া যেই অবৈধ দখল করা হয়, উহা নিয়মিতকরণের অনুমোদন সাধারণত: প্রদান করা সমীচীন নহে, যদি না চলমান মূল স্থানের মালিক মূল স্থান এবং অবৈধ দখলকৃত স্থান উভয়ের জন্য একটি ইজারা সম্পাদন করিতে সম্মত হন, যেই ক্ষেত্রে মূল স্থানটি “পুরাতন বরাদ্দ” শর্তের অধীন ক্যান্টনমেন্ট কোড এর অধীনে ইজারা প্রাপ্ত, বা যেই ক্ষেত্রে মূল স্থানটি ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর অধীনে ইজারা প্রাপ্ত, সেই ক্ষেত্রে শুধু অবৈধ দখল এর জন্য একটি ইজারা সম্পাদন করিতে সম্মত হন।

(ঙ) ইজারা তফসিল ৮ বা তফসিল ৯ এ নির্ধারিত ফরমে সম্পাদিত হইবে, যদি না অন্য কোন ফরমের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

(চ) যেই ক্ষেত্রে মূল স্থানটি ক্যান্টনমেন্ট কোড এর অধীনে ইজারা প্রাপ্ত থাকে, এবং সম্পূর্ণ স্থানের জন্য অর্থাৎ মূল স্থান যোগ অবৈধ দখলকৃত স্থান, এর জন্য ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালার অধীনে ইজারা সম্পাদন করিতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে ক্যান্টনমেন্ট কোড এর অধীনস্থ ইজারা অবশ্যই প্রথমে সমর্পণ করিতে হইবে। অফিসার্স কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ডস, এবং কমান্ডার, পশ্চিম (স্বাধীন) জেলাকে, টীকা (iii) এর মাধ্যমে ইজারা সমর্পণ অনুমোদনের যেই ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, উহা সমানভাবে অবৈধ দখল নিয়মিতকরণের জন্য একটি নতুন ইজারা সম্পাদনের প্রয়োজনে ইজারা সমর্পণ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(ছ) যেই ক্ষেত্রে মূল স্থানটি ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯২৫ বা ১৯৩৭ এ নির্ধারিত কোন ফরমে ইজারাধীন, সেই ক্ষেত্রে অবৈধ দখল এর সময়, মূল স্থানের ইজারা অসমাপ্ত মেয়াদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

(X) ক্যান্টনমেন্ট কোড, ১৮৯৯ বা ১৯১২ এর অধীন ইজারার পরিবর্তে ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালার অধীনে ইজারা সম্পাদন।

কেন্দ্রীয় সরকার ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালার অধীনে, ক্যান্টনমেন্ট কোড এর অধীনস্থ ইজারার পরিবর্তে কোন ইজারা সম্পাদনের প্রস্তাব অনুকূলভাবে বিবেচনা করিতে এই অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রস্তত থাকিবে যে, ইজারা গ্রহীতা ক্যান্টনমেন্ট কোড এর অধীনে ইজারায় অন্তর্ভুক্ত পুনঃগ্রহণ শর্ত বাতিলের জন্য যথেষ্ট আর্থিক মূল্য প্রদানে ইচ্ছুক। এইরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিধির অধীনে বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে একটি চুক্তি অনুমোদন করিবেন, কিন্তু অন্যথায় নতুন ইজারার শর্ত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরী করা হইবে।

৩১৯৯৭/১/এডি, তারিখ ৪ মে, ১৯২৬।

(xi) বিধি ২৬ এর অধীনে বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে যেই সকল ক্ষেত্রে ইজারা বরাদ্দ করা যায়।

নিচের্ণিত ক্ষেত্র সমূহে বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে এই বিধির অধীনে, নিচে উল্লেখিত মন্তব্যসমূহ সাপেক্ষে ইজারা বরাদ্দ করা যাইতে পারে :-

ক্লাবসমূহ :- যখন একটি ক্লাব “সামরিক বিনোদন মাঠ” এর সংজ্ঞার (বিধি ৫, টীকা (i) দ্রষ্টব্য) মধ্যে পড়ে না, তখন একটি ক্লাবের জন্য স্থানের আবেদন, এই বিধির অধীনে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে, এবং যদিও সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ বাজার মূল্যের উপর খাজনা নিরূপন করা প্রয়োজন নাই, তথাপি ইহা যুক্তিযুক্ত যে, যাহাদের জন্য এই ভূমি কোন নির্মাণ না করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত, তাহারা এই সুবিধা ভোগের জন্য শুধুমাত্র নামমাত্র খাজনার অতিরিক্ত কিছু প্রদান করিবে।

ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় অনুকূল শর্তে ক্লাবের জন্য ভূমি বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে ইজারার আবেদন, ইহার সঙ্গে ভূমির পূর্ণ বাজার খাজনার বিবরণ, কোন বিশেষ পরিস্থিতি থাকিলে, যেমন ক্লাবের আর্থিক অবস্থা, যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার আবেদনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়, উহাসহ, কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৩৬২৪৪/২/এডি, তারিখ ৫ জুন, ১৯২৮।

ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯২৫ প্রবর্তনের পূর্ব সময়ে প্রাপ্ত কোন ক্লাবের মেয়াদ নিয়মিতকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর অনুমোদন এর প্রয়োজন নাই এবং ইহা অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ডস কর্তৃক অনুমোদন করা যাইতে পারে [পূর্বের টীকা (viii) দ্রষ্টব্য]।

যখন ক্লাবসমূহ ভারতীয় কোম্পানী আইনের অধীনে নিবন্ধন করা হয় না, তখন অবশ্যই পাঁচ বৎসরের জন্য স্বল্প মেয়াদী ইজারা বরাদ্দ করিতে হইবে, ইহা, উদাহরণ স্বরূপ, কমিটির ছয়জন সদস্যের নামে বরাদ্দ করা হইবে, যাহারা সকলে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন, কিন্তু প্রয়োজন হইলে ক্লাবের সকল সদস্য সম্মিলিতভাবে কোন ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানযোগ্য হইবেন। পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর, কমিটির তৎকালীন সর্বাধিক ছয় জন স্থায়ী সদস্যদের নামে ইজারা নবায়ন করা যাইতে পারে। যেই সকল ক্লাব ইজারা গ্রহণে ইচ্ছুক তাহাদের নিকট ভারতীয় কোম্পানী আইনে নিবন্ধন করার সুবিধাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা উচিত।

৩৪২৫২/১/এডি, তারিখ ১৩ মে, ১৯২৭।

পেট্রোল পাম্পসমূহ :- বড় পেট্রোল পাম্পসমূহ সাধারণত: তাহাদের স্থাপনাসমূহ ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বাহিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, এই বিধির অধীনে তাহাদের ভারী স্থাপনাসমূহ ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় স্থাপনের সুবিধা প্রদান করা যাইতে পারে।

আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদন, সামরিক কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক অনুকূলভাবে বিবেচনা এবং তাহাদের সুপারিশ এবং অফিসার, কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড এর মন্তব্যসহ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এ প্রেরণ করা উচিত। সহজ শর্তে ইজারা বরাদ্দ এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় অবস্থানের সুরক্ষার সুবিধাদি প্রাপ্তির নিশ্চয়তার বিনিময় হিসাবে

ফার্মসমূহ যাহাতে এই শর্তে রাজি হয় যে, তাহারা সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ বা জরুরী অবস্থায় তাহাদের প্রয়োজনীয় পেট্রোল অর্থাৎ (১) ১০০০ গ্যালন ট্যাঙ্ক এবং পাকা রাস্তার পার্শ্বস্থ পাম্পসমূহ এবং (২) ৪০০ গ্যালন ট্যাঙ্ক লরীসমূহ হস্তান্তর করিবে।

পেট্রোল জাতীয় সংস্থাপনা এবং পেট্রোল পাম্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইজারা সম্পাদনের ফরম এর জন্য, বিধি ৪১ এর টীকা (v) দ্রষ্টব্য।

৩৪৮৭৫/১/এডি, তারিখ ১৫ অক্টোবর, ১৯২৭।

৭১২/এডি ৪, তারিখ ২১ মার্চ, ১৯২৯।

২৩৭৫৬/১কিউ৬, তারিখ ৪ মার্চ, ১৯৩২।

স্টেশন এবং রেজিমেন্ট সম্পর্কিত গবাদি খামারসমূহ। - গবাদি খামার বিষয়ক দালান, যাহা রেজিমেন্ট সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের প্রয়োজন হয়, উহা অবশ্যই “খ” শ্রেণীর ভূমির উপর নির্মাণ করা হইবে এবং যদি লাইন সমূহের নিকট এইরূপ পর্যাপ্ত ভূমি না পাওয়া যায়, এবং যদি এই প্রয়োজনে উপযুক্ত এক খণ্ড “ক” শ্রেণীর ভূমি সরবরাহ করা যায়, তাহা হইলে বিধি ৭ এর অধীনে উহা হস্তান্তরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর অনুমোদন গ্রহণ করা উচিত। তৎপর এই ভূমি এই বিধির অধীনে অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড কর্তৃক বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রেজিমেন্ট এর কমান্ডার কর্তৃক সুপারিশকৃত গবাদি খামার ঠিকাদারকে ইজারা প্রদান করা যাইতে পারে।

এই ইজারা দশ বৎসরের অনধিক সীমিত সময়ের জন্য হইবে এবং উহার জন্য পূর্ণ বাজার খাজনা এবং যুক্তিযুক্ত অধিমূল্য ধার্য করা হইবে। বৃটিশ ইউনিট সমূহের ক্ষেত্রে, যদি দশ বৎসর মেয়াদের পর, সামরিক ফার্ম বিভাগ একটি গবাদি খামার নির্মাণ করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে ইজারা পাঁচ বৎসরের জন্য বর্ধিত করা যাইতে পারে। ভারতীয় ইউনিট সমূহের ক্ষেত্রে মূল ইজারা দশ বৎসরের জন্য এবং ইজারা গ্রহীতার ইচ্ছাক্রমে পাঁচ বৎসর পর পর মোট পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত নবায়ন যোগ্য হইবে।

স্টেশন বা রেজিমেন্ট এর গবাদি খামার এর প্রত্যেক ইজারায় বিশেষ শর্ত সন্নিবেশ করার জন্য বিধি ৪১ এর টীকা (iv) দ্রষ্টব্য।

৪০৩২ এলসি/ডি৪, তারিখ ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৬।

ধর্মীয় কারণে ভূমি ইজারা। - এই বিধির অধীনে যেই ক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণে ভূমির ইজারা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়, সেই ক্ষেত্রে ইজারা বিধি ৩১ এর টীকা (iv) এর দফা (ক) এবং (খ) তে নির্ধারিত ফরমে সম্পাদন করা হইবে।

বৃটিশ সেনাদের জন্য সিনেমা। - যেই পরিস্থিতিতে বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে ক্যান্টনমেন্টে বৃটিশ সেনাদের জন্য সামরিক সিনেমা হল নির্মাণের জন্য ভূমি ইজারা প্রদান করা যাইতে পারে এবং যেই ফরমে এইরূপ ক্ষেত্রে ইজারা সম্পাদন করা যায়, উহা বিধি ৪১ এর টীকা (vi) এ দেখানো হইয়াছে।

২৭। **পুরাতন বরাদ্দ নিয়মিতকরণের জন্য বিশেষ ইজারা।** - বিধি ১৬ হইতে ২৬ এ যাহাই থাকুক না কেন, যেই কোন ক্ষেত্রে কোন স্থান নিয়মিত ইজারা ব্যতীত দখলে থাকে, সেই ক্ষেত্রে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, দখলকারী কর্তৃক আবেদনক্রমে, কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ না করিয়া, তফসিল ৭ এ নির্ধারিত ফরমে একটি ইজারা বরাদ্দ করিতে পারেন।

(i) তফসিল ৭ এ ইজারা বরাদ্দকরণ নিবের্ণিত ক্ষেত্রে সীমিত থাকিবে :-

(ক) পুরাতন বরাদ্দের স্থানসমূহ, যাহার ক্ষেত্রে মালিকানার কোন লিখিত প্রমাণ নাই এবং যাহার জন্য কোন নিয়মিত ইজারা বর্তমান নাই।

(খ) ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর প্রবর্তনের পূর্বে যেই সকল উদ্দেশ্যের বিভক্তি এবং পরিবর্তন মার্জনা করা হইয়াছে এবং সেইগুলি শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে যেই শর্তাবলী সাপেক্ষে উহা দখলে আছে, তাহার প্রমাণ নাই। বিভক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিভক্ত অংশের জন্য একটি পৃথক ইজারা সম্পাদন করা উচিত।

যেই সকল ক্ষেত্র উপরে বর্ণিত (ক), (খ) শ্রেণীতে পড়ে না, ঐগুলি তফসিল ৮ এর অধীনে ইজারা বরাদ্দ দ্বারা নিয়মিতকরণ করিতে হইবে, যাহার ক্ষমতা

অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড কে অর্পণ করা হইয়াছে- (বিধি ২৬ এর টীকা (v), (viii) এবং (ix) দ্রষ্টব্য)।

কেন্দ্রীয় সরকার এর অনুমোদন ব্যতীত তফসিল ৭ এর ইজারা ফরম পরিবর্তন করা যাইবে না।

৯৫৫ আর/ডি৪, তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।

১৯৯৩ এলসি/ডি৪, তারিখ ৮ জুলাই, ১৯৩৮।

২৮। *ইজারাসমূহ সম্পাদন*।- (১) যখনই নিলাম যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়, তখনই সফল আবেদনকারীকে তফসিল ৮ এ নির্ধারিত ফরমে ইজারা সম্পাদন করা আবশ্যিক হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই বিষয়ে ক্ষমতা প্রদত্ত অফিসার কর্তৃক গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল এর পক্ষে এই ইজারা সম্পাদন করা হইবে এবং ইজারার একটি প্রতিলিপি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর অফিসে সংরক্ষণ করা হইবে।

(৩) ইজারার প্রতিলিপি তফসিল ১৬ এ নির্ধারিত ফরমে একটি ইনভেলোপ এ সংরক্ষণ করা হইবে।

(i) ইজারা এবং চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গ।

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ আইন প্রণয়ন বিভাগের প্রজ্ঞাপন এফ ২১৫/৪২-সিএবংজি (বিচার বিভাগীয়), তারিখ ১৬ জুলাই, ১৯৪৩ মারফত ভূমি এবং দালান সংক্রান্ত ইজারা সম্পাদনের জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(ii) প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য।

ক। ক্যান্টনমেন্টসমূহ সম্পর্কিত চুক্তি ও দলিল।

১। ইজারা এবং সমর্পণ দলিলসমূহ।- (ক) ক্যান্টনমেন্টে সরকারী মালিকানাধীন ভূমি, যাহার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর অধীনে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উপর ন্যস্ত হয় নাই।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক

(খ) ক্যান্টনমেন্টে সরকারী মালিকানাধীন ভূমি, যাহার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর অধীনে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উপর উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

একজিকিউটিভ অফিসার কর্তৃক

২। সরকারী বাড়ীর ইজারা যাহা ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ আবাসন) আইন, ১৯২৩ এর অধীনে সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হইয়াছে, উহার ইজারা।

স্টেশন কমান্ডার কর্তৃক

৩। ক্যান্টনমেন্টে সরকারী ভূমির মালিকানা স্বত্ব বিষয়ক সকল দলিল।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক

খ। অস্থাবর সম্পত্তি (ভূমি এবং দালানাদি) ক্রয় বা বিক্রয় সম্পর্কিত চুক্তি।

সামরিক বা বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষসমূহের পক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি (ভূমি এবং দালানাদি) ক্রয় বা বিক্রয়।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক

(গ) ক্যান্টনমেন্টের সীমানা বহির্ভূত কিন্তু মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের ব্যবস্থাপনাধীন সম্পত্তি সম্পর্কিত চুক্তি এবং দলিলাদি।

১। ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে অবস্থিত সরকারের মালিকানাধীন ভূমি, দালান বা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি যাহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের ব্যবস্থাপনায় অর্পিত হইয়াছে, উহা সম্পর্কিত ইজারা এবং সমর্পণ দলিল, শর্ত থাকে যে, প্রাপ্ত খাজনা মাসিক ৫,০০০/- টাকার অধিক হইবে।

এইরূপ সম্পত্তির ক্ষমতা প্রাপ্ত মিলিটারী এস্টেটস অফিসার দ্বারা।

২। (ক) এক বৎসরের অনধিক মেয়াদের ইজারা।
(খ) বিক্রয় দলিল সম্পাদনের সঙ্গে অন্যান্য চুক্তি।

এইরূপ সম্পত্তির ক্ষমতা প্রাপ্ত মিলিটারী এস্টেটস অফিসার দ্বারা।

(ii) ইজারাদি প্রস্তুত এবং সম্পাদনের নির্দেশাবলী।

ইজারাদি প্রস্তুত এবং সম্পাদনের সময় নিম্নরূপ নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে :-

- (ক) ইজারার যথাযথ ফরম অবশ্যই ব্যবহার করিতে হইবে এবং ফরমের সকল শূন্যস্থান যথাযথভাবে পূরণ করিতে হইবে।
- (খ) যেই ক্ষেত্রে ইজারা ফরমে বিকল্প শব্দসমূহ রহিয়াছে, ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এইরূপ শব্দগুলি অবশ্যই কাটিয়া দিতে হইবে এবং উহাতে ইজারা সম্পাদনকারী সকল পক্ষের সংক্ষিপ্ত দস্তখত থাকিবে।
- (গ) বিধি ৪১ এর অধীনে অনুমোদিত ইজারা ফরমে কোন পরিবর্তন অবশ্যই সকল পক্ষ দ্বারা যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত দস্তখতকৃত হইতে হইবে।
- (ঘ) ইজারার প্রারম্ভে এবং সত্যায়ন দফাসমূহে ইজারাদার, বা যেইক্ষেত্রে একাধিক ইজারাদার রহিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানা সঠিক ও সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।
- (ঙ) যদি ইজারা ভারতীয় কোম্পানী আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত একটি লিমিটেড কোম্পানী বা নিবন্ধনকৃত সমিতি হয় তবে, কোম্পানী বা সমিতির এইরূপ নিবন্ধনকৃত হওয়া এবং কোম্পানী বা সমিতির ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্য ইজারার প্রারম্ভে কোম্পানী বা সমিতির পূর্ণ নামের পর যোগ করিতে হইবে এবং কোম্পানী বা সমিতির সিলমোহর অবশ্যই ইজারার শেষে লাগাইতে হইবে এবং উহা কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এ বর্ণিত আনুষ্ঠানিকতা বা সমিতির বিধিমালা অনুসরণ করত: প্রয়োজনীয় দস্তখতকারীদের দ্বারা সত্যায়ন করিতে হইবে, যাহার একটি কপি ইহা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পরিদর্শন করিতে হইবে যে, এইরূপ আনুষ্ঠানিকতাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে।

অনিবন্ধনকৃত কোম্পানী এবং ফার্মসমূহের ক্ষেত্রে অবশ্যই সকল অংশীদারদের পূর্ণ নাম এবং ঠিকানা সমূহ ইজারার প্রারম্ভ এবং সত্যায়ন দফাসমূহ, এই উভয় ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং ইজারার প্রারম্ভে অংশীদারদের নামের পর, যেই পদবীর আওতায় তাহারা ব্যবসায় পরিচালনা করেন, তাহা “ নামে ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন” এই শব্দসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার পর উল্লেখ করিতে হইবে। অনুরূপভাবে স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে, যেমন স্কুল এবং ইনস্টিটিউটসমূহ, সকল ট্রাস্টির বা কমিটির বা ইনস্টিটিউশনের পরিচালনা বোর্ডের সদস্যদের নামসমূহ ইজারায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; এবং ইজারা অবশ্যই এইরূপ সকল পক্ষ দ্বারা সম্পাদন করিতে হইবে।

নিবন্ধনকৃত ক্লাবসমূহের ক্ষেত্রে ইজারা কমিটির পাঁচ বা ছয়জন সদস্যের নামে সম্পাদন করিতে হইবে, [বিধি ২৬ এর টীকা ১১ দ্রষ্টব্য]।

- (চ) তফসিল অবশ্যই যত্ন সহকারে পূরণ করিতে হইবে, যাহাতে ইহা নিশ্চিত করা হয় যে, সম্পত্তি যথাযথ এবং সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে উহার আয়তন এবং চৌহদ্দী সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী উল্লেখিত আছে। তফসিল ইজারার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সকল ক্ষেত্রে উহা পক্ষসমূহের দস্তখতের পূর্বে উল্লেখ থাকিবে।
- (ছ) সম্পত্তির নকশা, যাহা ইজারাদার বা ইজারাদারগণের খরচে ট্রেসিং কাপড়ে তৈরী করিতে হইবে এবং যত্নসহকারে পরীক্ষা করিয়া ইজারার সংগে সিলাই করিয়া বা অন্য কোন নিরাপদভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্থানের নকশার কোন কপি, উহা যেইরূপেই সত্যায়িত বা প্রমাণিত হউক না কেন, কাহারও পক্ষে কোন মূল্যের সপ্রমাণ নহে। স্থানের নকশা তখনই আইনগতভাবে মূল্য বহন করে, যখন উহা একটি স্থানের ইজারার অংশ রূপে সংযুক্ত হয়।

২১৯৪৫/৪-এডি, তারিখ ২৭ অক্টোবর, ১৯৩৫।

- (জ) প্রত্যেক ইজারাদার অবশ্যই দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজারায় স্বাক্ষর করিবেন, তাহারা অবশ্যই সত্যায়ন দফায় দস্তখত করিবেন এবং নিজেদের ঠিকানা এবং বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

যেইক্ষেত্রে দুই বা উহার অধিক ইজারাদারগণ একই সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে ইজারায় দস্তখত করেন, সেইক্ষেত্রে একটি সত্যায়ন দফাই যথেষ্ট হইবে।

- (ঝ) যেইক্ষেত্রে প্রস্তাব করা হয় যে, যেই কোন একটি পক্ষ আম মোক্তার নামার অধীনে ইজারা সম্পাদন করিবে, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ইহা সযত্নে দেখিতে হইবে যে, আম মোক্তার নামায় এইরূপ ইজারা সম্পাদন করার ক্ষমতা রহিয়াছে এবং উহা যথাযথভাবে সম্পাদন করা এবং উহাতে স্ট্যাম্প লাগানো হইয়াছে।

- (ঞ) কোন ইজারা গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল এর পক্ষে দস্তখত হওয়ার পর, কোন পরিস্থিতিতেই হস্তান্তর করা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিরূপ ইজারা যথাযথরূপে নিবন্ধন করা হয় এবং প্রতিরূপ কপিতে নিবন্ধনকৃত পক্ষের সকল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- (ট) যখন কোন নির্দিষ্ট ইজারায় কোন সন্দেহজনক বা দুরূহ বিষয় দেখা দেয়, তখন সরকারের স্থানীয় আইন উপদেষ্টার সংগে উহা আলোচনা করিতে হইবে।

(iii) ইজারার মাধ্যমে সরকারী দালান এবং উহাদের স্থানসমূহ হস্তান্তর

যেই সকল ক্ষেত্রে সরকারী দালানসমূহ হস্তান্তর করিতে এবং উহাদের স্থানসমূহ ইজারা প্রদান করিতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে এইরূপ লেনদেন সম্পাদনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হইবে যে, ভূমি এবং দালান সমূহ এই উভয়ের জন্য একটি মাত্র ইজারা প্রদান করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়টির বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রিমিয়াম হিসাবে আদায় করিতে হইবে। এই পদ্ধতির বিধানসমূহ নিম্নরূপ :-

- (i) সরকার ইজারা মেয়াদ শেষ বা ইজারা বাতিল করার সংগে সংগে দালানসমূহের দখল গ্রহণ করে, যেইরূপ ইজারাদার কর্তৃক নির্মিত দালানসমূহের ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। ইহা সম্ভব হইবে না যদি দালানসমূহ সরাসরি বিক্রয় করা হয়; যেই ক্ষেত্রে ক্রেতাগণকে ঐগুলি ধ্বংস করা এবং স্থানটিকে খালি অবস্থায় পরিত্যাগ করা রোধের কোন উপায় থাকে না।
- (ii) সরকার দালানসমূহের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক নিয়ন্ত্রণ রাখিতে সক্ষম হয়, যাহা এইরূপ শর্ত দাবী করার মাধ্যমে করা যায় যে, ইজারাদার ঐগুলি যথাযথভাবে মেয়ামত করিবে এবং এইরূপে নিশ্চিত করিবে যে ঐগুলি বিনষ্ট বা ধ্বংস না হয়।

(iii) যদি সরকারকে উহাতে পুনঃপ্রবেশ করিতে হয় বা খাজনা প্রদানে বাধ্য করিতে হয়, সেইক্ষেত্রে খাজনার জন্য ইহা অধিক নিরাপদ।

২৩এল/এডি৪, তারিখ ১২ জানুয়ারি, ১৯৩৫।

(iv) স্ট্যাম্প লাগানো এবং ইজারা নিবন্ধন

(ক) বিভিন্ন ইজারার জন্য প্রদেয় স্ট্যাম্প শুল্ক এর বিষয়ে ভারতীয় স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯ এর ২, ধারা ৩ দ্রষ্টব্য যাহা তফসিল ১, দফা ৩৫ এবং ধারা ২৯(গ), এবং (ঘ) এবং ধারা ৩ শর্ত (১) সহ পঠিতব্য।

(খ) ইজারাদার মূল ইজারার স্ট্যাম্প শুল্ক এবং নিবন্ধন ফি প্রদান করে। ইজারাদাতা ইজারার প্রতিরূপ এর স্ট্যাম্প শুল্ক ও নিবন্ধন ফি প্রদান করে। যখন সরকার ইজারাদাতা, তখন তাহারা ইজারার প্রতিরূপ নিবন্ধনের স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান হইতে অব্যাহতি পায়, কিন্তু তাহারা নিবন্ধন ফি হইতে অব্যাহতি পায় না।

১০আর/এডি৪, তারিখ ১১ জানুয়ারি, ১৯৩২।

(গ) যদিও সরকার নিবন্ধন ব্যতিরেকে একটি বৈধ ইজারা প্রদান করিতে পারে, তথাপি এই বিধিমালার অধীনে সকল ইজারা বিধিমত, নিবন্ধন করিতে হইবে। যদি ইজারাদার তাহার ইজারা নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করে, তবে উহা ইজারাদাতা কর্তৃক নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করা হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে ইজারাদারকে নোটিশ প্রদান করা হইবে এবং যদি তদসত্ত্বেও ইজারাদার অস্বীকৃতি জানায়, তাহা হইলে নিবন্ধক ইজারাদার এর অনুপস্থিতিতে ইজারা নিবন্ধন করিবেন।

৪১৩ আর/এডি৪, তারিখ ২৬ জুন, ১৯৩০।

(ঘ) যদি একটি প্রাদেশিক সরকার ভারতীয় রেজিস্ট্রেশন আইন (১৯০৮ এর ১৬) এর ধারা ১৭(১)(ঘ) এর শর্তে বর্ণিত ধরনের ইজারা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে, তবে ঐ প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা প্রাপ্ত এলাকায় ঐ ধরনের ইজারা নিবন্ধন করা প্রয়োজন হইবে না। এইরূপ প্রজ্ঞাপন অন্য প্রদেশের ইজারাকে প্রভাবিত করিবে না, এবং যদি ঐ প্রদেশের সরকার একই ধরনের প্রজ্ঞাপন জারি না করিয়া থাকে, তবে ধারা ১৭ এর অধীনে আবশ্যিক ইজারাসমূহ নিবন্ধন করা চলিতে থাকিবে।

১৮১আর/এডি৪, তারিখ ২৫ এপ্রিল, ১৯৩০।

(v) ইজারা সমর্পণ

(i) যেই ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে একটি ইজারা পরিসমাপ্তি করা হইবে ঐ ইজারার স্থানের, যেই ক্ষেত্রে স্থানটির এবং উহার সংগে সম্পর্কিত অন্য অতিরিক্ত ভূমির জন্য একটি নতুন ইজারা সম্পাদন করিতে হইবে, উহার সমর্পনের ফরম বিধি ২৬ এর টীকা (iv) এ প্রদান করা হইয়াছে।

(ii) নিম্নরূপ সমর্পনের ফরম ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে হইবে, যেই ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে একটি ইজারার পরিসমাপ্তি হইবে, যেই ইজারা ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালার অধীনে বরাদ্দ করা হইয়াছিল, যেই ক্ষেত্রে স্থানটির জন্য কোন নতুন ইজারা সম্পাদন করিতে হইবে না :-

সমর্পনের ফরম

এই চুক্তিনামা একহাজার নয়শত এবং সনের তারিখে এর সংগে ঠিকানা যিনি এতদ্পরবর্তীতে ইজারাদার নামে পরিচিত হইবেন (যেই অভিব্যক্তিতে তাহার উত্তরাধিকারী, সম্পাদনকারী, প্রশাসকগণ, জীবিত ব্যক্তিবর্গ, প্রতিনিধিগণ এবং দায়িত্ব প্রদত্ত ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে), প্রথম পক্ষ এবং গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল, এতদ্পরবর্তীতে ইজারাদাতা নামে পরিচিত হইবেন (যেই অভিব্যক্তিতে অফিসে তাহার উত্তরসূরী এবং দায়িত্ব প্রদত্ত ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন), দ্বিতীয় পক্ষ, এর সংগে সম্পাদিত হইল, **যেইহেতু** ইজারাদাতা ইজারাদারকে ১৯... সনের তারিখে সম্পাদিত একটি ইজারা চুক্তিনামার মাধ্যমে এতদসংগে সংযুক্ত তফসিলে বর্ণিত ভূমির জন্য একটি ইজারা বরাদ্দ করিয়াছিলেন এবং যেইহেতু বর্ণিত ইজারা চুক্তিনামায় অন্তর্ভুক্ত এবং বর্ণিত ভূমি এখন উহাতে বর্ণিত নিয়মাবলী, শর্তসমূহ এবং চুক্তি সাপেক্ষে,

নির্দিষ্ট বাকি সময়ের জন্য ইজারাদার এর উপর ন্যস্ত এবং **যেইহেতু**, এতদ্পরবর্তীতে বর্ণিত ইজারা চুক্তিনামায় উল্লেখিত এবং সংরক্ষিত নিয়মাবলী, শর্তসমূহ এবং চুক্তিসমূহ এবং উপরোক্ত ইজারায় যাহা প্রতিপালন এবং সম্পাদন করিতে হইবে, ঐ গুলি এই উপস্থাপিত বিষয়সমূহের তারিখ পর্যন্ত ইজারাদার কর্তৃক যথাবিহিত প্রতিপালিত এবং সম্পাদিত হইয়াছে এবং **যেইহেতু** বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে চুক্তির পরিসমাপ্তিতে ঐ ভূমি সংগে সংগে পুনরায় ইজারাদাতার মালিকানায় ন্যস্ত হইবে, যাহা সকল ধরনের জটিলতা মুক্ত থাকিবে, এবং **যেইহেতু** ইজারাদার ইজারাদাতার সংগে তাহার নিকট ঐ ভূমি সকল অধিকার, মালিকানা এবং স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া **সমর্পণ** করিতে সম্মত হইয়াছেন, যাহা উহা সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত ইজারা অনুসারে ইজারাদার এর নিকট ছিল, এবং **যেইহেতু** ইজারাদাতা তদনুসারে উল্লেখিত **সমর্পণ** গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, তাই এখন এই **চুক্তিনামা এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে**, পূর্বে বর্ণিত সম্মতির ফলশ্রুতিতে ইজারাদার এতদ্বারা ইজারাদাতাকে কোন বিনিময় ছাড়াই সংযুক্ত তফসিলে বর্ণিত এবং পূর্বে বর্ণিত ইজারার অন্তর্গত ভূমি ইজারাদার এর সকল ধরনের ভূমি অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ এবং দাবী বা চাহিদা সহকারে, যাহা উহাতে বা উহার ফলে তাহার নিকট ছিল, তাহা ইজারাদাতাকে এই **অভিপ্রায়ে সমর্পণ** ও হস্তান্তর করিলেন যে, উল্লেখিত ইজারা দ্বারা সৃষ্ট মেয়াদের অবশিষ্ট অংশ এবং বর্ণিত ভূমিতে ইজারাদার এর সকল ভূমি অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ, যাহা বর্ণিত ইজারার অধীনে বা উহার ফলে তাহার নিকট ছিল, উহা বর্ণিত তারিখ হইতে উহার ফলশ্রুতিতে তাৎক্ষণিক ফেরৎ প্রদানের ফলে, সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তরিত এবং চিরতরে বিলুপ্ত হইল এবং ইজারাদার এতদ্বারা ইজারাদাতার সংগে চুক্তি করিতেছেন যে, বর্ণিত ইজারা সম্পর্কে ইজারাদার ইজারাদাতাকে যথাযথ এবং পর্যাপ্তরূপে সকল প্রকার দাবী এবং চাহিদা হইতে বা উহাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিমুক্ত রাখিবেন।

উপরেবর্ণিত তফসিল

ঐ সকল ভূমির খণ্ড বা অংশ, যাহা ক্যান্টনমেন্ট এর সাধারণ ভূমি রেজিস্টার এ জরিপ নং (আংশিক) হিসাবে বর্তমান এবং রেকর্ডকৃত এবং যাহার চৌহদ্দি-

উত্তরে -----
দক্ষিণে -----
পূর্বে -----
পশ্চিমে -----

যাহার সাক্ষ্য স্বরূপ পক্ষ সমূহ উপরে প্রথমে লিখিত দিন এবং বৎসরে তাহাদের দস্তখত করিলেন।

দস্তখতকৃত

উপস্থিত সাক্ষীগণ

১।

২।

দস্তখতকৃত

১।

২।

২০৪০এলসি/ডি৪, তারিখ- ১৬ জুন, ১৯৩০।

(iii) সকল সমর্পণসমূহ নিবন্ধন করা হইবে। ভারতীয় রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এর ধারা ১৭(খ) এর বিধানসমূহের অধীনে, যেই সমর্পণ ১০০ টাকা বা উহার অধিক মূল্যের স্থাবর সম্পত্তির অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ বিলুপ্ত করে, উহা নিবন্ধন করিতে হইবে, যখন ধারা ১৮ এর অধীনে দলিলসমূহ নিবন্ধন করা যাইতে পারে, যদিও ধারা ১৭ এর অধীনে উহাদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নহে। ইজারাদার স্ট্যাম্প শুল্ক এবং সমর্পণ ফিসমূহ প্রদান করিবেন।

৮২৪ এলসি/এডি৪, তারিখ- ২১ মার্চ, ১৯৩৫।

(vi) ইজারায় নির্ধারিত সময় বৃদ্ধিকরণ।

এই বিধিমালার অধীনে ইজারায় দালানসমূহ নির্মাণের কাজ যেই সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা বৃদ্ধি করার জন্য কোন বিধান থাকে না, উহাতে শান্তিমূলক দফা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যাহাতে সরকারকে স্বত্ব ত্যাগ দফা সত্ত্বেও, ইজারার কোন শর্ত লঙ্ঘন করা হইলে পুনঃপ্রবেশের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। যখন শর্ত (৫) লঙ্ঘন করা হইয়াছে, অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দালান নির্মাণ সম্পন্ন করা হয় নাই, তখন পুনঃপ্রবেশের ক্ষমতার অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অভিপ্রেত না হইলে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এই দফার অধীনে অধিকার প্রয়োগ করা হইতে বিরত থাকিবেন।

৪২৮/এডি৪, তারিখ- ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯।

(vii) ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালার অধীনে ইজারা পরিসমাপ্তিকরণ।

(i) যেই ক্ষেত্রে ইজারায় গৃহীত একটি স্থান পুনঃগ্রহণের কোন বিধান নাই, সেইক্ষেত্রে উহা শুধু অধিগ্রহণ করা যাইতে পারে, যদি উহা ভূমি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে কোন জনস্বার্থে প্রয়োজন হয়।

(ii) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর ধারা ১১৪ এবং ১১৪-ক এর বিধানসমূহের বিবেচনায়, খাজনা পুনঃপরিশোধ বা দালানাদি নির্মাণ সম্পূর্ণ করা সংক্রান্ত শর্তাবলী ভঙ্গের দায়ে ইজারা বাতিল করার পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে একজন ইজারাদারকে খাজনা পরিশোধের জন্য ১৫ দিনের নোটিশ এবং দালানাদি নির্মাণ সম্পূর্ণ করার জন্য ৬ মাসের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। একই সময়ে ইজারাদারকে ইহাও অবগত করাইতে হইবে যে, যদি তিনি প্রদত্ত সময়ের মধ্যে খাজনা পরিশোধ বা দালানাদি নির্মাণ সম্পূর্ণ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ইজারা বাতিল করা হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ গ্রহণ ব্যতীত একটি ইজারার অধীনে পুনঃপ্রবেশের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে না।

৫৭৮ আর/এডি ৪, তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।

(viii) ক্যান্টনমেন্টে ইজারায় গৃহীত ভূমির খাজনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের ফরম।

নিম্নবর্ণিত ফরমে চুক্তি সম্পাদন করা প্রয়োজন হইবে, যখন ঐ ক্ষেত্রে ইজারায় গৃহীত স্থানের খাজনা বৃদ্ধি করা হয়, যেই ক্ষেত্রে ইজারা দাতার বিনা অনুমতিতে উহার উপর নির্মিত দালানে কোন সংযুক্তি, পরিবর্তন ইজারায় নিষেধ করা থাকে, এবং খাজনা বৃদ্ধি সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করা হয়।

৫৬১৪/ডি৪, তারিখ ৪ জুন, ১৯৪১।

এই চুক্তিনামা ১৯৪..... সনের তারিখে সম্পাদন করা হইল, যাহা প্রথম পক্ষ গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল (যিনি এতদপরবর্তীতে ইজারাদাতা নামে অভিহিত হইবেন, যেই ক্ষেত্রে এই অভিব্যক্তিতে যতদূর প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার উত্তরাধিকারী এবং স্বত্ব প্রদত্ত ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবেন) এবং এর (যিনি এতদপরবর্তীতে ইজারাদার নামে অভিহিত হইবেন, যেই অভিব্যক্তিতে যতদূর প্রাসঙ্গিক হয়, তাহার উত্তরাধিকারী ^{ব্যক্তিগত প্রতিনিধি*} _{ইহার উত্তরসূরী} এবং অনুমোদিত স্বত্ব প্রদত্ত ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবেন) অন্যপক্ষ এর মধ্যে সম্পাদিত হইল এবং ইহা তারিখে সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া ইন কাউন্সিল প্রথম পক্ষ এবং অন্য পক্ষ এর মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির সম্পূরক এবং যাহা হিসাবে যাহাতে ভূমি রূপে বর্ণিতভাবে নিবন্ধনকৃত এবং যাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত ইজারায় বর্ণনা করা হইয়াছে, **যেইহেতু** ইজারাদার এখন ঐ ইজারায় প্রদত্ত শর্তের উপকার ভোগের অধিকারী এবং উহা এখনও বিদ্যমান এবং ইজারাদাতা উহা প্রত্যাপনের ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত উপকার ভোগের অধিকারী এবং **যেইহেতু** বর্ণিত ইজারার শর্তাবলী অনুসারে উক্ত ভূমির উপর একটি দালান নির্মাণ করা হইয়াছে, যাহা ইজারাদাতার অনুমতি ব্যতীত সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন করা যায় না,

* অপ্রযোজ্য শব্দসমূহ কাটিয়া দিন।

এবং যেইহেতু ইজারাদার বর্ণিত দালান পরিবর্তন সম্প্রসারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এইরূপ করিবার জন্য ইজারাদাতার নিকট আবেদন করিয়াছেন এবং ইজারাদাতা সেইরূপ অনুমতি প্রদানে সম্মত হইয়াছেন, যদি ইজারাদার খাজনা বাবদ ১৯ সনের দিন হইতে টাকা এর পরিবর্তে টাকা প্রদান করিতে সম্মত হন, যাহা বর্ণিত ইজারায় ধার্য ছিল এবং ইজারাদার ঐরূপ করিতে সম্মত হইয়াছেন, তাই এখন এই চুক্তিনামা এইরূপ স্বাক্ষর বহন করিতেছে যে, ঐ সম্মতির অনুসরণে এবং সূত্রসমূহের বিচেনায় সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে এতদ্বারা নিম্নরূপ সম্মতি হইল :

- (১) ইজারাদাতা এতদ্বারা ইজারাদারকে (বর্ণিত ইজারার দফা এর মাধ্যমে) বর্ণিত দালানে এইরূপ পরিবর্তন সম্প্রসারণ করিতে অনুমতি প্রদান করিতেছেন, যাহা এতদসংগে সংযুক্ত তফসিলে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।
- (২) ১৯ সনের তারিখ হইতে বর্ণিত ইজারার অধীনে প্রদেয় খাজনার পরিমাণ প্রতিমাসে টাকা হারে প্রদেয় হইবে এবং বর্ণিত ইজারা তদনুসারে পরিবর্তিত হইবে এবং এইরূপ বুঝাইবে যে, যেন মূলতঃই এইরূপ খাজনা প্রদানের বিধান ছিল।
- (৩) এতদক্ষেত্রে যেইরূপ ব্যতিক্রম করা হইয়াছে, উহা ব্যতীত বর্ণিত ইজারা পূর্ণরূপে বলবৎ এবং কার্যকর হইবে।
- (৪) এই দলিল তাৎক্ষণিকভাবে নিবন্ধন করা হইবে এবং ইজারাদার উহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করিবেন।

যাহার স্বাক্ষর স্বরূপ উহার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ পূর্বে প্রথমে লিখিত দিনে এবং বৎসরে ইহাতে দস্তখত করিলেন।

দস্তখতকৃত

গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল এর পক্ষে,
..... এর উপস্থিতিতে

দস্তখতকৃত

উল্লিখিত দ্বারা
এর উপস্থিতিতে।

বর্ণিত তফসিল

(ইহার দফা (১) মারফত পরিবর্তন বা যোগ করার অনুমতি প্রাপ্ত)

(ix) ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯২৫ এর তফসিল ৬ এর ফরমে ইজারা প্রদত্ত ভূমির উপর বর্তমান সম্পত্তি বিক্রয় ইত্যাদি অনুমোদনের ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষ।

এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা এম ই ও এই দুই এর কোন পক্ষ বিভাজক নির্দেশনা প্রদান, হস্তান্তর এবং দর-ইজারা প্রদান অনুমোদনের ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষ হইবেন - যেই ক্ষেত্রে স্থানসমূহ ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯২৫ এর তফসিল ৬ মতে ইজারা প্রাপ্ত, যাহা উহার চুক্তিপত্র ১(৮) অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে, যেই ক্ষেত্রে ইজারা একজিকিউটিভ অফিসার কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, যখন ভূমি বোর্ডের ব্যবস্থাপনাধীন ছিল এবং চুক্তিপত্র ১(৮) এ ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষের লিখিত সম্মতির বিধান আছে, এবং যেই ক্ষেত্রে ভূমির ব্যবস্থাপনা পরবর্তীতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। ভারত সরকারকে এই মর্মে পরামর্শ প্রদান করা যাইতেছে যে, যেই সকল ভূমির ব্যবস্থাপনা প্রতিরক্ষা বিভাগ এর পত্র নং- ৫১৪-আর/ডি৪, তারিখ ১৬ আগস্ট, ১৯৩৭ এর অধীনে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ব্যবস্থাপনায়

অর্পিত হইয়াছে, সেইগুলির জন্য ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষ হইতেছে, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নহে। ইজারায় ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষের কাজ ছিল সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইন্ডিয়ান শুধু একজন প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা এবং উপরে উল্লেখিত পত্র মারফত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে এই দায়িত্ব পালন হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

১২১১৭/ডি৪, তারিখ ৮ জানুয়ারি, ১৯৪২।

(X) ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর তফসিল ৮ এ ইজারা প্রাপ্ত স্থানের উপরস্থিত সম্পত্তিসমূহ হস্তান্তর – ইজারার শর্ত ১(৮) এর ব্যাখ্যা।

সূত্র, আপনার পত্র নং- ই ৮২০৯ এলসিআই, তারিখ ৯ আগস্ট, ১৯৪৪। শর্ত ১(৮) দ্বারা ইজারার উপর একমাত্র দায় আরোপ করা হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রত্যেক হস্তান্তর মিলিটারী এস্টেটস অফিসার বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিকট, ক্ষেত্র বিশেষে যেইরূপ হয়, রিপোর্ট করিতে হইবে। এইরূপ হস্তান্তরের জন্য তাহাকে কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে না। ইজারাদার ভূমির পূর্ণ বাজার দর ভিত্তিক খাজনা পরিশোধ করিতেছেন, এইরূপ ধারণার ভিত্তিতে, এবং যদি তিনি তাহা না করেন তবে, যদি এইরূপ হয় যে, ইজারায় অর্থ পরিশোধের বিষয়টি এমন কোন বিশেষ কারণে নির্ধারিত হইয়াছে, যাহা ইজারা প্রদানের সময় যথাযথভাবে বিবেচিত হইয়াছে, তবে সরকার পক্ষ হইতে তাহার ইজারা স্বত্ব হস্তান্তর এর অধিকার বিষয়ে প্রশ্ন করার কোন অবকাশ নাই, যদিও ইহাতে স্থানটির বিভাজিকরণ হয়।

২। আপনার যেই পত্রের জবাব প্রদান করা হইতেছে, উহার অনুচ্ছেদ ২ এ যেই ধারণা করা হইয়াছে, যেমন, যদি স্থানটির কোন অংশের উপর নির্মিত দালানসমূহ কোনরূপ ইজারার শর্তাবলী লঙ্ঘন না করে তবে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না – উহা সঠিক।

১৮/১৩১/এল/সি এন্ড এল/৪৪, তারিখ ২১ আগস্ট, ১৯৪৪।

২৯। বরাদ্দ রেজিস্টার (নির্মাণ স্থানসমূহ)।- (১) বিধি ১৭ এর অধীনে দরখাস্ত উহার সকল অন্তর্ভুক্তি সমাপ্ত করার পর, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত একটি আলগা রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হইবে।

(২) সম্পূর্ণ রেজিস্টারটি একটি উপযুক্ত আয়তন লাভের পর বাঁধাই করা হইবে এবং একটি নতুন রেজিস্টার খোলা হইবে।

(৩) এই রেজিস্টারটি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর বরাদ্দ রেজিস্টার (নির্মাণ স্থানসমূহ) নামে অভিহিত হইবে।

বরাদ্দ রেজিস্টার ইজারাসমূহের প্রতিলিপিসমূহসহ লেনদেন এর প্রধান রেকর্ড হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং অবশ্যই যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হইবে।

সময় অভিহিত হইতে থাকিলে রেজিস্টারটি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে, যেইহেতু ইহাতে যেই সকল দরখাস্ত গ্রহণ এবং প্রত্যাহ্যান করা হইয়াছে, ঐ গুলি সম্পর্কিত তথ্য রহিয়াছে, এবং এই কারণে যখনই কোন দরখাস্ত পাওয়া যাইবে, তখন সকল ক্ষেত্রেই ইহা আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

উপযুক্ত ধরনের আলগা পাতার রেজিস্টার, যাহার প্রচুদে আবরণ থাকিবে, এবং এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে যাহাতে কাগজপত্রাদি উহাতে নিরাপদভাবে নথিভুক্ত করা যায় এবং যেই কোন একটি কাগজ অন্যগুলির কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করিয়া সরানো যায়, উহা যেই কোন পরিচিত মনোহারী দোকান হইতে সংগ্রহ করা যায়। দরখাস্তসমূহ প্রথমতঃ ঐ রূপ ক্রমানুসারে নথিভুক্ত করা হইবে, যেইরূপে ঐ গুলির উপর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কিন্তু যখন ঐসব গুলিকে শেষ পর্যন্ত একটি রেজিস্টারে বাঁধাই করার সময় হয়, তখন ইহা সর্বদাই সম্ভব এবং হয়ত সূত্র উল্লেখের উদ্দেশ্যে অধিকতর সুবিধাজনক হইবে যে, ঐ গুলিকে উহাদের সংশ্লিষ্ট জোত নম্বর অনুসারে পুনঃবিন্যাস করা হয়।

৩০। বরাদ্দের রেকর্ড।- কার্যাদি সম্পাদনের পর মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ভূমি রাজস্ব রেজিস্টার এবং সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩১। বিশেষ মেয়াদ এবং বিশেষ শর্তের ইজারাসমূহ।- (১) ত্রিশ বৎসরের অনধিক মেয়াদ বা স্থায়ী মেয়াদের একটি ইজারা,

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক তফসিল ৯ এবং ১০ এ নির্ধারিত ফরমে বরাদ্দ করা যাইতে পারে, যেই ক্ষেত্রে এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ বিশেষ কারণ বশত: কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সুবিধাজনক মনে হয় :

শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন ইজারাই কালেক্টার এর সংগে পূর্বে আলোচনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত বরাদ্দ করা হইবে না, :

ইহাও শর্ত থাকে যে, অন্য সকল বিষয়ে বিধি ১৬ হইতে ৩০ এ নির্দেশিত বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

(২) একটি নির্মাণ স্থানের স্থায়ী ইজারা, যদি স্থানটি নির্দিষ্ট জনস্বার্থে বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয় এবং তফসিল ১১-তে বর্ণিত ধরনের ইজারা সমর্থন যোগ্য হয়, তাহা হইলে উহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক তফসিল ১১-তে বর্ণিত ফরমে এবং বিধি ২৬ এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে বরাদ্দ করা যাইতে পারে।

শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন ইজারা কালেক্টার এর সংগে পূর্ব আলোচনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত বরাদ্দ করা হইবে না।

(i) ত্রিশ বৎসরের নিম্ন মেয়াদ কালে বাতিলযোগ্য সিডিউল ৯ এ প্রদত্ত ইজারাসমূহ অস্থায়ী দালান নির্মাণ বা ভবিষ্যত এর ধারণাগত বা পরীক্ষামূলক ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে বা যেই ক্ষেত্রে ভূমি ভবিষ্যতে সরকারী উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইতে পারে, এবং সেইহেতু দীর্ঘ মেয়াদী ইজারায় হস্তান্তরিত হওয়া সমীচীন নয়।

(ii) তফসিল ১০ এ কোন ইজারা তখনই বরাদ্দ করা হইবে, যখন এইরূপ পস্থা সরকারের জন্য সুবিধাজনক হয়। ইহার জন্য খাজনা সাধারণত: যুক্তিযুক্ত বাণিজ্যিক হারে নির্ধারিত হইবে।

(iii) তফসিল ১১ এর ইজারা ফরম, ঐ সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য কাঙ্ক্ষিত, যেই ক্ষেত্রে, ধর্মীয় বা জনস্বার্থে, বিশেষত: মসজিদ, মন্দির বা ঐ ধরনের প্রয়োজনে অতীতে বিনামূল্যে ভূমি বরাদ্দের রেওয়াজ ছিল। এই বিধিমালার অধীনে বিনামূল্যে বরাদ্দ নিষিদ্ধ। জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে এই ফরম ব্যবহার করা হইবে না, কিন্তু শুধু ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইবে, যখন বিশেষ পরিস্থিতিতে এই পস্থা কাঙ্ক্ষিত এবং সমর্থনযোগ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ, এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে, যেই গুলি বাজার দরে খাজনা প্রদানে যথেষ্ট সক্ষম এবং সেইরূপ হইলে তাহাদের জন্য তফসিল ১২ বা সম্ভবত: ১০ এ প্রদত্ত ফরমে ইজারা সম্পাদনের কোন কারণ থাকে না।

(iv) ধর্মীয় উদ্দেশ্যে স্থানের ইজারা

যেইহেতু “বরাদ্দচুক্তি” ধর্মীয় কারণে একটি স্থান ইজারার জন্য ব্যবহৃত হইবে না এবং এমন ইজারা যাহার খাজনা সংরক্ষিত আছে, যাহা ট্রাস্টিদের দ্বারা সম্পাদিত, যেই ক্ষেত্রে খাজনা পরিশোধের জন্য ট্রাস্টিদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছাড়া কোন নিরাপত্তা নাই, এইরূপ স্থানের ইজারা খাজনার পরিবর্তে যথোপযুক্ত প্রিমিয়াম প্রদানের পর বরাদ্দ করা উচিত এবং ইজারা তফসিল ১১ এর নিম্নোবর্ণিত দফা (ক) এবং (খ) এর যেই কোন একটির সংশোধিত ফরমে সম্পাদন করা সমীচীন হইবে :-

৪০২ এলসি/এডি ৪, তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪।

(ক) তফসিল ১১ (সংশোধিত)। কোন জনস্বার্থে সুবিধাজনক শর্তে দালান নির্মাণের জন্য চিরস্থায়ী ইজারা প্রদান, যেই ক্ষেত্রে কোন খাজনা নয়, শুধু প্রিমিয়াম ধার্য করা হয়।

৪২২০ এলসি/ডি৪, তারিখ ২০ ডিসেম্বর, ১৯৩৭।

এই চুক্তিনামা সনের তারিখে গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল (এতদপরবর্তীতে ইজারা দাতা নামে অভিহিত) এক পক্ষ এবং (এতদপরবর্তীতে ইজারাদার/ ইজারাদারগণ নামে অভিহিত), অন্য পক্ষ এর মধ্যে সম্পাদিত হইল।

যেইহেতু ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর বিধি ২৮০ এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট এর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড (এতদপরবর্তীতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নামে অভিহিত) ইজারাদাতার পক্ষে এতদপরবর্তীতে বর্ণিত ভূমির প্লটটি ইজারাদার/ইজারাদারগণকে একটি নির্মাণের জন্য এতদপরবর্তীতে উল্লেখিত উপায়ে হস্তান্তর করিতে সম্মত হইয়াছেন তাই ;

এখন এই চুক্তিনামা এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, টাকা প্রিমিয়াম যাহা ইজারাদার/ ইজারাদারগণ পরিশোধ করিয়াছেন এবং এতদপরবর্তীতে ইজারাদার/ইজারাদারগণের পক্ষে চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর বিবেচনায় ইজারাদাতা ইজারাদার/ইজারাদারদের নিকট ঐ সমগ্র প্লটের ভূমি যাহা পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত ক্যান্টনমেন্টের এলাকায় অবস্থিত, যেই বর্ণিত ভূমির প্লট সুনির্দিষ্টভাবে এতদসংশ্লিষ্ট তফসিলে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং এতদসংগে সংযুক্ত নকশায় যাহার সীমানাসমূহ দেখানো আছে এবং উহাতে রঙ করিয়া চিহ্নিত করা আছে, ঐ প্লটের ভূমির সকল স্বত্ব, সুখাধিকার, দখলসমূহ যাহা তাহার মালিকানায়া ছিল বা যেই কোনভাবে তাহার দখলে ছিল, উহা চিরতরে ইজারাদার/ইজারাদারদের অনুকূলে সনের তারিখ হইতে বিলুপ্ত করিলেন।

I. এবং ইজারাদার/ইজারাদারগণ এতদ্বারা ইজারাদাতার সংগে এইরূপ চুক্তি করিলেন :-

- (১) সর্বদা সময়ে সময়ে সকল খাজনা, কর, খরচ এবং সকল ধরনের মূল্যায়ন যাহা এখন আরোপিত বা ভবিষ্যতে এতদ্বারা বর্ণিত সম্পত্তির উপর বা উপরে বর্ণিত নির্মাণ যোগ্য দালানের উপর মূল্যায়ন করা হইতে পারে, অথবা ভূমির মালিক বা উহার ভাড়াটিয়ার উপর উহা সম্পর্কে ধার্য হইতে পারে, তাহা পরিশোধ এবং নিষ্পন্ন করা।
- (২) এই চুক্তি সম্পাদনের বর্ষপঞ্জি মাসের মধ্যে তাহার/তাহাদের নিজ খরচে এই ক্ষেত্রে বর্ণিত ভূমির উপর একটি নির্মাণ করা এবং ব্যবহারযোগ্য হিসাবে সমাপ্ত করা, যাহা ক্যান্টনমেন্টস আইনের বিধান এর অধীনে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত নকশা বা নকশাসমূহ অনুসারে করা হইবে এবং অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড এর লিখিত পূর্ব সম্মতি ব্যতীত এতদবর্ণিত প্রাপ্তনের কোন অংশে কোন রূপ নির্মাণ করিবেন না বা করিতে অনুমতি দিবেন না, উহা ছাড়া যাহা এতদসংক্রান্ত চুক্তিপত্র বলে করার কথা।
- (৩) উল্লেখিত এর নকশা বা উচ্চতায় পূর্বে বর্ণিত রূপে সম্মতি ব্যতীত কোনরূপ পরিবর্তন না করা বা উহাকে হিসাবে ব্যতীত অন্য কোনভাবে ব্যবহার না করা বা করিবার অনুমতি প্রদান না করা।
- (৪) সকল সময়ে বর্ণিত এবং প্রাপ্তনে সুষ্ঠু ও যথার্থভাবে মেরামত করা এবং এই ইজারা সমাপ্তিতে উহা শান্তিপূর্ণভাবে একই ধরনের সুষ্ঠু ও যথার্থভাবে মেরামতকৃত অবস্থায় ইজারাদাতার নিকট সমর্পণ করা।
- (৫) এতদ্বারা বর্ণিত প্রাপ্তন বা উহার কোন অংশের প্রত্যেক ক্ষমতা অর্পণ, হস্তান্তর বা উপ ইজারা প্রদান এর বিষয়ে উহা সম্পাদনের এক ক্যালেন্ডার মাসের মধ্যে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর নিকট এইরূপ ক্ষমতা অর্পণ, হস্তান্তর বা উপ ইজারা প্রদানের একটি নোটিশ প্রদান করা, যাহাতে এইরূপ প্রত্যেক ক্ষমতা অর্পণ, হস্তান্তর বা উপ ইজারার পক্ষসমূহের নাম এবং বিবরণ এবং তথ্যাবলী এবং উহার ফলাফল বিবৃত থাকিবে।

II. সর্বদা এইরূপ শর্ত থাকে যে, যদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মত অনুসারে ইজারাদার/ইজারাদারগণ বা তাহার মাধ্যমে দাবীদার, বা তাহার/তাহাদের অধীনে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ইহাতে অন্তর্ভুক্ত কোন শর্তাবলী বা চুক্তিসমূহ লংঘন করা হইয়াছে, তখন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে,

ইজারাদাতা পুনঃপ্রবেশের বিষয়ে পূর্বের কোন কারণ বা স্বত্ব পরিত্যাগের ঘোষণা সত্ত্বেও এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাপ্তগণের যেই কোন অংশে বা উহার উপর ভবনসমূহে পুনঃপ্রবেশ করিতে পারিবেন, যাহা সম্পূর্ণ অংশে পুনঃপ্রবেশ বুঝাইবে এবং উহার ফলে ঐ অঙ্গনাদি এবং দালানসমূহ ইজারাদাতার ব্যবহারে থাকিবে এবং তাহার উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই হস্তান্তর ইজারাদার/ইজারাদারগণের স্বত্বের সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটাইবে এবং ইজারাদার/ইজারাদারগণ কোনরূপ ক্ষতিপূরণের দাবীদার হইবেন না।

III. ইহাও শর্ত থাকে যে, “গভর্নর জেনারেল” এবং “ইজারাদার/ইজারাদারগণ” শব্দাবলী যাহা পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা প্রথমটির ক্ষেত্রে তাহার উত্তরসূরী, স্বত্ব নিয়োগী এবং পরবর্তীগুলির ক্ষেত্রে তাহার/তাহাদের উত্তরাধিকারী, নির্বাহক, প্রশাসক, প্রতিনিধি এবং স্বত্ব নিয়োগিগণকে অন্তর্ভুক্ত করিবে, যদি না এই ব্যাখ্যা প্রসংগের সংগে অসংগতিপূর্ণ হয়।

উপরে বর্ণিত তফসিল।

ভূমির ঐ সকল খণ্ড এবং অংশ যাহাতে অবস্থিত এবং ক্যান্টনমেন্ট এর সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে সার্ভে নং এর অংশ হিসাবে রেকর্ডকৃত এবং নিম্নরূপে সীমানা আবদ্ধ ঃ

উত্তরে দ্বারা –

দক্ষিণে দ্বারা –

পূর্বে দ্বারা –

পশ্চিমে দ্বারা –

যাহার সাক্ষ্যস্বরূপ পক্ষসমূহ ইহাতে উপরে প্রথমে লিখিত দিন এবং বৎসরে দস্তখত করিলেন,

দস্তখতকৃত

গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল এর পক্ষে

..... এর উপস্থিতিতে

সাক্ষ্য

দস্তখতকৃত উপরে বর্ণিত কর্তৃক

..... এর উপস্থিতিতে

সাক্ষ্য

টীকা। - ইজারা সম্পাদনের পূর্বে অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) তফসিল ১১ (সংশোধিত); সুবিধাজনক শর্তে জনস্বার্থে চিরস্থায়ী দালান ইজারা, যেই ক্ষেত্রে কোন খাজনা নহে, কিন্তু শুধু প্রিমিয়াম ধার্য করা হয় এবং যেই ক্ষেত্রে বর্তমান স্থান এবং স্থানে অবস্থিত দালানের সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়।

৪২২০/এলসি/ডি৪, তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৭।

২২৫এলসি/ডি৪, তারিখ ২৩ জানুয়ারি, ১৯৩৮।

এই চুক্তিনামা, সনের তারিখে গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল (এতদপরবর্তীতে ইজারাদাতা নামে অভিহিত) প্রথম পক্ষ, এবং (এতদপরবর্তীতে ইজারাদার/ইজারাদারগণ নামে অভিহিত) অন্য পক্ষ, **এর মধ্যে** সম্পাদিত হইল।

যেইহেতু ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ধারা ২৮০ এর অধীনে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ক্যান্টনমেন্ট (এতদপরবর্তীতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নামে অভিহিত), ইজারাদাতার পক্ষে এতদপরবর্তীতে বর্ণিত ভূমি ইজারাদার/ইজারাদারগণকে উদ্দেশ্যে, এতদপরবর্তীতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করিতে সম্মত হইয়াছেন;

এখন এই চুক্তিনামা এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, টাকা প্রিমিয়াম যাহা ইজারাদার/ইজারাদারগণ পরিশোধ করিয়াছেন এবং

এতদ্পরবর্তীতে ইজারাদার/ইজারাদারগণের পক্ষে চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর বিবেচনায় ইজারাদাতা ইজারাদার/ইজারাদারদের নিকট ঐ সমগ্র প্লটের ভূমি যাহা পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত ক্যান্টনমেন্টের এলাকায় অবস্থিত, যেই বর্ণিত ভূমির প্লট সুনির্দিষ্টভাবে এতদসংশ্লিষ্ট তফসিলে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং এতদসংগে সংযুক্ত নকশায় যাহার সীমানাসমূহ দেখানো আছে এবং উহাতে রঙ করিয়া চিহ্নিত করা আছে, ঐ প্লটের ভূমির সকল স্বত্ব, সুখাধিকার, দখলসমূহ যাহা তাহার মালিকানায় ছিল বা যেই কোনভাবে তাহার দখলে ছিল উহাসহ চিরতরে ইজারাদার/ইজারাদারদের অনুকূলে সনের তারিখ হইতে বিলুপ্ত করিলেন।

I. এবং ইজারাদার/ইজারাদারগণ এতদ্বারা ইজারাদাতার সংগে এইরূপ চুক্তি করিলেন :-

- (১) সর্বদা সময়ে সময়ে সকল খাজনা, কর, খরচ এবং সকল ধরনের মূল্যায়ন, যাহা এখন আরোপিত বা ভবিষ্যতে এতদ্বারা বর্ণিত সম্পত্তির উপর বা উপরে বর্ণিত নির্মাণ যোগ্য দালানের উপর মূল্যায়ন করা হইতে পারে, অথবা ভূমির মালিক বা উহার ভাড়াটিয়ার উপর উহা সম্পর্কে ধার্য হইতে পারে তাহা পরিশোধ এবং নিষ্পন্ন করা।
- (২) অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড এর লিখিত পূর্ব সম্মতি ব্যতীত এতদ্বর্ণিত প্রাপ্তির কোন অংশে বর্তমান ব্যতীত কোন রূপ দালান নির্মাণ করিবেন না বা করিতে অনুমতি দিবেন না।
- (৩) উল্লেখিত এর নকশা বা উচ্চতায় পূর্বে বর্ণিত রূপে সম্মতি ব্যতীত কোনরূপ পরিবর্তন না করা বা উহাকে হিসাবে ব্যতীত অন্য কোনভাবে ব্যবহার না করা বা করিবার অনুমতি প্রদান না করা।
- (৪) সকল সময়ে বর্ণিত এবং প্রাপ্ত সূষ্ঠ ও যথার্থভাবে মেরামত করা এবং এই ইজারা সমাপ্তিতে উহা শান্তিপূর্ণভাবে একই ধরনের সূষ্ঠ ও যথার্থভাবে মেরামতকৃত অবস্থায় ইজারাদাতার নিকট সমর্পণ করা।
- (৫) এতদ্বারা বর্ণিত প্রাপ্ত বা উহার কোন অংশের প্রত্যেক ক্ষমতা অর্পণ, হস্তান্তর বা উপ ইজারা প্রদান এর বিষয়ে উহা সম্পাদনের এক ক্যালেন্ডার মাসের মধ্যে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর নিকট এইরূপ ক্ষমতা অর্পণ, হস্তান্তর বা উপ ইজারা প্রদানের একটি নোটিশ প্রদান করা, যাহাতে এইরূপ প্রত্যেক ক্ষমতা অর্পণ, হস্তান্তর বা উপ ইজারার পক্ষসমূহের নাম এবং বিবরণ এবং তথ্যাবলী এবং উহার ফলাফল বিবৃত থাকিবে।

II. সর্বদা এইরূপ শর্ত থাকে যে, যদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মত অনুসারে ইজারাদার/ইজারাদারগণ বা তাহার মাধ্যমে দাবীদার, বা তাহার/তাহাদের অধীনে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ইহাতে অন্তর্ভুক্ত কোন শর্তাবলী বা চুক্তিসমূহ লংঘন করা হইয়াছে, তখন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে ইজারাদাতা পুনঃপ্রবেশের বিষয়ে পূর্বের কোন কারণ বা স্বত্ব পরিত্যাগের ঘোষণা সত্ত্বেও এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাপ্তির যেই কোন অংশে বা উহার উপর ভবনসমূহ পুনঃপ্রবেশ করিতে পারিবেন, যাহা সম্পূর্ণ অংশে পুনঃপ্রবেশ বুঝাইবে এবং উহার ফলে ঐ অঙ্গাদি এবং দালানসমূহ ইজারাদাতার ব্যবহারে থাকিবে এবং তাহার উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই হস্তান্তর ইজারাদার/ইজারাদারগণের স্বত্বের সম্পূর্ণ পরিসমাণ্ডি ঘটাইবে এবং ইজারাদার/ইজারাদারগণ কোনরূপ ক্ষতিপূরণের দাবীদার হইবেন না।

III. ইহাও শর্ত থাকে যে, “গভর্নর জেনারেল” এবং “ইজারাদার/ইজারাদারগণ” শব্দাবলী যাহা পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা প্রথমটির ক্ষেত্রে তাহার উত্তরসূরী, স্বত্ব নিয়োগী এবং পরবর্তীগুলির ক্ষেত্রে তাহার/তাহাদের উত্তরাধিকারী, নির্বাহক, প্রশাসক, প্রতিনিধি এবং স্বত্ব নিয়োগীগণকে অন্তর্ভুক্ত করিবে, যদি না এই ব্যাখ্যা প্রসংগের সংগে অসংগতিপূর্ণ হয়।

উপরে বর্ণিত তফসিল।

ভূমির ঐ সকল খণ্ড এবং অংশ যাহাতে অবস্থিত এবং ক্যান্টনমেন্ট এর সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে সার্ভে নং এর অংশ হিসাবে রেকর্ডকৃত এবং নিম্নরূপে সীমানা আবদ্ধ :

- উত্তরে দ্বারা -
- দক্ষিণে দ্বারা -
- পূর্বে দ্বারা -
- পশ্চিমে দ্বারা -

যাহার সাক্ষ্যস্বরূপ পক্ষসমূহ ইহাতে উপরে প্রথমে লিখিত দিন এবং বৎসরে দস্তখত করিলেন।

দস্তখতকৃত

গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল এর পক্ষে

..... এর উপস্থিতিতে

সাক্ষ্য

দস্তখতকৃত উপরে বর্ণিত কর্তৃক

..... এর উপস্থিতিতে

সাক্ষ্য

টীকা /- ইজারা সম্পাদনের পূর্বে অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৩২। **কৃষি ভূমি। ইজারা-** (১) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর উপর ন্যস্ত কৃষি ভূমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া হইবে প্রিমিয়াম ব্যতিরেকে ইজারা এবং ইজারার অধীনে প্রদেয় খাজনা নিলামে স্থির করা হইবে।

(২) যেই মেয়াদের জন্য ইজারা নিলাম করা হইবে, উহা সাধারণত: এক বৎসরের জন্য হইবে, কিন্তু যদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার ইচ্ছা করেন, তবে উহা চার বৎসরের অনধিক মেয়াদের জন্য বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৩) যদি একটি স্থানের ইজারার প্রাক্কলিত বাজার মূল্য ১০,০০০/- টাকার অধিক না হয়, তবে উহার মেয়াদ কালেক্টার এর সম্মতিক্রমে ১০ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে এবং ইহাতে অফিসার-কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড অথবা এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(৪) যখন কোন স্থানের বাজার মূল্য ১০,০০০/- টাকার অধিক হয়, তখন উহার ইজারার মেয়াদ দশ বৎসর বা চার বৎসরের অধিক সময়ের জন্য বৃদ্ধি করিতে কালেক্টার এর সম্মতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

শর্ত থাকে যে, এই বিষয়ে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যেই কোন ক্যান্টনমেন্ট এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহাদের পূর্ব অনুমোদন বা তাহাদের দ্বারা এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত অন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, ইজারার মেয়াদ চার বৎসরের অধিক হইতে পারে এবং যেই ইজারার মেয়াদ চার বৎসরের অধিক হয়, উহার অধীনে প্রদেয় খাজনার পরিমাণ ইজারাদার এর সঙ্গে বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

(i) কালেক্টার এর ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞাত হইবার জন্য বিধি ২৪ এর টীকা (i) দ্রষ্টব্য।

(ii) ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯২৫ এর বিধি ১৩ এর দফা (১৯) এর শর্ত এর অধীনে এবং ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর বিধি ৩২ এর শর্ত অনুসারে নিম্নেবর্ণিত ক্যান্টনমেন্ট সমূহকে এইরূপ ক্যান্টনমেন্ট হিসাবে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, যেইগুলিতে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে ইজারার মেয়াদ চার বৎসর এর অধিক হইতে পারে এবং

ইজারার অধীনে প্রদেয় খাজনা, যাহার মেয়াদ চার বৎসরের অধিক উহা ইজারাদার এর সংগে বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাইতে পারে :-

জব্বলপুর ।
সৌগড় ।
পাঁচমারহি ।

ভূতপূর্ব সেনাবিভাগ পত্র নং- ৩২২৪৩/৯/এডি
তারিখ ১১ নভেম্বর, ১৯২৭ ।

নাসিরাবাদ ।

ভূতপূর্ব সেনাবিভাগ পত্র নং- ১২৩৬-এলসি/ডি-৪,
তারিখ ১০ এপ্রিল, ১৯৩৪ ।

কাম্পতি ।

(চার বৎসরের স্বল্প মেয়াদী ইজারা যাহা ১৬ বৎসর পর্যন্ত নবায়ন যোগ্য) ।

হায়দরাবাদ (সিঙ্ক) ।

ভূতপূর্ব সেনাবিভাগ পত্র নং ৩৪৫২-এলসি/এডি-৪, তারিখ ২৮ অক্টোবর,
১৯৩৫ ।

শাহজাহানপুর ।

প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং ৪৪৯৮-এলসি/ডি৪,
তারিখ ২৮ অক্টোবর, ১৯৩৫ ।

দিন্দী ।

৩৩। **কৃষি ভূমি ঃ হস্তান্তর পদ্ধতি**।- (১) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, চাম্বাবাদের মৌসুম শুরু হওয়ার প্রভূত সময় পূর্বে, সিডিউল ১২ তে নির্ধারিত ফরমে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন, যাহাতে হস্তান্তর যোগ্য ভূমির বিবরণ, যেই তারিখ, সময় এবং স্থানে এবং যেই সকল শর্তাবলীর অধীনে উহা হস্তান্তর করা হইবে, তাহা উল্লেখ করা হইবে; উহার জন্য একটি সংরক্ষিত মূল্য ও নির্ধারণ করা হইবে, যাহা পূর্বে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হইবে না এবং যাহা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জোতের জন্য বিধি ৮ এর অধীনে নির্ধারিত খাজনার নির্ধারিত মানের তালিকা অনুসারে প্রণয়ন করা হইবে এবং নির্ধারিত দিন এবং সময় ও স্থানে সর্বোচ্চ দরদাতাগণের ভূমির ইজারা নিলাম করা হইবে ।

শর্ত থাকে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ কারণে এবং অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড এর পূর্ব অনুমোদনক্রমে, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার নিলামের পরিবর্তে ইজারা বিক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করিতে পারেন ।

(২) নিলাম বা দরপত্রের ফলাফল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড এর নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠানো হইবে এবং যদি অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড অনুমোদন করেন, তবে ইজারা বিক্রয় যথাযথভাবে নিশ্চিতকরণ হইয়াছে বলিয়া গৃহীত হইবে ।

শর্ত থাকে যে, ইজারা বিক্রয় করা হইবে না যদি সংরক্ষিত মূল্য পাওয়া না যায় ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ কারণে, যাহা লিখিতভাবে রেকর্ড করা হইবে, অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড সংরক্ষিত মূল্য পাওয়া না গেলেও এক বৎসর অনধিক কালের জন্য ইজারা অনুমোদন করিতে পারেন ।

(i) কৃষি ভূমি নিলাম

একজিকিউটিভ অফিসারের জন্য মিলিটারী এস্টেটস অফিসার অফিসারের প্রতিনিধি হিসাবে বাস্তবে কৃষি ভূমির নিলাম সম্পন্ন করায় কোন বাধা নাই । ঐ নিলাম মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে হইতে হইবে । তবে এইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ, সময়, স্থান, শর্তাবলী এবং খাজনার রক্ষিত মূল্য মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে ।

৬০৫আর/ডি৪, তারিখ ১০ জুন, ১৯৩৯ ।

(ii) সর্বোচ্চ ডাক অপেক্ষা নিম্নতম ডাক গ্রহণ।

কৃষি ভূমি নিলামে সর্বোচ্চ ডাক অপেক্ষা নিম্নতর দরের ডাক গ্রহণের ইচ্ছামত ক্ষমতা অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ডের উপর ন্যস্ত করা যায় না, কারণ উহা এই বিধির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইবে। মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এবং তাহার প্রতিনিধি একজিকিউটিভ অফিসারকে যেই ভূমি নিলাম করা হইতেছে, উহার মূল্য সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে হইবে। নিলাম চলার যেই কোন পর্যায়ে, কোন দর ডাক গ্রহণ করা এবং নিলাম বন্ধ করার ক্ষমতা তাহার আছে, শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত মূল্য পৌছাইয়া থাকে এবং যদি তিনি জানেন যে নিলামের ডাক অনেক বেশী অগ্রসর হইতেছে।

৩৪০৬/১/এডি, তারিখ ১৪ এপ্রিল, ১৯২৭।

(iii) ব্যবহারসিদ্ধ অধিকার অর্জন প্রতিরোধকরণ।

কোন ব্যক্তি যাহাতে বৎসরের পর বৎসর একই ভূমি ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে উহার উপর ব্যবহারসিদ্ধ অধিকার অর্জন করিতে না পারেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, উহা নিশ্চিত করার জন্য স্বল্প মেয়াদী ইজারা প্রদান, নিলামের মাধ্যমে হস্তান্তর এবং ইজারার যেই শর্ত মতে ভূমির উপর স্থায়ী কোন দালান নির্মাণ করা যায়না, উহার সুদৃঢ় বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক।

(iv) কৃষি ইজারা দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয়।

কৃষি ভূমির ইজারা সাধারণত: নিলাম করিতে হইবে, দরপত্র শুধু ঐ ক্ষেত্রে আহ্বান করিতে হইবে, যদি ইহা জানা যায় যে, নিলামে ডাক নিতে রাখার জন্য কোন চক্র তৈরী হইতেছে।

কৃষি জমির কোন প্লট বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে ইজারা প্রদান এই বিধিসমূহের লঙ্ঘন হইবে। এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইবে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিধি ৩২ এর অধীনে বিশেষভাবে চিহ্নিত ক্যান্টনমেন্টসমূহের ভূমি, উদাহরণ স্বরূপ, যেই সকল ক্যান্টনমেন্টকে বিধি ৩২ এর টীকা (ii) এ উল্লেখ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩৬৫ আর/এডি, তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।

(v) কৃষি ভূমির খাজনা আদায়।

সিডিউল ১৪ তে বর্ণিত ইজারা ফরমের শর্তসমূহ অবশ্যই কড়াকড়িভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে। ইহা একটি আইনগত দায়িত্ব এবং ইহার অবহেলার ফলে খাজনার বকেয়া জমা হয় এবং রাষ্ট্রের এমন ক্ষতি হয় যাহা পরিহার করা সম্ভব। মিলিটারী এস্টেটস অফিসারগণকে খাজনা পরিশোধের সকল বকেয়া সম্পর্কে পনের দিনের মধ্যে উপ-পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস প্রশাসনকে জানাইতে হইবে। উপ-পরিচালক তৎপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন যে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গুণাগুণের ভিত্তিতে চুক্তি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হইবে কিনা বা ব্যক্তি বিশেষকে তাহার দায় পরিশোধের জন্য আরো সুযোগ প্রদান করা হইবে কি না।

৬৭৫৫এল/সিআইএল, তারিখ ৭ অক্টোবর, ১৯৪২।

১৭৭এ/এডি৪, তারিখ ২৪ আগস্ট, ১৯৩১।

(vi) কৃষি ইজারা বাতিলকরণ এবং বহিষ্কার ও খাজনা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করণ।

সিডিউল ১৪ তে বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে দুইটি দফা আছে, যাহাতে সরকারকে ভূমি পুনঃগ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে— ইহার একটি দফা II এর অধীনে, যাহাতে কোন কারণ দর্শাইতে হয় না এবং অন্যটি দফা IV এর অধীনে খাজনা পরিশোধ না করার জন্য। ভূমিতে অবস্থিত ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে, যদি প্রথমে বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু পরবর্তী ক্ষমতা প্রয়োগ করিলে তাহা করিতে হইবে না। অবশ্য পরবর্তী ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৪ ধারা অনুসারে প্রতিকার পাইতে পারেন। যদি ইজারা গ্রহীতা ভূমির দখল ছাড়িতে অস্বীকার করেন, তবে তাহাকে বহিষ্কারের জন্য মামলা দায়ের করা আবশ্যিক হইবে।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক খাজনা পরিশোধ না করার কারণে বহিষ্কারের জন্য বা বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করার পূর্বে ভারত সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। জরুরী বিষয়ের মোকাবেলা করার জন্য সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে মামলা দায়ের করিতে কোন আপত্তি থাকিবে না, যখন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং কোর্ট হইতে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া আবশ্যিক হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকারী আইনজ্ঞ এর সংগে আলোচনাক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সরকারের নিকট গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রেরণ করিতে হইবে।

তদানিন্তন সেনাবিভাগ পত্র নং ৪২৬-আর/এডি৪, তারিখ ১৫ জুন, ১৯৩১ মারফত ভারত সরকার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহকে তাহাদের ব্যবস্থাপনাধীন এবং ইজারা প্রদত্ত সকল কৃষি ভূমির বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে।

৮৪০ আর/এডি৪, তারিখ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩১।

৫৯১ আর/এডি৪, তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১।

৮৪১ আর/এডি৪, তারিখ ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩০।

৪২৬ আর/এডি৪, তারিখ ১৫ জুন, ১৯৩১।

৩৪। কৃষি ইজারার রেকর্ড।- (১) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার সিডিউল ১৩ তে নির্ধারিত ফরমে একটি ভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন, যাহা কৃষি ভূমি হস্তান্তরের চলমান রেকর্ড হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) এই রেজিস্টার মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর বরাদ্দ রেজিস্টার (কৃষি ভূমি) হিসাবে পরিচিত হইবে।

(৩) এই রেজিস্টারের প্রয়োজনে কৃষি ভূমিকে সুবিধাজনক আকারের ব্লকে বিভক্ত করা হইবে, যাহাতে পাঁচ বা ছয় এর অধিক ভিন্ন ভিন্ন জোত অন্তর্ভুক্ত হইবে না; প্রত্যেক ব্লকের ভূমির জন্য রেজিস্টারের একটি পৃথক পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকিবে এবং উল্টা পৃষ্ঠায় সার্ভে ম্যাপ হইতে নকল করা ব্লকের একটি নকশা অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

৩৫। কৃষি ইজারা সম্পাদন।- (১) কৃষি ভূমির ইজারা গৃহীতগণ সিডিউল ১৪ তে নির্ধারিত ফরমে ইজারা সম্পাদন করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পিত কর্মকর্তা কর্তৃক উহার পক্ষে ইজারা সম্পাদন করিবেন, এবং ইজারার একটি প্রতিলিপি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর অফিসে রক্ষিত হইবে।

(৩) প্রতিলিপি সিডিউল ১৬ তে নির্ধারিত ফরমে একটি এনভেলাপে সংরক্ষিত হইবে।

৩৬। কৃষি ভূমি বরাদ্দের রেকর্ড।- কার্যক্রম গ্রহণের পর মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, এই বিষয়ে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর বরাদ্দ রেজিস্টার (কৃষি ভূমি), মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ভূমি রাজস্ব রেজিস্টার এবং সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্ত করিবেন;

শর্ত থাকে যে, চার বৎসরের অনধিক মেয়াদের কৃষি ভূমির ইজারা সম্পর্কে সাধারণ ভূমি রেজিস্টারের কলাম ১ এ কোন অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন হইবে না।

৩৭। বিবিধ প্রয়োজনে ইজারা।- (১) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, স্টেশন এর কমান্ডিং অফিসার এর সম্মতিক্রমে খ(৪) শ্রেণীর ভূমি এই বিধিমালার আওতায় পড়েনা, এমন যেই কোন উদ্দেশ্যে ইজারা বরাদ্দ করিতে পারেনঃ

শর্ত থাকে যে, এইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভূমি ইজারার শর্তাবলী এবং ইজারার ফরম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বা এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত যেই কোন কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এই বিধির অধীনে কোন স্থান বরাদ্দের দরখাস্ত সিডিউল ১৫ তে নির্ধারিত ছাপানো ফরমে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক দরখাস্তে প্রয়োজনীয় ভূমির অবস্থান এবং ঠিক কি উদ্দেশ্যে উহা প্রয়োজন তাহা বর্ণনা করিতে হইবে এবং উহার সংগে দরখাস্তকারীর নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত বর্ণিত ভূমির একটি নকশা সংযোজন করিতে হইবে।

(৪) যদি দরখাস্ত অনুমোদিত হয়, তখন সকল অন্তর্ভুক্তি সমাপ্তির পর উহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক সংরক্ষিত একটি খোলা পাতার রেজিস্টারে নথিভুক্ত করিতে হইবে, যাহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর বরাদ্দ রেজিস্টার (বিবিধ স্থান) হিসাবে পরিচিত হইবে। প্রতিলিপি ইজারা এনভেলাপে সংরক্ষিত হইবে।

(৫) যদি দরখাস্ত অনুমোদন করা না হয়, তাহা হইলে দরখাস্ত ফরমে ঐ মর্মে একটি অন্তর্ভুক্তি করিতে হইবে এবং ফরমটি উপ-বিধি (৪) এ নির্ধারিত রূপে নথিভুক্ত করিতে হইবে।

(i) বিধি ৩৭ এর প্রয়োগ।

এই বিধি এমন ভূমি ইজারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যাহা সঠিকভাবে “দালান” বা “কৃষি” ভূমি হিসাবে বর্ণনা করা যায় না।

ইহা প্রধানত: বিনোদনের স্থান, গল্ফ মাঠ এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠ ইত্যাদি ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ইঙ্গিত এবং ইহা কয়েক বৎসরের জন্য ভূমি ইজারার উদ্দেশ্যে ও ব্যবহৃত হইতে পারে, যেই সকল ক্ষেত্রে অন্য প্রকারে লাইসেন্স প্রদানের বিধিমালা প্রযোজ্য, উদাহরণ স্বরূপ, ভূমির একটি প্লট যাহা কাঠ গুদামজাত করার জন্য বা কুমারদের জন্য প্রয়োজন ইত্যাদি।

৭৫৭-এল/ডি৪, তারিখ ৯ মার্চ, ১৯৩৮।

(ii) বিধি ৩৭ এর অধীনে ইজারা অনুমোদনের ক্ষমতা অর্পণ।

প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং- ৪০০-আর/ডি৪, তারিখ ৬ জুন, ১৯৩৯ মারফত কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ কমান্ডসমূহের অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফগণ এবং কমান্ডার, পশ্চিম (স্বাধীন), জেলা [বিধি ২ এর টীকা (II) দ্রষ্টব্য)] কে বিধি ৩৭ এর অধীনে অনধিক পাঁচ বৎসরের জন্য ইজারা অনুমোদন কল্পে “অন্য কর্তৃপক্ষ” হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিয়াছেন।

(iii) বিধি ৩৭ এর অধীনে ইজারার ফরম।

এই বিধির অধীনে ভূমি ইজারার জন্য কোন ইজারা ফরম নির্ধারণ করা হয় নাই। সিডিউল ১৪ তে নির্ধারিত ফরম প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের প্রয়োজন অনুসারে অভিযোজন করা উচিত হইবে।

৭৫৭-এল/ডি৪, তারিখ ৯ মার্চ, ১৯৩৮।

৩৮। বিবিধ প্রয়োজনে ইজারার মাধ্যমে স্থান হস্তান্তর।- বিধি ৩৭ এর অধীনে কোন স্থান বরাদ্দের আবেদন বিধি ২০ হইতে ২৪ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পন্ন করা হইবে, কিন্তু অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিতরূপে রেকর্ডকৃত বিশেষ কারণে উহা বিধি ২৬ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পন্ন করা হইবে।

(গ) বিবিধ প্রয়োজনে একটি ইজারার নিলাম অবশ্যই মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন হইতে হইবে।

৬০৫-আর/ডি৪, তারিখ ১০ জুন, ১৯৩৯।

৩৯। লাইসেন্সের অধীনে ভূমির অস্থায়ী দখল।- (১) উপরে বর্ণিত বিধিসমূহের বিধানাবলীতে যাহাই থাকুক না কেন, কিন্তু বিধি ১৪ এর বিধানসমূহের আওতায় মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এক বৎসর এর অনধিক সময়ের জন্য সিডিউল ১৭ তে নির্ধারিত ফরমে, যেই কোন ক(২) বা খ(৪) শ্রেণীর ভূমি, যাহা তাহার ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত আছে, উহার সাময়িক ব্যবহার বা দখলের জন্য লাইসেন্স প্রদান করিতে পারেন।

(২) এইরূপ লাইসেন্সের জন্য আরোপযোগ্য ফি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার সিডিউল ১৮ তে নির্ধারিত ফরমে একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন, যাহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর বরাদ্দ রেজিস্টার (অস্থায়ী লাইসেন্স) হিসাবে অভিহিত হইবে, যাহাতে এইরূপ লাইসেন্স বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু এইরূপ লাইসেন্স বরাদ্দ অন্য কোন রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন হইবে না।

(i) এই বিধির অধীনে বাজারে বারান্দা বা চবুতরা নির্মাণের জন্য বা দালানের ন্যায় কোন কিছু নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভূমি দখলের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না; এইগুলিকে কঠোরভাবে শুধু কোন ড্রাম্যান সার্কারসের দ্বারা ভূমি ব্যবহার, অস্থায়ীভাবে কাঠ মজুদ করা, দালান নির্মাণের সামগ্রী মজুদ করা বা ঐ ধরনের প্রয়োজনের মধ্যে সীমিত রাখিতে হইবে।

স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে বাৎসরিক নবায়নযোগ্য কোন চুক্তির ন্যায় কোন কিছু করা সম্পূর্ণরূপে এই বিধিমালার অধীনে নিষিদ্ধ।

(ii) যেই কোন উদ্দেশ্যে ক(২) বা খ(৪) শ্রেণীর ভূমি ব্যবহার বা দখলের জন্য অস্থায়ী লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক আবেদনকৃত ভূমির কোনরূপ পৌর ব্যবহার বা দখলের জন্য আপত্তি আছে কি না সেই মর্মে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সংগে আলোচনা করা উচিত। অগ্রীম ফি পরিশোধকে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহ লাইসেন্স প্রদানের অন্যতম শর্ত হিসাবে আরোপ করিবেন এবং উহা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪৫৩-২/ডি৪, তারিখ ১০ ডিসেম্বর, ১৯৩৭।

(iii) সিডিউল ১৮ এর অধীনে একটি লাইসেন্স তিন কপিতে তৈরী করা হইবে, মূল কপি দরখাস্তকারীকে প্রদান করা হইবে; দ্বিতীয় কপি ক্যান্টনমেন্টে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের প্রতিনিধিকে প্রদান করা হইবে এবং উহা যেই সময়ের জন্য প্রদান করা হইয়াছে উহার শেষে তিনি মিলিটারী এস্টেটস অফিসারকে তাহা ফেরৎ দিবেন এবং উহার সংগে একটি রিপোর্টও দিবেন যে, ভূমি খালি করা হইয়াছে কি হয় নাই; তৃতীয় কপি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক রাখা হইবে এবং উহা হইতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর বরাদ্দ রেজিস্টার (অস্থায়ী লাইসেন্স) এ একটি অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(iv) বিধি ৩৯ এর অধীনে যেই সকল লাইসেন্স প্রদান করা হইবে, সেইগুলি কোন নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে ভূমি দখলের জন্য এবং ঐ গুলির বিনিময় মূল্য মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। সুতরাং এই সকল লাইসেন্স সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৫ ধারার আওতায় আসে এবং এইগুলিতে ইজারা হিসাবে স্ট্যাম্প লাগানো উচিত।

৭২এম/এডি৪, তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১।

(v) খনি হইতে মালামাল অপসারণ। মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসের ঠিকাদারগণ কর্তৃক সামরিক প্রয়োজনে তাহার ব্যবস্থাপনাবীন খ(৪) শ্রেণীর ভূমি হইতে মালামাল অপসারণের জন্য কোনরূপ শুল্ক আরোপ করিতে পারিবেন না।

৩০০আর/ডি৪, তারিখ ১৩ এপ্রিল, ১৯৩৮।

(vi) পাহাড়ী এলাকার ক্যান্টনমেন্টসমূহে ঘরবাড়ীর সংরক্ষণ দেওয়ালসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ। কোন প্রস্তাবিত দালানের জন্য সংরক্ষণ দেওয়াল নির্মাণ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে, ঐ উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত অতিরিক্ত ভূমি বরাদ্দ করাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিধি ৬ এর টীকা (iii)(খ) তে প্রদত্ত ফরমে একটি চুক্তি সম্পাদন করা উচিত।

২৯৭১-এলসি/ডি৪, তারিখ ১১ আগস্ট, ১৯৩৭।

৪০। ভূমির অস্থায়ী দখলের জন্য লাইসেন্স প্রদানের অধিকার হস্তান্তর – বিধি ৩৯ এ যাহাই থাকুক না কেন, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড এর পূর্ব অনুমোদন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি যেই শর্তাবলী অনুমোদন করিবেন, উহা সাপেক্ষে,

বোর্ডের সংগে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারেন, যাহার মাধ্যমে বোর্ডের নিকট ভূমি চারণের অধিকার হস্তান্তর বা যেই সকল এলাকা মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের ব্যবস্থাপনাধীন ঐ সকল এলাকায় বিধি ৩৯ এ নির্ধারিত রূপে বিশেষ উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রদানের অধিকার হস্তান্তর করা যায়।

(i) সাধারণত: মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর পক্ষে গবাদি পশু চরণোর পাশ ইস্যু করা বা গবাদি বাঁধার জন্য লাইসেন্স ইস্যু করা এবং ঐ ধরনের উদ্দেশ্যে নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত নয়। চারণ ভূমির এলাকাসমূহ সাধারণত: পৃথকভাবে সীমানা চিহ্নিত করিয়া রাখা উচিত এবং চরণোর অধিকার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের নিকট বিক্রয় করা উচিত, যাহার জন্য ঐ সকল ভূমি হইতে মোট আয় এর এক তৃতীয়াংশ প্রদেয় হইবে। তবে জেনারেল অফিসার, কমান্ডিং-ইন-চীফ যদি এবং যখন প্রয়োজন হয়, প্রদেয় অর্থের পরিমাণ পরিবর্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বেচ্ছায় প্রয়োগ করিতে পারেন।

একইভাবে, গবাদি পশু বাঁধা ও অন্যান্য একই ধরনের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রদানের অধিকার চুক্তির মাধ্যমে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের নিকট হস্তান্তর করা যাইতে পারে। যেই সকল ক্ষেত্রে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার গোচারণের বিষয়টি অতিরিক্ত জনবল বা অতিরিক্ত ব্যয় ব্যতীত ব্যবস্থাপনা করিতে অক্ষম, সেই সকল ক্ষেত্রে এই অধিকার বোর্ডসমূহকে ইজারা প্রদান করা উচিত এবং উহার জন্য অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড শর্তাবলী নির্ধারণ করিবেন।

১৯০-বি/ডি৪, তারিখ ১৭ জুন, ১৯৩৮।

বোর্ডের সংগে চরণোর অধিকার হস্তান্তরের চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার সময় মিলিটারী এস্টেটস অফিসার তাহার ব্যবস্থাপনাধীন সকল এলাকার চরণোর অধিকার হস্তান্তর করিতে বাধ্য নহেন। নির্দিষ্ট এলাকাসমূহ পূর্ণ হারে লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে তাহার স্বাধীনতা আছে, যেমন সামরিক দুক্ক খামারের ঠিকাদারদের ক্ষেত্রে।

(ii) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ব্যবস্থাপনাধীন “খ” শ্রেণীর ভূমির ক্ষেত্রে চরণোর অধিকার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহকে ইজারা প্রদানের চুক্তির ক্ষেত্রে বোর্ডসমূহ যাহাতে সংশ্লিষ্ট ভূমির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালন করে সেই জন্য শর্ত রাখিতে হইবে।

যেই ক্ষেত্রে “খ” শ্রেণীর ভূমি চরণোর চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে এবং যাহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পৃথক জনবল প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের শর্তে বোর্ডের সংগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালনের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা উচিত, যদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক পৃথক জনবল নিয়োগ অপেক্ষা এইরূপ ব্যবস্থা সরকারের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয়।

১০৯বি/ডি৪, তারিখ ৩০ মার্চ, ১৯৩৮।

(iii) বোর্ড বা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক চরণোর কোন চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে ইহা সযত্নে নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, ঠিকাদার চুক্তিমত অর্থ পরিশোধে সমর্থ কি না এবং তিনি চুক্তিমত তাহার উপর অপিত দায়িত্বসমূহ প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবেন কি না।

৪৭৫এ/১/ডি৪, তারিখ ৩ জানুয়ারি, ১৯৩৬।

৪১। ইজারায় বিশেষ শর্তসমূহ।- কেন্দ্রীয় সরকার ইজারার যেই কোন শর্তে কোনরূপ পরিবর্তন অনুমোদন করিতে পারেন।

(i) যদি স্টেশন কমান্ডার এইরূপ মত পোষণ করেন যে, কোন ইজারায় বিশেষ শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে তাহার সুপারিশ, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করা উচিত হইবে।

(ii) গণস্বার্থে স্থায়ী ইজারা যাহাতে কোন খাজনার পরিবর্তে শুধু প্রিমিয়াম আরোপ করা হয়।
এইরূপ ক্ষেত্রে ইজারা ফরম এর জন্য বিধি ৩১ এর টীকা (iv) দ্রষ্টব্য।

(iii) রেজিমেন্টাল প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য সামরিক ঠিকাদারদের ইজারা প্রদান।

সেনাবাহিনীর ঠিকাদারগণকে রেজিমেন্টাল প্রয়োজনে ক(২) শ্রেণীর ভূমিতে কোন স্থান ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে নিচে বর্ণিত শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

- (ক) ইজারা পাঁচ বৎসর মেয়াদী বা যেই পর্যন্ত ইজারা গ্রহণকারীর সংগে ঐ স্টেশনের রেজিমেন্ট কর্তৃপক্ষের চুক্তি বাতিল না হয়, ইহার মধ্যে যেইটি স্বল্পতর, উহার জন্য হইবে অথবা পাঁচ বৎসরের জন্য হইয়া উহাতে ঐ ক্ষেত্রে বাতিলের শর্ত থাকিবে। তাহা হইলে ইজারা গ্রহীতা দালানসমূহ অপসারণ না করিয়া ঐ গুলি নতুন ঠিকাদারের নিকট হস্তান্তর করিতে পারে। ইজারা বাতিলের এক মাসের মধ্যে দালানসমূহ অপসারণের অধিকার ইজারা গ্রহীতার নিকট থাকিবে যদি না ঐ সময়ের মধ্যে সরকার একটি মূল্য নির্ধারণ করিয়া ঐ গুলি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন। যদি সরকার দালানসমূহ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হন এবং যদি বর্ণিত এক মাসের মধ্যে সরকার অন্য কোন ঠিকাদার এর সংগে ঐ স্থানের জন্য নতুন ইজারা সম্পাদন করেন।
- (খ) যদি সরকার দালানসমূহ ক্রয় না করেন এবং ইজারা গ্রহীতা ঐ গুলি নতুন কোন ঠিকাদার, যদি থাকে, এর নিকট ইজারা বাতিলের এক মাসের মধ্যে হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হয় অথবা ঐ সময়ের মধ্যে ঐ গুলি অপসারণ না করে, যাহা উপরের দফা (ক) তে উল্লেখ আছে, সেই ক্ষেত্রে দালানসমূহের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল দাবী নাকচ হইয়া যাইবে, যাহা কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতীতই সরকারের সম্পত্তি হইয়া যাইবে।

যদি ঐ স্থানটি পুনরায় ইজারা প্রদান করিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে বিষয়টি পারস্পরিক সম্মতিতে নিষ্পত্তি করার জন্য ঠিকাদারদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে দালানের মূল্য নির্ধারণ এবং নতুন ইজারা সম্পাদনের বিষয়টি স্থগিত থাকিবে, যেই পর্যন্ত তাহারা এই সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছে বা যেই পর্যন্ত নির্ধারিত একমাস সময় অতিবাহিত না হয়।

কোন অবস্থাতেই ভূমি খাজনা বিহীনভাবে ইজারা প্রদান করা হইবে না। অবশ্য, অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড, তাহার নিজ ক্ষমতার আওতায় নামমাত্র খাজনা ধার্য করিতে পারেন, যদি কোন ক্ষেত্রে তিনি বিবেচনা করেন যে, এই ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান করা প্রয়োজন এবং উহার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যাইবে।

৩৬২৫ এলসি/ডি৪, তারিখ ৯ নভেম্বর, ১৯৩৫।

(iv) সেনাবাহিনীর ঠিকাদারগণকে স্টেশন এবং রেজিমেন্টাল দুগ্ধ খামারের জন্য ইজারা।

কোন ঠিকাদারকে “খ” শ্রেণীর ভূমির উপর স্টেশন বা রেজিমেন্টাল দুগ্ধ খামারের জন্য ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে নিচেরবর্ণিত শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

- (ক) ইজারা দশ বৎসরের অনধিক সীমিত মেয়াদের জন্য হইবে। বৃটিশ সেনা ইউনিট এর ক্ষেত্রে, ঐ সময়ের পর, যদি সেনাবাহিনীর খামার বিভাগ কোন সরকারী দুগ্ধ খামার বা ডিপো স্থাপন করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ ইজারা পাঁচ বৎসরের জন্য বর্ধিত করা যাইতে পারে। ভারতীয় ইউনিট সমূহের ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতার ইচ্ছাক্রমে ইজারা পাঁচ বৎসরের সময় অন্তর সর্বমোট পাঁচিশ বৎসর পর্যন্ত নবায়ন করা যাইতে পারে।
- (খ) যদি ইজারার যেই কোন মেয়াদ অন্তে সামরিক খামার বিভাগ কোন সরকারী দুগ্ধ খামার বা ডিপো স্থাপন করে, তবে আর কোন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইবে না।
- (গ) যদি ইজারা গ্রহীতার সংগে সামরিক কর্তৃপক্ষের চুক্তি যেই কোন কারণে পূর্বেই বাতিল হয়, সেই ক্ষেত্রে ইজারা স্বতঃপ্রবৃত্তরূপে বাতিল হইয়া যাইবে।
- (ঘ) ইজারা বাতিলের এক মাসের মধ্যে দালানসমূহ অপসারণের অধিকার ইজারা গ্রহীতার নিকট থাকিবে, যদি না ঐ সময়ের মধ্যে সরকার একটি মূল্য নির্ধারণ করিয়া ঐ গুলি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন। যদি সরকার দালানসমূহ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হন এবং যদি বর্ণিত এক মাসের মধ্যে সরকার অন্য কোন ঠিকাদার এর সংগে ঐ স্থানের জন্য নতুন ইজারা সম্পাদন করেন,

তাহা হইলে ইজারা গ্রহীতা দালানসমূহ অপসারণ না করিয়া ঐগুলি নতুন ঠিকাদার এর নিকট হস্তান্তর করিতে পারেন।

- (ঙ) যদি সরকার দালানসমূহ ক্রয় না করেন এবং ইজারা গ্রহীতা ঐগুলি নতুন কোন ঠিকাদার, যদি থাকে, এর নিকট ইজারা বাতিলের এক মাসের মধ্যে হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন অথবা ঐ সময়ের মধ্যে ঐগুলি অপসারণ না করেন, যাহা উপরের দফা (ক) তে উল্লেখ আছে, তাহা হইলে দালানসমূহের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল দাবী বাতিল হইবে, যেইগুলি কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতীত সরকারের সম্পত্তিতে পরিণত হইবে।

বিষয়টি পারস্পরিক সম্মতিতে নিষ্পত্তি করার জন্য ঠিকাদারদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে দালানের মূল্য নির্ধারণ এবং নতুন ইজারা সম্পাদনের বিষয়টি স্থগিত থাকিবে, যেই পর্যন্ত তাহারা এই সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছে বা যেই পর্যন্ত নির্ধারিত একমাস সময় অতিবাহিত না হয়, ইহার মধ্যে যেইটি অগ্রে হয়।

৪০৩২ এলসি/ডি৪, তারিখ ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৬।

(V) পেট্রোল পাম্প এবং পেট্রোল জাতীয় স্থাপনার জন্য ইজারা।

যখন সিডিউল ৮ এ পেট্রোল জাতীয় স্থাপনার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা সম্পাদন করা হয়, তখন ইজারার যেই শর্ত অনুসারে ইজারার মেয়াদ শেষে বা ইজারা বাতিল হওয়ার সংগে সংগে ইজারার স্থানে অবস্থিত দালান সমূহ সরকারের সম্পত্তিতে পরিণত হয়, উহা শিথিল করা যাইবে না। সিডিউল ৯ এ পেট্রোল পাম্পের জন্য স্বল্প মেয়াদের জন্য সম্পাদিত ইজারার ক্ষেত্রে ইজারার শর্ত ১(৭) এ নিরূপ পরিবর্তন করিতে হইবে :- “নির্ধারিত মেয়াদ অন্তে বা ঐ মেয়াদ বাতিলের সংগে সংগে, উহা ইজারাদাতার নিকট এইরূপ সঠিক এবং যথাযথ মেরামতকৃত অবস্থায় ফেরৎ প্রদান” শব্দসমূহের পরিবর্তে “ইজারা বাতিলের পর, যদি ইজারা গ্রহীতাকে ঐ স্থানের জন্য নতুন ইজারা বরাদ্দ না করা হয়, তাহা হইলে পাম্প এবং অন্যান্য নির্মিত স্থাপনাসমূহ অপসারণ করা হইবে এবং ইজারা বাতিলের এক মাসের মধ্যে ইজারাদাতার সম্ভ্রষ্ট মতে সকল গর্তসমূহ ভরাট করা হইবে” শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৫৯৫এল/ডি৪, ১৫ মে, ১৯৪২।

৬২০আর/ডি৪, তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৬।

(vi) সামরিক বাহিনীর সিনেমার জন্য ভূমি ইজারা।

কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল এর পত্র নং- ৫১১৩৯/কিউ-৩, তারিখ ৮ আগস্ট, ১৯৪০, যাহা কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল এর পত্র নং ৫১১৩৯/কিউ৩খ, তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ মারফত সংশোধিত হইয়াছে, উহাতে বৃটিশ সেনাদের সিনেমার বিধিসমূহ নির্দেশিত আছে।

এই বিধিসমূহ নির্দেশ করে যে, জেলা/স্বাধীন এলাকার কমান্ডার এর অনুমোদন ব্যতীত কোন সামরিক সিনেমা হল স্থাপন করা হইবে না এবং কোন ব্যতিক্রমধর্মী জরুরী কারণ ব্যতীত কোন একটি স্টেশনে একাধিক সিনেমা স্থাপন করা হইবে না। নতুন সিনেমার জন্য চুক্তি করার এবং বর্তমান সিনেমা নবায়নের অনুমোদন করার ক্ষমতা জেলা/স্বাধীন এলাকার কমান্ডারদের রহিয়াছে, তবে শর্ত থাকে যে, এই বিষয়ে উপরে বর্ণিত কিউএমজি এর পত্রের সংযোজনী ১ এ বর্ণিত স্ট্যান্ডার্ড চুক্তি ফরমে কোন ব্যতিক্রম করা হইবে না।

যদি চুক্তিতে ঠিকাদার কর্তৃক নিজে সিনেমা নির্মাণের জন্য ভূমি ইজারা প্রদানের বিষয় থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ভূমি খ(৪) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে, যদি ইজারা বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে যেই কোন মেয়াদের জন্য বরাদ্দ করিতে হয়, যাহা বিধি ২৬ এর মাধ্যমে নিষ্পন্ন হইবে এবং যদি ভূমি ক(২) শ্রেণীভুক্ত বা ক(১) হইতে ক(২) তে স্থানান্তর যোগ্য হয় এবং ইজারার মেয়াদ পাঁচ বৎসরের অধিক হয়, তাহা হইলে বিধি ১৪(৪) এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৭৪৭৯/ডি৪, তারিখ ১৯ জুলাই, ১৯৪১।

ভূমির ইজারা নিম্নবর্ণিত ফরমে সম্পাদিত হইবে :-

বৃটিশ সেনাদের জন্য সামরিক সিনেমার উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা

এই চুক্তি সনের তারিখে গভর্নর জেনারেল ইন-কাউন্সিল (এতদপরবর্তীতে ইজারাদাতা রূপে অভিহিত) প্রথম পক্ষ এবং স্থানের এর (এতদপরবর্তীতে ইজারা গ্রহীতারূপে অভিহিত) অন্য পক্ষ **এর মধ্যে** সম্পাদিত হইল। **যেইহেতু** ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ২৮০ ধারার আওতায় প্রণীত বিধিমালা অনুসারে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার সার্কেল (এতদপরবর্তীতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার হিসাবে অভিহিত) এর নিশ্চিতকরণ ক্রমে ইজারাদাতার পক্ষে এতদপরবর্তীতে বর্ণিত ভূমির প্লট ইজারা গ্রহীতা/ ইজারা গ্রহীতাগণকে এতদপরবর্তীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেইহেতু **এখন এই চুক্তিনামা এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে**, যাহার আর্থিক বিবেচনা হিসাবে এতদপরবর্তীতে বর্ণিত খাজনা সংরক্ষিত হইয়াছে এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের পক্ষ হইতে এতদপরবর্তীতে সংযোজিত শর্তসমূহ রহিয়াছে, সেই প্রেক্ষিতে ইজারাদাতা ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণকে ঐ সম্পূর্ণ ভূমির প্লট হস্তান্তর করিলেন, যাহার পরিমাণ, যাহা এলাকায় ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত, যেই বর্ণিত ভূমির প্লট আরো সুনির্দিষ্টভাবে এতদপরবর্তীতে লিখিত সিডিউলে বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহার সীমানা এতদসংযুক্ত নকশায় পৃথকভাবে দেখানো আছে এবং যাহা রঙ এ রঙ করা আছে, উহা সংশ্লিষ্ট ভূমির সকল অধিকার, সুবিধাদি এবং সকল প্রকার আনুষঙ্গিক বস্তু, যাহা উহার অন্তর্গত বা সংলগ্ন, **তাহাসহ** হস্তান্তর করা হইল। ইহার মধ্যে **ব্যতিক্রম** এবং ইজারাদাতার নিকট **সংরক্ষিত** থাকিবে সকল খনি, খনিজ পদার্থ, ঐ স্থানের সকল বস্তু, বালু এবং কাঁচা বা এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমির নীচের সকল পদার্থ। এই সকল বস্তুর উপর ইজারাদাতার সদাসর্বদা সম্পূর্ণ অধিকার এবং স্বাধীনতা সংরক্ষিত থাকিবে, যাহাতে ইজারাদাতা সকল কাজ বা বিষয় নিষ্পন্ন করিতে পারেন, যাহা খোদাই করা কোন কাজ করা, কোন কিছু পাওয়া, অনুসন্ধান করা বা অপসারণ করার জন্য প্রয়োজন হয়, বা সুবিধাজনক হয় এবং যাহাতে ইজারাদাতা উহা ভোগ করিতে সক্ষম হন, ইহাতে যদি ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে তাহারা সকল ক্ষতির জন্য যুক্তিযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইবেন, ইজারাদাতা সকল কাঠ, ফলবান বৃক্ষ ও অন্যান্য বৃক্ষ (কিন্তু ফল বা পাতা বা বৃক্ষের পতিত শাখা বা কতিত শাখা যাহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর লিখিত অনুমতি ক্রমে কর্তন করা হইয়াছে উহা ব্যতীত) বিষয়েও পূর্ণ স্বত্ববান থাকিবেন এবং ঐ স্থানে তাহার প্রবেশাধিকার থাকিবে, তাহারা ঐ গুলিকে চিহ্নিত করা, কাটা এবং বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। এতদ্বারা ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণকে হস্তান্তরিত ভূমি হইতে পর্যন্ত বৎসর মেয়াদের জন্য (যাহা এতদপরবর্তীতে বর্ণিত উপায়ে বাতিলযোগ্য) ইজারা প্রদান করা হইল। ইহার বাৎসরিক খাজনা টাকা, যাহা সকল প্রকার কর্তনমুক্ত এবং যাহা সমপরিমাণ আধা বার্ষিক কিস্তিতে প্রত্যেক বৎসরের তারিখে এবং তারিখে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের অফিস বা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এই উদ্দেশ্যে সময় সময় যেই স্থান নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থানে পরিশোধযোগ্য। ইহার প্রথম কিস্তি সনের মাসের দিনে প্রদেয়।

I. এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ এতদ্বারা ইজারাদাতার সংগে নিরূপ চুক্তিবদ্ধ হইলেন :-

- (১) ইজারাদাতাকে এতদ্বারা বরাদ্দকৃত মেয়াদে বার্ষিক খাজনা, যাহা এতদ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে, উহা এতদপূর্ববর্তীতে নির্ধারিত দিনে এবং পদ্ধতিতে পরিশোধ করিবেন।
- (২) বর্ণিত মেয়াদে সময়ে সময়ে এবং সকল সময়ে সকল কর, ট্যাক্স, ধার্যকৃত অর্থ এবং প্রত্যেক বর্ণনার মূল্যায়নকৃত পরিশোধযোগ্য অর্থ, যাহা বর্তমানে বলবৎ আছে বা বর্ণিত মেয়াদের এতদপরবর্তী যেই কোন সময়ে এতদ্বারা হস্তান্তরিত স্থানের উপর বা উহার উপর নির্মিত দালান সমূহের উপর বা ভূমির মালিক বা উহার কোন ভাড়াটিয়ার উপর আরোপিত, ধার্যকৃত বা মূল্যায়নকৃত হইতে পারে, তাহা পরিশোধ করিবেন এবং উহা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করিবেন।
- (৩) এতদ্বারা হস্তান্তরিত স্থানের উপর বর্তমানে অবস্থিত বা পরবর্তী যেই কোন সময়ে জন্মানো কোন বৃক্ষ বা অন্য বৃক্ষাদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর পূর্বে লিখিত অনুমোদন ব্যতীত কর্তন করিবেন না, পরন্তু উহা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

- (৪) এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমিতে কোনরূপ খনন না করা বা ঐ ভূমি হইতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের লিখিত সম্মতি ব্যতীত এবং তাহার দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী প্রতিপালন না করিয়া, যেই কোন রূপ খনিজ পদার্থ, বালু বা কাদা অপসারণ না করা।
- (৫) এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী বর্ষপঞ্জি মাসের মধ্যে তাহার/তাহাদের নিজ খরচে এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমিতে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বর্হিবাটি, পয়: সংযোগ, নর্দমা এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ক্যান্টনমেন্টস আইনের বিধান অনুসারে লিখিতভাবে অনুমোদিত নকশা অনুসারে ব্যবহারের উপযোগী একটি সিনেমা নির্মাণ করা এবং অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড এর লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমির কোন অংশে সিনেমা ব্যতীত অন্য কোনরূপ দালাল নির্মাণ না করা বা করিতে না দেওয়া।
- (৬) বর্ণিত ইজারার মেয়াদের সকল সময়ে সিনেমা এবং উহার প্রাপ্তগাদি সঠিকভাবে এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে রাখা এবং পূর্বে উল্লেখিত অনুমোদন ব্যতীত বর্ণিত সিনেমার নকশা বা অংশ বিশেষে কোনরূপ পরিবর্তন না করা বা উহাকে সিনেমা ব্যতীত অন্যকোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা বা করিতে না দেওয়া।
- (৭) বর্ণিত মেয়াদ অন্তে ইজারাদাতা কর্তৃক ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের নিকট হইতে সিনেমার দালালসমূহ ক্রয় করিয়া লইবার অধিকার থাকিবে, উহার জন্য ক্যান্টনমেন্টের গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা মূল্যায়নকৃত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে, অন্যথায় ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের পক্ষে ঐ গুলি নবাগত ঠিকাদার, যদি থাকে, এর নিকট বিক্রয় করিবার অধিকার থাকিবে, উহা না হইলে তিনি ইজারা সমাপ্তির এক মাসের মধ্যে দালালসমূহ অপসারণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।
- (৮) যদি ইজারাদাতা বর্ণিত সিনেমার দালালসমূহ ক্রয় না করেন, অথবা ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ উহা নবাগত ঠিকাদার, যদি থাকে, এর নিকট বিক্রয় করিতে না পারেন বা যদি তিনি/তাহারা দালালসমূহ বর্ণিত মেয়াদ শেষের এক মাসের মধ্যে অপসারণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ উহা শান্তিপূর্ণভাবে সঠিক ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণকৃত অবস্থায়, ইজারা দাতার নিকট হস্তান্তর করিবেন এবং এই দালালসমূহের উপর ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের সকল দাবী বাতিল হইয়া যাইবে, যাহা ইজারাদাতার ব্যবহারে থাকিবে এবং তাহার উপর ন্যস্ত হইবে এবং ইজারাগ্রহীতা/গ্রহীতাগণ কোনরূপ ক্ষতিপূরণেরই দাবীদার হইবেন না।
- (৯) হস্তান্তরিত প্রাপ্তগাদিকে ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ এবং স্টেশন কমান্ডার এর মধ্যে এতদসংযুক্ত ফরমে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে একটি সিনেমা হিসাবে পরিচালনা করা।

II. সর্বদা শর্ত থাকে যে, এবং পূর্বে যাহাই বিবৃত হউক না কেন, যদি এতদ্বারা সংরক্ষিত খাজনার কোন অংশ বকেয়া হয় বা যদি যেই দিবসে উহা প্রদেয় হয়, উহা হইতে এক মাসের মধ্যে পরিশোধিত না হয়, উহা দাবী করা হউক বা না হউক, বা যদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর মত অনুসারে ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ দ্বারা বা তাহার/তাহাদের সংগে সংশ্লিষ্ট বা তাহার/তাহাদের অধীনস্থ কাহারো দ্বারা, এতদপূর্বে বর্ণিত চুক্তির কোন শর্ত বা অংশ লঙ্ঘিত হয় বা যদি কোন কারণে বর্ণিত সিনেমার চুক্তি ইজারা সমাপ্তির পূর্বেই বাতিল হইয়া যায়, তখন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে ইজারাদাতা পূর্বের কোন কারণ বা পুন: প্রবেশের অধিকার সত্ত্বেও এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাপ্তগাদির কোন অংশে বা উহার উপর অবস্থিত দালানাদির অংশ বিশেষে প্রবেশ করিতে পারিবেন, যাহা সম্পূর্ণ অংশে প্রবেশের সামিল গণ্য হইবে এবং দালানাদি ইজারাদাতার ব্যবহারে থাকিবে এবং তাহার উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই হস্তান্তর সম্পূর্ণরূপে বাতিল হইয়া যাইবে এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ কোনরূপ ক্ষতিপূরণই পাইবার দাবীদার হইবেন না।

III. **ইহাও শর্ত থাকে যে,** এতদপূর্বে ব্যবহৃত শব্দাবলী “গভর্নর জেনারেল” এবং “ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ” যদি ইহাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গের সংগে অসঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তবে প্রথমটির ক্ষেত্রে তাহার উত্তরাধিকারী এবং স্বল্প নিয়োগীকে অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং পরবর্তীটির ক্ষেত্রে তাহার/তাহাদের উত্তরাধিকারী, কার্যকারী, প্রশাসক, প্রতিনিধি এবং স্বত্বানিয়োগীকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে।

উপরে উল্লেখিত সিডিউল নিরূপ -

ঐ জমির সম্পূর্ণ অংশ যাহা তে অবস্থিত, যাহা ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে সার্ভে নং (অংশ) হিসাবে রেকর্ডকৃত এবং যাহার সীমানা :-

উত্তরে দ্বারা
দক্ষিণে দ্বারা
পূর্বে দ্বারা
পশ্চিমে দ্বারা

যাহার সাক্ষ্যস্বরূপ ইহার পক্ষসমূহ পূর্বে লিখিত দিন এবং বৎসরে ইহাতে তাহাদের দস্তখত করিলেন।

দস্তখতকৃত

গভর্নর জেনারেল-ইন-

কাউন্সিল এর পক্ষে

.....

এর উপস্থিতিতে

সাক্ষী

উপরেবর্ণিত

ব্যক্তি এর উপস্থিতিতে

দস্তখত করিয়াছেন

সাক্ষী।

৪২। বিলুপ্ত।

“খাজনা মওকুফ এবং অনাদায়ী বিষয়সমূহ অবলোপন”

প্রতিরক্ষা বিভাগের পত্র নং ৩৩৪-জি/ডি৪, তারিখ ২৯ মে, ১৯৪২ মারফত ভারত সরকার পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর সকল উপ-পরিচালক, সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্টস এবং উপ-সহকারী পরিচালক, সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্টসগণকে সংশ্লিষ্ট মিলিটারী এ্যাকাউন্টস এর নিয়ন্ত্রকগণের সম্মতিক্রমে আদায়ের অযোগ্য মিলিটারী এস্টেটস অফিসারগণের ব্যবস্থাপনাধীন ভূমির পাঁচশত টাকা পর্যন্ত একক ক্ষেত্রে খাজনা অবলোপন অনুমোদনের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। ইহাতে তাহাদিগকে অনুরূপভাবে একক ক্ষেত্রে একই সীমার মধ্যে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারগণের ব্যবস্থাপনাধীন ভূমিজাত পাওনা খাজনা মওকুফ করার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, যাহা ভূমি এবং গৃহাদি খাতে পাওনা বা কাঠ, ফল এবং ঘাস বিক্রয় জনিত পাওনা। খাজনা মওকুফ শুধু বিশেষ কারণে অনুমোদন করা উচিত, যেমন, ফসল হানি, ভূমিজাত পণ্যের এমন বিষয় যেই ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করা উচিত বিবেচিত হইবে না। ভূমিজাত পণ্যের মূল্যহ্রাসের কারণে খাজনা মওকুফ এর ক্ষেত্রে স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সংগে সর্ব প্রথমে পরামর্শ করা উচিত।

৩৫৩৪জি/ডি৪, তারিখ ২৯ মে, ১৯৪২।

পরিচ্ছেদ ৬

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ব্যবস্থাপনা।

৪৩। ব্যবস্থাপনায় প্রযোজ্য সাধারণ শর্তাবলী। বিধি ৯ এর আওতায় বোর্ডের উপর অর্পিত ভূমির ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে, যথা :-

- (i) এই ব্যবস্থাপনার ফলে ভূমির উপর বোর্ডের কোনরূপ মালিকানা স্বত্ব জন্মায় না, ভূমি বিক্রয়, অদল-বদল বা দান করার অধিকারও জন্মায় না; এবং কেন্দ্রীয় সরকার, যেই কোন সময়, বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত ভূমির যেই কোন নির্দিষ্ট এলাকার ব্যবহার এবং দখল বিষয়ে জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় যেই কোন বিধি নিষেধ আরোপ করিতে পারেন ;
- (ii) এই ভূমি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত বোর্ড আইনের প্রয়োজনে বা নিজস্ব প্রয়োজনে দখল বা ব্যবহার করিতে পারিবে না; এবং পূর্বোল্লিখিত প্রয়োজনে ভূমি “গ” শ্রেণীতে হস্তান্তর করিতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিধি ৭ এর বিধান অনুসারে বোর্ডের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে;
- (iii) ভূমির মালিকানা স্বত্ব বিষয়ক মামলা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়ের করা হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে নহে, কিন্তু এইরূপ মামলার ব্যয় বোর্ড কর্তৃক বহন করা হইবে।
- (iv) ভূমি হইতে প্রাপ্ত সকল আয় সম্পূর্ণ রূপে ক্যান্টনমেন্ট ফান্ডে জমা হইবে;
- (v) কেন্দ্রীয় সরকার যেই কোন সময়ে বোর্ডকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া বা উহার কোন অংশের ভূমির সরাসরি ব্যবস্থাপনা পুনঃগ্রহণ বা যেই সকল শর্তে ব্যবস্থাপনা বোর্ডের নিকট অর্পিত হইয়াছে উহা পরিবর্তন করিতে পারেন।

শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে বোর্ডকে উহার মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে এবং যদি উহার কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা বিবেচনা করা হইবে; এবং

- (vi) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার যেই কোন সময় বোর্ডকে যেই কোন রেকর্ড, যোগাযোগ, নকশা, রেজিস্টার বা ভূমি সংশ্লিষ্ট অন্য দলিল, যাহা উহার নিকট বা উহার নিয়ন্ত্রণে আছে তাহা উপস্থাপন করা আবশ্যিক করিতে পারে।

শর্ত থাকে যে, কেন্দ্রীয় সরকার যেই কোন সময়, যেই কোন ভূমি ব্যবস্থাপনা বোর্ডের নিকট অর্পণ করিবার সময় নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন :-

- (i) শর্ত (iii) সংশোধন করিয়া এইরূপ নির্দেশ দিতে পারেন যে, ঐ শর্তে বর্ণিত মামলার ব্যয় পূর্ণভাবে বা ঐ সকল মামলার ক্ষেত্রে, যাহা কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ মনে করে, তাহা বোর্ডের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন;
- (ii) শর্ত (iv) সংশোধন করিয়া এইরূপ নির্দেশ দিতে পারেন যে, ভূমি হইতে প্রাপ্ত সকল আয় বা কোন নির্দিষ্ট ধরনের আয়, ক্যান্টনমেন্ট ফান্ডের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট জমা করিতে হইবে; এবং
- (iii) ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্য কোন শর্ত আরোপ করিতে পারেন, যাহা তাহারা যথাযথ মনে করেন।

(i) বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় অর্পিত ভূমিতে সরকারের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব।

বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় অর্পিত ভূমির মধ্যে ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ধারা ৪৩ক এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যেই সকল এলাকাকে বাজার এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই গুলিতে সরকারী স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব প্রধানত: বোর্ডের উপর বর্তায়।

যখনই বাজার এলাকার ভিতর সরকারী ভূমির উপর কোনরূপ জবরদখলের বিষয় বোর্ডের নজরে আসে, তখন তাহাদের উচিত আপোষের মাধ্যমে জবর দখলকারীকে উহা অপসারণ করিতে সম্মত করানো অথবা ইজারা সম্পাদনের মাধ্যমে উহাকে নিয়মিতকরণ করা, পরবর্তী ব্যবস্থা তখনই গ্রহণ করা হইবে, যখন উহা রাষ্ট্রের জন্য সুবিধাজনক মনে হইবে। তবে যদি বোর্ডের নিকট ইহা স্পষ্ট হয় যে বিষয়টিকে আদালতে উপস্থাপন করিতে হইবে, তখন তাহারা জবরদখল সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর নিকট হস্তান্তর করিবেন।

৩৭৯৫-এলসি/১/ডি৪, তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮।
৬১৮-আর/ডি৪, তারিখ ৮ জুলাই, ১৯৩৮।

(ii) ক্যান্টনমেন্ট এর সীমানা যাচাই।

সকল ক্যান্টনমেন্টের সীমানা প্রতি বৎসর মার্চ মাসে সরেজমিনে উহার গেজেটের বর্ণনার সংগে তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে এবং কোন পিলার ক্ষতিগ্রস্ত বা খোয়ানো আছে কি না এবং সীমানার উপর কোন জবর দখল আছে কি না, ঐ সংক্রান্ত একটি রিপোর্টসহ একটি সার্টিফিকেট অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহকে ক্যান্টনমেন্ট ফান্ডের ব্যয়ে পিলারের চারিপার্শ্বের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করিতে হইবে, যাহা সীমানার যথাযথ যাচাই এর জন্য প্রয়োজন হইতে পারে।

৪৪৫৯-এল/ডি৪, তারিখ ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪০।

(iii) বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় ভূমির খাজনা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের।

ভারত সরকারের অনুমোদন ব্যতীত, কৃষি ভূমি ছাড়া তাহাদের ব্যবস্থাপনায় অন্য ভূমির খাজনা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করার কোন ক্ষমতা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের নাই। কৃষি ভূমির ক্ষেত্রে ভারত সরকার, তদানিন্তন সেনাবিভাগ পত্র নং-৪২৬-আর/এডি৪, তারিখ ১৫ জুন, ১৯৩১ মারফত বোর্ডসমূহকে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করার অনুমোদন প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। (বিধি ৩৩ এর টীকা (vi) দ্রষ্টব্য)। খাজনা পরিশোধ না করার জন্য বহিষ্কার করার উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করিতে ভারত সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করা উচিত নহে যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বোর্ড, স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সংগে আলোচনার পর এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বিপক্ষের নিকট এমন যথেষ্ট সম্পত্তি আছে যাহার উপর আদালতের রায় কার্যকর করা যাইবে। খাজনা খেলাপীদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া যথেষ্ট দেওয়ানী মামলা দায়ের করার অর্থ দাঁড়ায় মন্দ অর্থ পাওয়ার জন্য ভাল অর্থ ব্যয় করা।

৫৯১-আর/এডি৪, তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১।
৮৪০/আর/এডি৪, তারিখ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩০।

(iv) বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় পাথর, বালু, ইত্যাদি আহরণের স্থান।

যেই সব পাথর, বালু ইত্যাদি আহরণের স্থান বোর্ডের নিজস্ব সম্পত্তি বা যেই গুলিকে তাহাদের ব্যবস্থাপনায় যথাযথভাবে ন্যস্ত হইয়াছে, ঐগুলি হইতে আহরিত সকল মালামালের উপর রয়ালটি আরোপ করার অধিকার বোর্ডের আছে, এই শর্তে যে, যেই ক্ষেত্রে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সরকারী ভূমি হইতে মালামাল আহরণ গণস্বার্থে সরাসরি সরকার কর্তৃক নিষ্পন্ন হয় (অর্থাৎ কোন ঠিকাদারের মাধ্যমে নহে) ঐ ক্ষেত্রে কোন রয়ালটি ধার্য করা হইবে না।

যেই ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সরাসরি বা ঠিকাদার এর মাধ্যমে এইরূপ ভূমি হইতে পাথর, বালু ইত্যাদি আহরণ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে শুধু ঐরূপ স্থান হইতে ঐগুলি আহরণ করা হইবে,

যাহা ঐ উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে। উপরে বর্ণিত বিষয়টি পাথর ইত্যাদি আহরণ করা ছাড়াও দালানের জন্য বা অন্য প্রয়োজনে মাটি অপসারণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৩০৬৮/১/এডি, তারিখ ২ জানুয়ারি, ১৯২৬।

৩০৬৬৪/৩/এডি, তারিখ ১ এপ্রিল, ১৯২৬।

(v) বোর্ডের ব্যবস্থাপনামূলক ভূমি পুনঃগ্রহণ নোটিশ।

বাজার এলাকার অভ্যন্তরের স্থানসমূহ বা যাহা অন্যরূপে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ব্যবস্থাপনামূলক, উহা পুনঃগ্রহণের নোটিশ সংশ্লিষ্ট মিলিটারী এস্টেটস অফিসারগণ প্রদান করিবেন।

১১১-আর/ডি৪, তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮।

(vi) বাজার এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ব্যবস্থাপনামূলক অর্পিত সম্পত্তি একপক্ষ হইতে অন্য পক্ষের নিকট হস্তান্তর।

১১৮৮০/১/ডি৪, তারিখ ১ নভেম্বর, ১৯৪১।

বাজার এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ব্যবস্থাপনামূলক অর্পিত সম্পত্তি একপক্ষ হইতে অন্য পক্ষের নিকট হস্তান্তর।

১। ১ম ও ২য় শ্রেণীর ক্যান্টনমেন্টসমূহে যেই সকল সম্পত্তি ক্যান্টনমেন্টস আইন এর ধারা ৪৩ক এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি মারফত বাজার এলাকা হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে, ঐ সম্পত্তি এক পক্ষ হইতে অন্য পক্ষের নিকট হস্তান্তর ক্যান্টনমেন্টস আইন এর ধারা ৪৩ক এর অধীনে বাজার এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকার প্রশাসনের উপর হস্তক্ষেপ না করা, বরং বোর্ডের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করার সরকারী নীতির প্রেক্ষিতে বোর্ড নতুন স্থানসমূহের জন্য সকল আবেদন, কোন স্থানের বিভক্তিকরণ, কোন স্থানের সম্প্রসারণ, ব্যবহারের উদ্দেশ্য পরিবর্তন, জবর দখল নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় নিষ্পন্ন করিবে, ইহা ছাড়া এই সকল এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা এবং ক্যান্টনমেন্ট সম্পত্তি বিধিমালা এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে, তাহারা যেই রূপ ইচ্ছা সঠিক মনে করে, সেইরূপ অতিরিক্ত দালানাদি নির্মাণ ইত্যাদিও বোর্ড সম্পন্ন করিবে, এবং ইহাও সরকারের নীতি যে, সরকার এই সকল এলাকায় এমন কোন বিধি নিষেধ বলবৎ করিবেন না, যাহাতে পুরাতন বরাদ্দকৃত স্থানসমূহ বিভক্ত করা হইলে, নতুন ইজারা সম্পাদন করিতে হয়, অথবা যখন অতিরিক্ত দালানাদি নির্মাণ করা হয় অথবা যখন যেই উদ্দেশ্যে উহা প্রদান করা হইয়াছিল তাহা পরিবর্তন করা হয়, তখন ভারত সরকার ১ম ও ২য় শ্রেণীর ক্যান্টনমেন্টসমূহে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহকে এই এলাকাসমূহে, যখন তাহাদের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়, তখন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটি স্থান এক পক্ষ হইতে অন্য পক্ষের নিকট হস্তান্তরের অনুমোদন প্রদানের অনুমতি দান করে এবং স্টেশন কমান্ডার এর অনুমোদন যেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়, সেই সব ক্ষেত্রে তাহাকেও অনুরূপ ক্ষমতা প্রদানে আপত্তি করে না। তবে ইহার জন্য নিষ্কল্প শর্তাবলী মানিয়া চলা প্রয়োজন :-

(ক) এমন কোন অনুমোদন প্রদান করা হইবে না, যখন ইহা দেখা যায় যে, ঐ স্থানের উপর সরকারের মালিকানার অধিকারের দাবী অস্বীকার করা হইতেছে, (যেমন যদি হস্তান্তরে এইরূপ বিবৃত হয় যে ঐ ভূমি হস্তান্তরকারীর অথবা যদি মালিকানা হস্তান্তরের প্রয়াস করা হয়) তখন ঐ সকল বিষয় আদেশের জন্য (অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড এর সুপারিশসহ) কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(খ) যেই ক্ষেত্রে, যেই সকল শর্ত সাপেক্ষে ভূমি ভোগ করা হইতেছে, সেইগুলি ভবিষ্যতে পালনীয় হইবে এবং ঐ সকল শর্তে এইরূপ বলা আছে যে, যাহার নিকট হস্তান্তর করা হইবে তিনি এমন একটি স্বীকারপত্র দস্তখত করিবেন, যাহাতে যেই সকল শর্ত সাপেক্ষে ভূমি ভোগ করা হইতেছে, সেইগুলি উল্লেখ করা আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রদানের পূর্বে স্বীকারপত্র সংগ্রহ করিতে হইবে।

১১। ১ম, ২য় এবং ৩য় শ্রেণীর ক্যান্টনমেন্টসমূহে এক পক্ষ হইতে অন্য পক্ষের নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর, যেই গুলিকে ক্যান্টনমেন্ট ভূমি প্রশাসন বিধিমালা, ১৯৩৭ এর বিধি ২(খ) এর অধীনে বাজার হিসাবে প্রজ্ঞাপিত করা হইয়াছে, ১ম ও ২য় শ্রেণীর ক্যান্টনমেন্টসমূহের ঐ সকল এলাকাসমূহ ব্যতীত যেইগুলি ক্যান্টনমেন্টস আইন এর ধারা ৪৩ক এর অধীনে বাজার হিসাবে বিজ্ঞপিত হইয়াছে।

ভারত সরকার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহকে এক পক্ষের নিকট হইতে অন্য পক্ষকে কোন স্থান হস্তান্তর করার অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেন। ইহা প্রত্যেক ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যেই সকল ক্ষেত্রে তাহাদের অনুমোদন প্রয়োজন এবং সরকারের এই বিষয়েও কোন আপত্তি নাই যে, স্টেশন কমান্ডারকে অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হইবে, যেই ক্ষেত্রে তাহার অনুমোদন গ্রহণ প্রয়োজন। এই সকল ক্ষেত্রে নিম্নরূপ শর্তাবলী আরোপিত হইবে :-

- (ক) এমন কোন অনুমোদন প্রদান করা হইবে না, যখন ইহা দেখা যায় যে, ঐ সকল স্থানের উপর সরকারের মালিকানার অধিকারের দাবী অস্বীকার করা হইতেছে; এই সকল বিষয় (অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ডের সুপারিশসহ) আদেশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে।
- (খ) যেই ক্ষেত্রে ভূমি ভোগের শর্তাবলী ভবিষ্যতে পালনীয় হইবে, যাহাতে বলা আছে যে, হস্তান্তর গ্রহণকারী এইরূপ স্বীকৃতি দিবেন যাহাতে ভূমি ভোগের শর্তসমূহ উল্লেখিত আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রদানের পূর্বে স্বীকৃতিপত্র সংগ্রহ করিতে হইবে।
- (গ) এমন কোন অনুমোদন প্রদান করা হইবে না, যাহাতে কোন স্থানের বিভাজন সংশ্লিষ্ট আছে, এই ক্ষেত্রে প্রথমে বিষয়টি অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ডের নিকট প্রেরণ এবং তাহার আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

১১৮৮০/১/ডি৪, তারিখ ১ নভেম্বর, ১৯৪১।

৪৪। সাধারণ ভূমি রেজিস্টার, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।- মিলিটারী এস্টেটস অফিসার বোর্ডকে বিধি ৩ অনুসারে বাজার এলাকার সকল ভূমি, যাহার ব্যবস্থাপনা বোর্ড এর নিকট অর্পিত হইয়াছে বা যাহা বোর্ডের উপর ন্যস্ত, উহার জন্য প্রস্তুত সাধারণ ভূমি রেজিস্টার এর উদ্ধৃতাংশ সরবরাহ করিবেন।

৪৫। সাধারণ ভূমি রেজিস্টার সংরক্ষণ।- (১) মিলিটারী এস্টেটস অফিসারকে সাধারণ ভূমি রেজিস্টার সংরক্ষণের জন্য বিধি ১০ এর অধীনে প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী, বাজার এলাকার ভূমির ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সম্পন্ন হইবে, যাহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বোর্ডের নিকট অর্পিত হইয়াছে বা যাহা বোর্ডে ন্যস্ত।

- (২) বোর্ড মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর নিকট নিম্নবর্ণিত বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন -
- (i) বাজার এলাকায় বোর্ডের ব্যবস্থাপনাধীন ভূমি ব্যতীত অন্য কোন ভূমিতে বোর্ড কর্তৃক কোন অধিকার বা স্বত্ত্ব প্রদানের বিষয়;
- (ii) আইনের ৭৩ ধারার অধীনে একজিকিউটিভ অফিসার এর নিকট পাঠানো বাজার এলাকা ব্যতীত অন্য ভূমির অধিকার বা স্বত্ত্বের কোন হস্তান্তরের প্রত্যেক রিপোর্ট; এবং
- (iii) বাজার এলাকার নকশাসমূহের সংশোধন প্রয়োজন হয়, এমন সকল পরিবর্তন।

(৩) একজিকিউটিভ অফিসার মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের নিকট একটি মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন, যাহাতে উপ-বিধি (২) এর অধীনে প্রয়োজনীয় তথ্যের অতিরিক্ত, বাজার এলাকার বাহিরে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তিতে সকল অধিকার বা স্বত্ত্ব হস্তান্তর, যাহা সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর ধারা ৫১, ৫৯, ১০৭ বা ১২৩ এর অধীনে নিবন্ধন করা হইয়াছে এবং যাহা সম্পর্কিত তথ্য ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ধারা ২৮৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে পাওয়া গিয়াছে এবং বাজার এলাকার বাহিরে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার ও স্বত্ত্ব হস্তান্তরের প্রত্যেকটি বিষয়, যাহা তাহার গোচরে আসিয়াছে, কিন্তু যাহা সম্পর্কে তাহার নিকট কোন রিপোর্ট করা হয় নাই। ঐ প্রতিবেদনসমূহের সংগে ইজারা, নকশা বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলসমূহ থাকিবে।

৪৬। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষণ যোগ্য রেজিস্টার।- (১) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এমন একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে, যাহা এই বিধিমালার ধারা ১২, ২৯, ৩৭ এবং ৩৯ এবং ক্যান্টনমেন্ট এ্যাকাউন্টস কোড, ১৯২৪ এ নির্দেশিত রেজিস্টারের অনুরূপ,

যাহা যথাক্রমে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ভূমি রাজস্ব রেজিস্টার, বরাদ্দ রেজিস্টার (দালান এর স্থান), বরাদ্দ রেজিস্টার (বিবিধ স্থান), বরাদ্দ রেজিস্টার (অস্থায়ী লাইসেন্স) এবং মটর গাড়ী পার্কিং লাইসেন্স ফি রেজিস্টার নামে অভিহিত হইবে এবং সিডিউলে নির্ধারিত ফরমসমূহ বোর্ডের প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করা হইবে।

(২) বোর্ড উহার উপর ন্যস্ত সকল ভূমির জন্য সিডিউল ১৯ এ নির্দেশিত ফরমে একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে। এই রেজিস্টার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কেন্দ্রীয় সরকারের পাওনা রেজিস্টার নামে পরিচিত হইবে এবং ইহা প্রতি বৎসর প্রস্তুত করা হইবে যাহাতে, কেন্দ্রীয় সরকারের সকল পাওনা এবং প্রাপ্তির বর্ণনা থাকিবে।

(i) প্রত্যেক বৎসর শেষে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর নিকট সিডিউল ১৯ এ প্রস্তুত রেজিস্টার এর প্রত্যেক পৃষ্ঠার একটি অনুলিপি প্রেরণ করিবে। মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এইগুলিকে তাহার রেজিস্টারসমূহের সংগে তুলনা করিয়া দেখিবেন এবং যদি সরকারের পাওনার সম্পূর্ণ অংশ প্রদান না করা হয়ই থাকে, উহা উপ-পরিচালক, সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্টসকে জানাইবেন।

৪৭। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ভূমি হস্তান্তর।- বিধি ৯ এর অধীনে যেই ভূমি বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় অর্পিত হইয়াছে, উহার হস্তান্তর যতদ্রুত সম্ভব একই ধরনের বিধিমালার দ্বারা পরিচালিত হইবে, যাহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর উপর অর্পিত ভূমি হস্তান্তর এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ইহাতে নিরূপ শর্তসমূহ পূরণ করিতে হইবে, যথা :-

(ক) বোর্ড, অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড এর স্থান গ্রহণ করিবে এবং বিধি ২৪ ও ৩ এ তাহার উপর অর্পিত কার্যাদি সম্পন্ন করিবে;

(খ) বোর্ড, স্টেশন কমান্ডার এর স্থান গ্রহণ করিবে এবং বিধি ১৮, ১৯, ২৬ এবং ৩৭ অনুসারে তাহার উপর অর্পিত কার্যাদি সম্পন্ন করিবে;

(গ) বোর্ড, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর স্থান গ্রহণ করিবে এবং বিধি ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৪ এবং ৩৫ এবং বিধি ৩৭ ও ৩৯ এর উপ-বিধি (১) এবং (৪) অনুসারে তাহার উপর অর্পিত কার্যাদি সম্পন্ন করিবে;

(ঘ) একজিকিউটিভ অফিসার, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর স্থান গ্রহণ করিবেন এবং বিধি ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ৩০, ৩৩ এবং ৩৬ এবং বিধি ৩৭ এর উপ-বিধি (২) অনুসারে তাহার উপর অর্পিত কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন।

(ঙ) বিধি ২৪ এবং ২৬ এর অধীনে কালেক্টার এর নিকট কোন বিষয় প্রেরণ করিতে হইবে না; এবং

(চ) যেই ক্ষেত্রে দরখাস্তকৃত স্থানটি বিধি ৪৩-ক এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাজার এলাকা হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে, সেই এলাকার ক্ষেত্রে বিধি ১৯ এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার বা উহার নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট কোন বিষয় প্রেরণ করিতে হইবে না।

(ছ) যেই ক্ষেত্রে ইজারা এমন এলাকার একটি স্থান সম্পর্কিত, যাহা দফা (চ) তে অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড এর নিকট সিডিউল ৮, ৯ এং ১০ এর নির্ধারিত ইজারা ফরমের শর্ত ১(৫) এ এবং সিডিউল ১১ এর নির্ধারিত ইজারা ফরম এর শর্ত ১(৩) অনুসারে পাঠানোর কথা উল্লেখ আছে, ঐ সকল ক্ষেত্রে বোর্ডের নিকট পাঠানো প্রতিস্থাপিত হইবে।

পরিচ্ছেদ ৭

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক প্রবেশ ও পরিদর্শন।

৪৮। মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ব্যবস্থাপনাধীন ভূমিতে প্রবেশ ও পরিদর্শন।- (১) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার বা তাহার দ্বারা সাধারণ বা বিশেষ লিখিত আদেশ বলে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত যেই কোন ব্যক্তি, কোন সহকারী বা শ্রমিকসহ বা ব্যতীত মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ব্যবস্থাপনাধীন ভূমি বা দালানের মধ্যে বা ভিতরে যেই কোন অনুসন্ধান, পরিদর্শন, পরিমাপ, মূল্যায়ন, জরিপ এর উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন, যাহা এইরূপ ব্যক্তি বা কর্মকর্তা প্রয়োজন মনে করেন, বা কোন কাজ যাহা ঐ দালান বা ভূমির মধ্যে বা উপর হইয়াছে, হইতেছে বা প্রায় হইবে, ইহা পরীক্ষা করা বা পরিদর্শন এর উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) উপরে বর্ণিত দায়িত্ব পালন এর সময় এইরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তি প্রবেশ এবং পরিদর্শনের ক্ষেত্রে ঐরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন, যাহা আইনের ১৫ নং অধ্যায়ে নির্দেশিত আছে।

৪৯। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ব্যবস্থাপনাধীন ভূমিতে প্রবেশ ও পরিদর্শন।- (১) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার বা তাহার দ্বারা সাধারণ বা বিশেষ লিখিত আদেশ বলে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত যেই কোন ব্যক্তি কোন সহকারী বা শ্রমিকসহ বা ব্যতীত বোর্ড এর ব্যবস্থাপনাধীন ভূমি বা দালানের মধ্যে বা ভিতরে যেই কোন অনুসন্ধান, পরিদর্শন, পরিমাপ, মূল্যায়ন, জরিপ এর উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন, যাহা এইরূপ ব্যক্তি বা কর্মকর্তা প্রয়োজন মনে করেন, বা কোন কাজ যাহা ঐ দালান বা ভূমির মধ্যে বা উপর হইয়াছে, হইতেছে বা প্রায় হইবে, ইহা পরীক্ষা করা বা পরিদর্শন এর উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) উপরে বর্ণিত দায়িত্ব পালন এর সময় এইরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তি প্রবেশ এবং পরিদর্শনের ক্ষেত্রে ঐরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন যাহা আইনের ১৫ নং অধ্যায়ে নির্দেশিত আছে।

তফসিল ১

[বিধি ৩(১) দ্রষ্টব্য]

সাধারণ ভূমি রেজিস্টার।

খণ্ড

পৃষ্ঠা

সার্ভে নম্বর ১০০		সূত্র সাঃ ভূঃ রেঃ		খণ্ড	পৃষ্ঠা	১১	১২	১৩				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
নাম খারিজের বিবরণ, তারিখ এবং নির্দিষ্ট এন্ট্রিস অফিসারের দস্তখত	নাম খারিজ		এলাকা একর/ বর্গফুট	বর্ণনা	শ্রেণী	কাগজের ব্যবস্থাপনাবীন	ভূমির মালিক	দখল স্বত্ব ভোগকারী	দখলের অধিকারের ধরণ	বাৎসরিক খাজনা		ইজারা সমাপ্তির তারিখ
	সম্পূরক সার্ভে নম্বর	রেজিস্টার এর খণ্ড এবং পৃষ্ঠা								কেন্দ্রীয় সরকারকে	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে	
১.৫ একর ক ও খ কে ইজারা প্রদত্ত (দস্তখত কৃত) - অ, আ	১০০/১	খণ্ড-৬ পৃঃ ৩	৭.৫ একর ৬	খালি খালি	খ ৪ খ ৪	এমইও এমইও	ভারত সরকার ভারত সরকার	নাই নাই				

চলমান খণ্ড পৃষ্ঠায়

তফসিল ২

[বিধি ৮ দ্রষ্টব্য]

খাজনার আদর্শ সারণি

..... ক্যান্টনমেন্ট

..... তারিখ।

সার্ভে নম্বর	বর্ণনা	বার্ষিক খাজনার পরিমাণ				মন্তব্য
		কৃষিজ		অকৃষিজ		
		একর	১০০ বর্গফুট	একর	১০০ বর্গফুট	

তফসিল ৩
[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য
মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ভূমি রাজস্ব রেজিস্টার
১৯..... ১৯

মন্তব্য এবং মওকুফের কর্তৃপক্ষ		
এমইও এর দস্তখত		
বাকী পাওনা	পঃ	
	টঃ	
মওকুফ	পঃ	
	টঃ	
বাৎসরিক মোট আদায়	পঃ	
	টঃ	
সাধারণ ক্যাশ বই অন্তর্ভুক্তি নম্বর এবং তারিখ		
রশিদ নম্বর		
আদায়ের পরিমাণ	পঃ	
	টঃ	
পরিশোধের তারিখ		
মোট দাবী	পঃ	
	টঃ	
বকেয়া, যদি থাকে	পঃ	
	টঃ	
কিস্তি প্রদানের তারিখ		
চলতি দাবী	পরিমাণ	পঃ
	কিস্তি	টঃ
ইজারার মেয়াদ		
দখলের তারিখ		
ইজারা গ্রহীতার বা দখলকারীর নাম ও ঠিকানা		
বিবরণ		
শ্রেণী		
সার্ভে নম্বর		

তফসিল ৪

[বিধি ১৬(৩) দ্রষ্টব্য]

ইজারা নবায়নের ফরম।

এই চুক্তিনামা সনের তারিখে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল (এতদপরবর্তীতে ইজারাদাতা নামে অভিহিত) প্রথম পক্ষ এবং (এতদপরবর্তীতে ইজারা গ্রহীতা/ইজারা গ্রহীতাগণ নামে অভিহিত) দ্বিতীয় পক্ষ এর মধ্যে সম্পাদিত হইল, যেইহেতু ইজারা গ্রহীতা/ইজারা গ্রহীতাগণ সম্পূর্ণরূপে তারিখে রেজিস্ট্রেশন অফিসে সম্পাদিত লিখিত ইজারা নং- এর মূলে উহার অধীনস্থ সুবিধাদির সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত এবং তারিখে উহার সমাপনান্তে উহার দফা ৩ অনুসারে ইজারাদাতাকে উহা নবায়নের অনুরোধ করিয়াছেন (যিনি বর্তমানে ঐ ইজারা পরিসমাপ্তির ফলশ্রুতিতে উহা ফেরৎ গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত) যাহা নিচেবর্ণিত শর্তসমূহ সাপেক্ষে করিতে ইজারাদাতা সম্মত হইয়াছেন :-

এখন এই চুক্তিনামা নিরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে :-

(১) সূত্রসমূহের অনুসরণে ইজারাদাতা এতদ্বারা ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণকে লিখিত ইজারার অন্তর্ভুক্ত এবং হস্তান্তরিত সকল এবং একক স্বত্ববান এবং প্রাপ্তগাদি উহার উপর অবস্থিত দালানাদিসহ হস্তান্তর করিলেন, ইহাতে বর্ণিত একই ব্যতিক্রম এবং আপত্তিসমূহ এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ এতদুপেক্ষিতে সনের তারিখ হইতে ত্রিশ বৎসর মেয়াদের জন্য বর্ণিত প্রাপ্তগাদিতে স্বত্ববান হইলেন, যাহার শর্ত এই যে, তিনি/তাহারা একই দিনে এবং একইভাবে বৎসরের তারিখে টাকার বার্ষিক খাজনা পরিশোধ করিবেন (এই হস্তান্তরের অধীনে প্রথম কিস্তি সনের তারিখে পরিশোধযোগ্য) এবং যথাক্রমে ইজারা গ্রহীতা এবং ইজারাদাতার চুক্তির এইরূপ এবং একই ধরনের সুবিধাদি সাপেক্ষে এবং সহ এবং সকল বিষয়ে তদ্রূপ আপত্তি এবং শর্তাবলীসহ (পুন: প্রবেশের শর্তসহ) যাহা লিখিত ইজারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে, তাহা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) এতদ্বারা ইহা ইজারাদাতা এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ দ্বারা এবং তাহাদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে চুক্তি এবং সম্মতি হইল, যাহাতে ইহার আওতাধীন দায়-দায়িত্বসমূহ এতদ্বারা সৃষ্ট পূর্ণ মেয়াদ কালীন বলবৎ থাকিবে এবং উহা যথাক্রমে তাহাদের নিজ নিজ উত্তরাধিকারীদের উপর হস্তান্তরিত প্রাপ্তগাদির স্বত্ব সম্পর্কে বাধ্যতামূলক হইবে, যাহা তাহারা প্রতিপালন করিবেন এবং তাহারা উহার অন্তর্গত লিখিত ইজারার বিভিন্ন চুক্তিসমূহ, শর্তাবলী এবং ধারনাসমূহ মানিয়া চলিবেন, যেইগুলি এমন পরিপূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যেন একই চুক্তিসমূহ, শর্তাবলী এবং ধারনাসমূহ এই ক্ষেত্রেও পূর্ণভাবে পুনরায় উল্লেখ করা হইয়াছিল, যাহাতে শুধু ঐ সকল সংশোধনীসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, যেইগুলি এই হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং যেন অত্র পক্ষসমূহের নাম পূর্বে উল্লেখিত লিখিত ইজারায় বর্ণিতদের স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

সর্বদা এইরূপ শর্ত থাকে যে, এতদসংশ্লিষ্ট লিখিত ইজারার দফা ১(৫) এ বর্ণিত যেইহেতু ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে, সেইহেতু তাহারা আরো একটি নির্মাণের জন্য কোনরূপ দায়বদ্ধ হইবেন না।

বর্ণিত বিষয়াবলীর সাক্ষ্যস্বরূপ এতদপক্ষসমূহ উপরে প্রথমে লিখিত তারিখ এবং বৎসরে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন।

দস্তখত

গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল এর পক্ষে
..... এর উপস্থিতিতে

}

দস্তখত

..... এর উপস্থিতিতে

}

তফসিল ৫

(বিধি ১৭ দ্রষ্টব্য)

ইজারা নবায়নের ফরম।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

(দালানের স্থানসমূহ)

এর বরাদ্দ রেজিস্টার

প্রতি

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ক্যান্টনমেন্ট

তারিখ

জনাব,

আমি এতদ্বারা একটি নির্মাণের জন্য এলাকায় অবস্থিত
একর ভূমির ইজারা বরাদ্দের জন্য আবেদন করিতেছি।

আবেদনকৃত এলাকার একটি নকশা এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল।

বর্ণিত ক্যান্টনমেন্টে আমার মালিকানাধীন নিম্নবর্ণিত ভূমিসমূহ আছে :-

আমি ভূমি হস্তান্তর বিষয়ে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক আরোপিত শর্তসমূহ মানিয়া চলিতে সম্মত আছি এবং যদি এই ভূমি জরিপ এবং সীমানা নির্দেশনার জন্য কোন অর্থ ব্যয় হয়, উহা জমা করিতে সম্মত আছি, তবে ধারণা এই যে, যদি ঘটনাক্রমে ঐ ভূমি অন্য কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ করা হয়, তবে আমার জমাকৃত অর্থ আমাকে ফেরৎ প্রদান করা হইবে।

আমি অনুরোধ করিতেছি যে, এই ভূমি আমাকে নিম্নবর্ণিত কারণসমূহের জন্য নিলামের পরিবর্তে বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে বরাদ্দ করা হউক :-

বিনীত

টীকা ১।- এই আবেদন মঞ্জুর করার সংগে একটি দালান নির্মাণের অনুমোদন সংশ্লিষ্ট নহে। ঐ অনুমোদন অবশ্যই ক্যান্টনমেন্টস আইনের বিধানসমূহ বা উহার অধীনে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

টীকা ২।- যদি স্থানটি বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে বরাদ্দ পাওয়া প্রয়োজন হয়, তবে উহার কারণসমূহ পূর্ণভাবে বর্ণনা করিতে হইবে।

বরাদ্দ রেজিস্টার – দালানাদির স্থান।

(নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা পূরণ করিতে হইবে, আবেদনকারী দ্বারা নহে)

সার্ভে নং এবং/বা অবস্থান, ভূমির শ্রেণী, সার্ভে নং এর মোট এলাকা, যদি থাকে।

- ১। দরখাস্তের তারিখ।
- ২। আবেদনকৃত এলাকার পরিমাণ।
- ৩। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা।
- ৪। আবেদনের উদ্দেশ্য।

৫। স্টেশন কমান্ডারের আদেশ।
বোর্ড সিদ্ধান্তের অনুলিপি।
(বিধি ১৮ ও ১৯ দ্রষ্টব্য)

স্টেশন কমান্ডার
একজিকিউটিভ অফিসার

তারিখ

৬। কেন্দ্রীয় সরকার বা বিধি ১৯ এর অধীনে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ।
[ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ (১৯২৪ এর ২ নং আইন) এর ধারা ৪৩ক অনুসারে বাজার হিসাবে ঘোষিত এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে]

- ৭। জরিপ এবং সীমানা চিহ্নিত করণের তারিখ এবং খরচ জমা প্রদানের তারিখ।
- ৮। খাজনার আদর্শ ছক অনুসারে নির্ধারিত বার্ষিক খাজনা।
- ৯। ইজারার উপর সংরক্ষিত প্রিমিয়ামের মূল্য।
- ১০। বিজ্ঞপিত নিলাম নোটিশ।
- ১১। নিলামের তারিখ।
- ১২। সফল দর ডাক দাতা।
- ১৩। দর ডাকের পরিমাণ।
- ১৪। কালেক্টার এর মতামত।
- ১৫। অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড এর আদেশ (বিধি ২৪)। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত।
- ১৬। কেন্দ্রীয় সরকার/অ-ক-ইন-সি, কমান্ড এর আদেশ।
(ক) বাজার মূল্য ১০ হাজার টাকার অধিক কি না (বিধি ২৪)।
(খ) বিক্রয়ে কালেক্টার এর সম্মতি আছে কি না (বিধি ২৪)।
(গ) স্থানটি বিধি ২৬ বা ৩১ এর অধীনে হস্তান্তরিত হইবে কি না।
- ১৭। ইজারা নং এবং তারিখ।
- ১৮। ইজারা নিবন্ধন এর তারিখ।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার
একজিকিউটিভ অফিসার

তারিখ

পৃষ্ঠা ৩

স্থানের নকশা
সার্ভে নং
উপ-বিভাগ
এলাকা

সরেজমিনে জরিপকৃত এবং সীমানা চিহ্নিতকৃত

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার
একজিকিউটিভ অফিসার

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ক্যান্টনমেন্টের ভারত জরিপ ম্যাপে উপ-বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে যথাযথরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

তারিখ

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার

তফসিল ৬

(বিধি ২১ দ্রষ্টব্য)

দালানের স্থান ইজারা।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, এতদ্বিনিতে নির্ধারিত একটি স্থান নিচে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে (বিক্রয় কর্তৃক নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে) সনের তারিখে ঘটিকায় স্থানে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হইবে।

ক্রোতা কর্তৃক সম্পাদনযোগ্য ইজারার ফরম এবং স্থানের নকশা একজিকিউটিভ অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর অফিসে পরিদর্শন করা যাইতে পারে।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার

একজিকিউটিভ অফিসার

বিবরণসমূহ

- (১) ওয়ার্ড, সার্ভে নং বা সীমানা।
- (২) এলাকা।
- (৩) খাজনা।
- (৪) ইজারার মেয়াদ।*

ভোগদখলের শর্তাবলী

(১) ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ইজারায়ণা বর্ণিত তারিখে নিয়মিতভাবে খাজনা পরিশোধ করিতে হইবে (এবং ইহা অনধিক ৩০ বৎসর পর পরিবর্তনযোগ্য)।

(২) ইজারা গ্রহীতা স্থানটিতে একটি দালান বা দালানাদি নির্মাণ করিবেন, যাহার বর্ণনা এবং আয়তন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ক্যান্টনমেন্টস আইনের আওতায় অনুমোদন করা হইবে, ইহা ইজারা সম্পাদনের মাস সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং ইজারা গ্রহীতা ঐ দালান বা দালানসমূহ সঠিক রক্ষণাবেক্ষণে রাখিবেন এবং মিলিটারী এস্টেটস অফিসার বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের লিখিত সম্মতি ব্যতীত ঐ দালানে কোন পরিবর্তন বা সংযোজন করিবেন না।

(৩) এই স্থান বা উহার উপর নির্মিত কোন দালান বা উহার কোন অংশ সম্পর্কিত প্রত্যেক বন্টন ব্যবস্থা, হস্তান্তর বা উপ-ইজারা সম্পাদনের একমাস সময়ের মধ্যে ঐ বন্টন ব্যবস্থা, হস্তান্তর বা উপ-ইজারার বিজ্ঞপ্তি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল, তাহার নিজের নিকট সকল খনিজ পদার্থ, যেই কোন বর্ণনার খনিজাত দ্রব্য, বালু বা কাদা, যাহা ঐ স্থানের উপর বা নীচে আছে, এবং সকল কাঠ, ফলজ বৃক্ষ যাহা এখন বর্তমান বা এতদপরবর্তীতে স্থানটিতে জন্মাইবে, কিন্তু ডাল-পালা বা ফল বা পাতা বা পতিত বৃক্ষ শাখা বা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের লিখিত সম্মতিতে কর্তৃত বৃক্ষ শাখাদি ব্যতীত সকল কিছু সংরক্ষণ করেন।

(৫) যদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর মত অনুসারে কখনও ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক কোনরূপ শর্ত মানিয়া চলা বা বাস্তবায়নে কোনরূপ ব্যত্যয় হয়, তখন গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল স্বাধীনভাবে ঐ স্থান এবং দালান বা দালানসমূহের যদি থাকে, দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন,

* এই স্থানে ইজারা নবায়নযোগ্য কিনা তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে।

† বন্ধনীর ভিতরের অংশ ইজারা ৩০ বৎসর পর নবায়নযোগ্য না হইলে বাদ দিতে হইবে।

এবং ইজারা বাতিল করিতে পারিবেন এবং ইজারা গ্রহীতা কোনরূপ ক্ষতিপূরণের অধিকারী হইবে না।

বিক্রয়ের শর্তাবলী।

১। সর্বোচ্চ দরডাক প্রদানকারী, অফিসার কমান্ডিং ইন-চীফ, কমান্ড/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর ইজারা বিক্রয় অনুমোদন সাপেক্ষে, ক্রেতা হইবেন; এবং যদি দুই বা ততোধিক দর ডাক দাতাদের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ দেখা দেয়, তাহা হইলে স্থানটি পুনরায় বিবাদহীন দরডাকের জন্য নিলাম করা হইবে। নিলামকারী কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের কম কোন অর্থ প্রত্যেক দর ডাকের ক্ষেত্রে কেহ অগ্রিম হিসাবে প্রদান করিবেন না এবং কোন দর ডাকই ফেরৎ লওয়া হইবে না। বিক্রেতা দর ডাক প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

২। বিক্রয়ের পর ক্রেতা সংগে সংগে নিলামকারীর নিকট তাহার প্রদত্ত দর ডাকের শতকরা দশ ভাগ টাকা তাহার ক্রয়-অর্থ হিসাবে এবং নিরাপত্তা জামানতের অর্থ হিসাবে জমা দিবেন এবং এই শর্তাবলী অনুসারে তাহার ক্রয় সম্পন্ন করার জন্য নিম্নবর্ণিত চুক্তি ফরম এ দস্তখত করিবেন।

৩। ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট অংশ মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অফিসে বিক্রয় নিশ্চিত করণের ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে। বিক্রয় নিশ্চিত না করা হইলে জমাকৃত অর্থ ক্রেতাকে ফেরৎ প্রদান করা হইবে।

৪। স্থানটিকে বিবরণে যেইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সঠিক হিসাবে বিশ্বাস করা এবং মনে করা হইবে এবং উহাতে কোন ভুল পাওয়া গেলে, তাহাতে বিক্রয় বাতিল হইবে না বা উহার জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না।

৫। যদি ক্রেতা এই সকল শর্তাদি পূরণে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তাহার জমাকৃত অর্থ বিক্রেতার অনুকূলে জন্ম হইবে, যাহার পুনরায় বিক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণের স্বাধীনতা থাকিবে, যাহা গণ নিলাম বা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে, বর্তমান ক্রেতাকে জানাইয়া বা না জানাইয়া হইতে পারে এবং দ্বিতীয় বিক্রয় দ্বারা যদি কোন ক্রেতা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে ঐ সম্পর্কিত সকল অভিযোগ, এইরূপ বিক্রয়ের পর সঙ্গে সঙ্গে এই বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা সম্পন্নকারী দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা হইবে; এবং যদি তাহা পরিশোধ না করা হয়, তাহা হইলে উহা বিক্রেতা কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধযোগ্য ক্ষতি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে। যদি এইরূপ পুনরায় বিক্রয়ে কোন লাভ হয়, তাহা হইলে বিক্রেতা উহা রক্ষণের অধিকারী হইবেন।

৬। স্থানটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য একটি দালান ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে না।

স্মারক ৪:- অদ্য উপরে বর্ণিত বিবরণের অন্তর্গত স্থানটি নিলামে বিক্রয়ে সর্বোচ্চ দর ডাকদাতা ছিলেন এবং তাহাকে টাকার বিনিময়ে কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণ শর্তে ক্রেতা ঘোষণা করা হয় এবং উল্লেখিত এর নিকট গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল এর (বিক্রেতা) প্রতিনিধি এবং তাহার পক্ষে টাকা নিরাপত্তা জামানত এবং ক্রয়-অর্থের আংশিক পরিশোধ হিসাবে প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি এতদ্বারা উপরে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসারে ক্রয় সমাপ্ত করিতে রাজি হইয়াছেন এবং উহার সহিত সংযোজিত ফরমে* (যাহার অধীনে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ হইতে খাজনা প্রদেয় করা হইবে) একটি ইজারা সম্পাদন করিতে রাজি হইয়াছেন এবং বিক্রেতার প্রতিনিধি হিসাবে বর্ণিত এতদ্বারা উল্লেখিত জমা গ্রহণ স্বীকার করিতেছেন।

দস্তখতকৃত ক্যান্টনমেন্ট। সনের তারিখ।

দস্তখত

* ইজারা ফরম দস্তখতের পূর্বে এই স্মারকের সংগে সংযোজন করিতে হইবে।

তফসিল ৭

(বিধি ২৭ দ্রষ্টব্য)

এই চুক্তিনামা সনের তারিখে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল (এতদ্পরবর্তীতে ইজারাদাতা নামে অভিহিত) প্রথম পক্ষ এবং এর (এতদ্পরবর্তীতে দ্বিতীয় পক্ষ নামে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত হইল।

যেইহেতু এতদ্পরবর্তীতে বর্ণিত এবং বর্তমানে ইজারা গ্রহীতা(গণ) কর্তৃক দখলকৃত দালানসমূহে এতদসংগে বর্ণিত পক্ষসমূহের অধিকারসমূহ লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না এবং এতদসংগে বর্ণিত পক্ষসমূহ এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন যে বর্তমান দলিলে ঐগুলি নির্দিষ্ট করার জন্য তাহাদের সম্মত হওয়া উচিত ছিল।

এখন এই চুক্তিনামা এইরূপ সাক্ষ্য বহন করে যে, প্রাসঙ্গিক সূত্রসমূহের বিবেচনায় ইজারা গ্রহীতা(গণ) এতদ্বারা স্বীকার করিতেছেন এবং সম্মত হইয়াছেন যে, এতদ্পরবর্তীতে বর্ণিত ভূমি সম্পূর্ণরূপে মহামহিম সন্মত এর সম্পত্তি এবং ইজারাদাতা স্বীকার করিতেছেন এবং সম্মত হইতেছেন যে, উহার উপর অবস্থিত দালানসমূহ (যাহা এতদসংযুক্ত নকশায় সমান্তরাল রেখা দ্বারা দেখানো হইয়াছে) ইজারা গ্রহীতা(গণ) এর সম্পত্তি এবং ইজারা গ্রহীতা(গণ) কর্তৃক ইজারা দাতাকে এই দলিল সম্পাদনের সময় বা পূর্বে নাম মাত্র ৫ টাকা প্রিমিয়াম পরিশোধের বিবেচনায় (যাহার প্রাপ্তি ইজারাদাতা এতদ্বারা স্বীকার করিতেছেন) এবং এতদ্পরবর্তীতে বর্ণিত শর্তসমূহ ইজারা গ্রহীতা(গণ) কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ায়, ইজারাদাতা এতদ্বারা ইজারা গ্রহীতা(গণ)কে ঐ সম্পূর্ণ ভূমির প্লট হস্তান্তর করিলেন যাহা হিসাবে পরিমাপকৃত ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত, যেই বর্ণিত ভূমির প্লট এতদসংগে লিখিত সিডিউলে আরো বিশেষভাবে লিখিত এবং উহাতে গোলাপী রঙ দ্বারা রঙ করা হইয়াছে, তাহা বর্ণিত ভূমির প্লট এর মধ্যকার বা যেই কোন ভাবে উহার সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার, সুবিধাদি এবং সর্ব প্রকার আনুষঙ্গিক বস্তুসহ হস্তান্তর করিলেন, তবে মহামহিম সন্মত এর মালিকানায ইহার ব্যতিক্রম এবং সংরক্ষণ হইবে, সকল ধরনের খনিজাত বস্তু, বালু এবং কাদা যাহা এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাপ্তি বা উহার নীচে আছে এবং এই সকল বস্তু বিষয়ে পূর্ণ অধিকার এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে, যাহাতে সকল সময়ে সকল কাজ এবং বিষয়াদি সম্পন্ন করা যায়, যাহা অনুসন্ধান, খনন, কাজ, সংগ্রহ এবং ঐগুলি ভোগ করার জন্য প্রয়োজনীয় এবং সুবিধাজনক হইতে পারে, ইহাতে সকল প্রকার ক্ষতির জন্য ইজারা গ্রহীতা(গণ) কে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে। এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমি ইজারা গ্রহীতা(গণ) এর নিকট সনের তারিখ হইতে চিরস্থায়ীভাবে প্রদান করা হইল।

I. এবং ইজারা গ্রহীতা(গণ) এতদ্বারা ইজারাদাতার সংগে শর্তবদ্ধ হইতেছেন।

(১) সময় সময় এবং সকল সময় সকল স্থানীয় অধিষ্ঠক, কর, শুল্ক এবং সর্ব প্রকার মূল্যায়ন যাহা এতদ্বারা হস্তান্তরকৃত ভূমি, উহার উপর নির্মিত বা নির্মিতব্য দালানাদির উপর বা উহার মালিক বা উহা সম্পর্কিত ভাড়াটিয়ার উপর, এখন বা এতদ্পরবর্তীতে, যেই কোন সময়ে আরোপিত, ধার্যকৃত বা মূল্যায়নকৃত উহা প্রদান এবং পরিশোধকরণ।

(২) এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমির উপর জন্মানো যেই কোন বৃক্ষাদি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের লিখিত সম্মতি ব্যতীত কর্তন না করা, ঐরূপ সম্মতি প্রদান অস্বীকার করা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বোর্ডের ধারণা মতে উহাতে পারিপার্শ্বিক এলাকার সুযোগ সুবিধার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে।

(৩) এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমির কোন অংশের উপর, এই দলিল সম্পাদনের সময় অবস্থিত দালান ব্যতীত এবং অন্য কোন দালান নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ না করা বা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণের অনুমতি প্রদান না করা, তদুপরি হস্তান্তরিত ভূমির উপর অবস্থিত কোন দালানের নকশা বা অংশ বিশেষে কোনরূপ সংযোজন বা পরিবর্তন না করা যাহাতে উহার ধারণা পরিবর্তন হয় বা সংশ্লিষ্ট ভূমি এবং দালানাদি সংশ্লিষ্ট অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ এর লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত দালিল সম্পাদনের সময় যেই প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে, উহা ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনে ব্যবহার না করা বা করিতে অনুমোদন প্রদান না করা,

সেই সম্মতি প্রদান অস্বীকার করা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখিত কর্মকর্তার মত অনুসারে এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ঐ ভূমি বা দালানসমূহ একজন সামরিক কর্মকর্তার বসবাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে বা উহার ধরন এমনভাবে পরিবর্তন হইবে, যাহা স্বাস্থ্য বিধানের দৃষ্টিকোণ হইতে আপত্তি জনক।

(৪) সকল সময়ে হস্তান্তরিত ভূমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যথাযথভাবে সংক্ষণ করা এবং উহার উপর অবস্থিত দালানসমূহ সঠিক এবং পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণে রাখা।

(৫) বর্ণিত ভূমি এবং দালানসমূহ বা উহার যেই কোন অংশের স্বত্ব নিয়োগ, হস্তান্তর বা উপ-ইজারা প্রদানের দুই মাসের মধ্যে ঐরূপ স্বত্ব নিয়োগ, হস্তান্তর বা উপ-ইজারার তথ্য সম্পর্কিত নোটিশ সংশ্লিষ্ট মিলিটারী এস্টেটস অফিসারকে প্রদান করা, যাহাতে এইরূপ প্রত্যেক স্বত্ব নিয়োগ, হস্তান্তর বা উপ-ইজারার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের নাম এবং বর্ণনা এবং বিবরণ ও উহার ফলাফল বর্ণিত হইবে।

II. **সর্বদা শর্ত থাকে এবং এতদ্বারা ইহা সম্মত ও ঘোষিত হইল যে,** এতদপূর্বে অন্তর্ভুক্ত কোন চুক্তি বা শর্তসমূহ যদি ইজারা গ্রহীতা(গণ) কর্তৃক বা তাহার/তাহাদের মাধ্যমে বা অধীনে কোন ব্যক্তি দ্বারা লঙ্ঘিত হয় বা প্রতিপালিত না হয় এবং যদি উহা সংশোধনের যথোচিত সুযোগ প্রদানের পরও উহা চলিতে থাকে, তবে ঐ ক্ষেত্রে, ইজারাদাতা পূর্বে কোন কারণ বিষয়ে স্বত্ব ত্যাগ করা সত্ত্বেও তাত্ক্ষণিকভাবে এই ইজারা বাতিল করিতে পারিবেন, যাহার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না, কিন্তু ইহার পর উহা দ্বারা হস্তান্তরিত প্রাপ্তগাদি ইজারা গ্রহীতা(গণ) কর্তৃক এই দলিল সম্পাদনের ঠিক পূর্বে বলবৎ শর্তাবলী সাপেক্ষে ভোগ করা হইবে।

III. **আরো শর্ত থাকে এবং এতদ্বারা আরো সম্মত ও ঘোষিত হইল যে,** ইজারা দাতা বর্ণিত ভূমি এবং দালানাদি ক্যান্টনমেন্টস (গৃহ আবাসন) আইন ৬, ১৯২৩ এর বিধানসমূহ এবং যাহা সময় সময় পুন: প্রণীত হইয়াছে, উহার অধীনে যেই কোন সময় দখল করিবার স্বাধীনতা ভোগ করিবেন।

IV. **আরো শর্ত থাকে এবং এতদ্বারা ইহা সম্মত ও ঘোষিত হইল যে,** সূত্রসমূহের আরো বিবেচনায় এবং বিশেষত: ঐ বিষয়ের বিবেচনায় যে, কোন খাজনা সংরক্ষিত হয় নাই এবং এই চুক্তির অধীনে শুধু নাম মাত্র প্রিমিয়াম প্রদেয় রাখা হইয়াছে, যদি উল্লেখিত ভূমি এবং দালানসমূহ বা উহাদের যেই কোন অংশ যেই কোন সময়ে কোন জনস্বার্থে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইজারাদাতা এই চুক্তি বাতিল এবং এই ভূমি এবং দালানসমূহ অধিগ্রহণ করিতে পারিবেন, যাহার জন্য ইজারা গ্রহীতা(গণ)কে অধিগ্রহণ করার সময়কালীন দালানের ঐ ভূমিতে নির্মাণের অনুমোদন করা হইয়াছিল, উহার বাজার মূল্য (যোগ শতকরা ১৫ ভাগ) প্রদান করা হইবে এবং ইহার জন্য সম্মত হইতে ব্যর্থ হইলে, উহার সমস্ত স্বত্ব হুকুম দখল করিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে, ইহা ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইন নং ১ এর অধীনে করা হইবে, যাহা ঐ সময়ের জন্য সংশোধিত বা পুন: প্রণীত হইয়াছে। ইহার ভিত্তি এইরূপ হইবে যে, ভূমি সংক্রান্ত বা এই চুক্তি বাতিল বিষয়ে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না। এতদসত্ত্বেও শর্ত থাকে যে, যদি ঐ ভূমি এবং দালান সমূহের কিয়দংশ মাত্র প্রয়োজন হয় এবং যদি ইজারা গ্রহীতা(গণ) সেইরূপ প্রয়োজন অনুভবন করেন, তবে ইজারাদাতা ঐ ভূমি ও দালানের সম্পূর্ণ অধিগ্রহণ করিবেন।

V. **এবং সর্বশেষ শর্ত থাকে যে,** ইতোপূর্বে ব্যবহৃত “ইজারাদাতা” এবং “ইজারা গ্রহীতা(গণ)” শব্দ সমূহ, যদি এইরূপ ব্যাখ্যা, প্রসংগের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে ইহাতে প্রথমে বর্ণিতটির ক্ষেত্রে তাহার উত্তরাধিকারী এবং স্বত্ব নিয়োগী এবং পরবর্তীটির ক্ষেত্রে, তাহার/তাহাদের উত্তরাধিকারী, বাস্তবায়নকারী, প্রশাসক বা অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এবং স্বত্ব নিয়োগীদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

উপরে উল্লেখিত সিডিউল নিরূপ।

ঐ সকল ভূমি যাহা-তে অবস্থিত এবং ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে সার্ভে নং- এর (অংশ হিসাবে) রেকর্ডকৃত আছে এবং যাহা নিরূপে সীমানাবদ্ধ -

উত্তরে দ্বারা
দক্ষিণে দ্বারা
পূর্বে দ্বারা
পশ্চিমে দ্বারা

যাহার সাক্ষ্যস্বরূপ এতদসংক্রান্ত পক্ষসমূহ উপরে প্রথমে লিখিত দিন এবং বৎসরে ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন।

দস্তখতকৃত
গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল এর পক্ষে
..... এর উপস্থিতিতে

সাক্ষী

উপরে বর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক

..... এর উপস্থিতিতে দস্তখতকৃত

সাক্ষী

তফসিল ৮

[বিধি ২৮(১) দ্রষ্টব্য]

ত্রিশ বৎসরের জন্য দালানের ইজারা যাহা ইজারা গ্রহীতার ইচ্ছাক্রমে
নব্বই বৎসর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য।

এই চুক্তিনামা সনের তারিখে গভর্নর জেনারেল ইন-কাউন্সিল (এতদ্পরবর্তীতে ইজারাদাতারূপে অভিহিত) প্রথম পক্ষ এবং স্থানের (এতদ্পরবর্তীতে) ইজারা গ্রহীতারূপে অভিহিত) অন্য পক্ষ এর মধ্যে সম্পাদিত হইল, যেইহেতু ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ২৮০ ধারার আওতায় প্রণীত বিধিমালা অনুসারে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড (এতদ্পরবর্তীতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নামে অভিহিত) এর নিশ্চিতকরণ ক্রমে ইজারাদাতার পক্ষে এতদ্পরবর্তীতে বর্ণিত ভূমির প্লট ইজারাগ্রহীতা/ইজারাগ্রহীতাগণকে এতদ্পরবর্তীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেইহেতু এখন এই চুক্তিনামা এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, যাহার আর্থিক বিবেচনা হিসাবে, এই চুক্তি সম্পাদনের সময় বা তৎপূর্বে টাকা প্রিমিয়াম পরিশোধ (যাহার প্রাপ্তি ইজারাদাতা এতদ্বারা স্বীকার করিতেছেন) এবং এতদ্পরবর্তীতে বর্ণিত খাজনা সংরক্ষিত হইয়াছে এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণকে ঐ সম্পূর্ণ ভূমির প্লট হস্তান্তর করিলেন যাহার পরিমাণ, যাহা এলাকায় ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত, যেই বর্ণিত ভূমির প্লট আরো সুনির্দিষ্টভাবে, এতদ্পরবর্তীতে লিখিত সিডিউলে বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহার সীমানা এতদসংযুক্ত নকশায় পৃথকভাবে দেখানো আছে এবং যাহা রঙ ও এর রঙ করা আছে, উহা সংশ্লিষ্ট ভূমির সকল অধিকার, সুবিধাদি এবং সকল প্রকার আনুষঙ্গিক বস্তু, যাহা উহার অন্তর্গত বা সংলগ্ন, তাহাসহ হস্তান্তর করা হইল। ইহার মধ্যে ব্যতিক্রম এবং ইজারাদাতার নিকট সংরক্ষিত থাকিবে সকল খনি, খনিজ পদার্থ, ঐ স্থানের সকল বস্তু, বালু এবং কাদা বা এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমির নীচের সকল পদার্থ। এই সকল বস্তুর উপর ইজারাদাতার সদাসর্বদা সম্পূর্ণ অধিকার এবং স্বাধীনতা সংরক্ষিত থাকিবে, যাহাতে ইজারাদাতা সকল কাজ বা বিষয় নিষ্পন্ন করিতে পারেন, যাহা খোদাই করা, কোন কাজ করা, কোন কিছু পাওয়া, অনুসন্ধান করা বা অপসারণ করার জন্য প্রয়োজন হয়, বা সুবিধাজনক হয় এবং যাহাতে ইজারাদাতা উহা ভোগ করিতে সক্ষম হয়, ইহাতে যদি ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে তাহারা সকল ক্ষতির জন্য যুক্তিযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইবেন, ইজারাদাতা সকল কাঠ, ফলবান বৃক্ষ ও অন্যান্য বৃক্ষ (কিছু ফল বা পাতা বা বৃক্ষের পতিত শাখা বা কর্তিত শাখা যাহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর লিখিত অনুমতি ক্রমে কর্তন করা হইয়াছে উহা ব্যতীত) বিষয়েও পূর্ণ স্বত্ববান থাকিবেন এবং ঐ স্থানের প্রবেশাধিকার থাকিবে, তাহারা ঐ গুলিকে চিহ্নিত করা, কাটা এবং বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। এতদ্বারা ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণকে হস্তান্তরিত ভূমি হইতে পর্যন্ত ত্রিশ বৎসর মেয়াদে ভোগদখলের জন্য ইজারা প্রদান করা হইল। ইহার বাৎসরিক খাজনা টাকা, যাহা সকল প্রকার কর্তনমুক্ত এবং যাহা সমপরিমাণ আধা বার্ষিক কিস্তিতে প্রত্যেক বৎসরের তারিখে এবং তারিখে,

মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের অফিস বা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এই উদ্দেশ্যে সময় সময় যেই স্থান নির্ধারণ করিবেন সেই স্থানে পরিশোধ যোগ্য। ইহার প্রথম কিস্তি পরবর্তী সনের মাসের দিনে প্রদেয়।

I. এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ এতদ্বারা ইজারাদাতার সংগে নিরূপ চুক্তিবদ্ধ হইলেন :-

- (১) ইজারাদাতাকে এতদ্বারা বরাদ্দকৃত মেয়াদে বার্ষিক খাজনা, যাহা এতদ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে, উহা এতদপূর্ববর্তীতে নির্ধারিত দিনে এবং পদ্ধতিতে পরিশোধ করিবেন।
- (২) বর্ণিত মেয়াদে সময়ে সময়ে এবং সকল সময়ে সকল কর, অধিকর, ধার্যকৃত অর্থ এবং প্রত্যেক বর্ণনার মূল্যায়নকৃত পরিশোধযোগ্য অর্থ, যাহা বর্তমানে বলবৎ আছে বা বর্ণিত মেয়াদের এতদপরবর্তী যেই কোন সময়ে এতদ্বারা হস্তান্তরিত স্থানের উপর বা উহার উপর নির্মিত দালানসমূহের উপর বা ভূমির মালিক বা উহার কোন ভাড়াটিয়ার উপর আরোপিত, ধার্যকৃত বা মূল্যায়নকৃত হইতে পারে, তাহা পরিশোধ করিবেন এবং উহা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করিবেন।
- (৩) এতদ্বারা হস্তান্তরিত স্থানের উপর বর্তমানে অবস্থিত বা পরবর্তী যেই কোন সময়ে জন্মানো, কোন বৃক্ষ বা অন্য বৃক্ষাদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর পূর্ব লিখিত অনুমোদন ব্যতীত কর্তন করিবেন না, পরন্তু উহা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করিবেন।
- (৪) এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমিতে কোনরূপ খনন না করা বা ঐ ভূমি হইতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের লিখিত সম্মতি ব্যতীত এবং তাহার দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী প্রতিপালন না করিয়া যেই কোন রূপ খনিজ পদার্থ, বালু বা কাদা অপসারণ না করা।
- (৫) এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী বর্ষপঞ্জি মাসের মধ্যে তাহার/তাহাদের নিজ খরচে এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমিতে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বর্হিবাটি, পয়ঃ সংযোগ, নর্দমা এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ক্যান্টনমেন্টস আইনের বিধান অনুসারে লিখিতভাবে অনুমোদিত নকশা অনুসারে ব্যবহারের উপযোগী একটি আবাসিক গৃহ/..... নির্মাণ করা এবং অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড এর লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমির কোন অংশে আবাসিক গৃহ/..... ব্যতীত অন্য কোনরূপ দালান নির্মাণ না করা বা করিতে না দেওয়া, যাহা এতদ্বারা নির্মাণের জন্য চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে।
- (৬) বর্ণিত বসতবাড়ীর নকশা বা কোন অংশে উপরে বর্ণিত রূপ সম্মতি ব্যতীত কোন পরিবর্তন না করা, তদুপরি উহা আবাসিক গৃহ/..... ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা বা করিতে না দেওয়া।
- (৭) বর্ণিত মেয়াদের সকল সময় উল্লেখিত আবাসিক গৃহ/..... এবং প্রাঙ্গণাদি যথাযথ এবং প্রভূত রক্ষণাবেক্ষণে রাখা এবং বর্ণিত মেয়াদ অস্তে বা উহা বাতিলের সংগে সংগে, শান্তিপূর্ণভাবে এইরূপ যথাযথ এবং প্রভূত রক্ষণাবেক্ষণকৃত অবস্থায় ইজারাদাতার নিকট প্রত্যর্পণ করা।
- (৮) এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাঙ্গণাদি বা উহার কোন অংশের প্রত্যেক স্বত্ব নিয়োগ, হস্তান্তর বা উপ-ইজারার সংগে সংগে বা উহার এক মাস মেয়াদের মধ্যে, এইরূপ স্বত্ব নিয়োগ, হস্তান্তর বা উপ-ইজারার একটি নোটিশ মিলিটারী এস্টেটস অফিসারকে প্রদান করা, যাহাতে উহা সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের নামসমূহ এবং বর্ণনা এবং উহার ফলাফল বিবৃত থাকিবে।

II. **সর্বদাই শর্ত থাকে যে,** যদি এতদ্বারা সংরক্ষিত খাজনার কোন অংশ, উহা যেই তারিখে প্রদেয় ছিল, উহার পরবর্তী একমাস পর্যন্ত বকেয়া বা অপরিশোধিত থাকে,

যদিও ইহা দাবী করা হইয়া থাকে বা না থাকে, যদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মত অনুসারে ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ বা তাদের মাধ্যমে দাবীদার, বা তাহার/তাহাদের অধীনস্থ কাহারো দ্বারা এতদ্বর্ণিত কোন নিয়মাবলী বা শর্তসমূহ কোনরূপে লঙ্ঘিত হইয়াছে, তখন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে, ইজারা দাতা পূর্বের কোন কারণ বা পুনঃপ্রবেশের অধিকার পরিমার্জনা সত্ত্বেও এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাপ্তগণের যেই কোন অংশে বা উহার উপরস্থিত দালানসমূহের যেই কোন অংশে প্রবেশ করিতে পারিবেন, যাহা পূর্ণ প্রাপ্তগণে প্রবেশ হিসাবে গণ্য হইবে এবং ইহার ফলশ্রুতিতে বর্ণিত প্রাপ্তগণাদি এবং দালানসমূহ ইজারা দাতার ব্যবহারে চলিয়া আসিবে এবং তাহার উপর ন্যস্ত হইবে এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ কোনরূপ ক্ষতিপূরণের দাবীদার হইবেন না।

III. আরো শর্ত থাকে যে, এতদ্বারা বরাদ্দকৃত মেয়াদ শেষে, ইজারাদাতা, ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের অনুরোধক্রমে এবং ব্যয়ে এবং একাধিক্রমে উহার পরবর্তীতে সময় সময় বরাদ্দকৃত এইরূপ প্রত্যেক ক্রমানুবর্তী আরো বৎসরের মেয়াদ অন্তে, মেয়াদ গ্রহণকারীকে, এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাপ্তগণাদির ত্রিশ বৎসর কালীন মেয়াদের নবায়নের মাধ্যমে একটি নতুন ইজারা সম্পাদন করিয়া দিবেন, কিন্তু এইরূপ নবায়নকৃত বৎসরের মেয়াদ, যাহা বরাদ্দ করা হইবে, উহা মূল মেয়াদের বৎসরসহ মোট নব্বই বৎসরের অধিক হইবে না এবং এইরূপ নবায়নকৃত ইজারা শুধু এইরূপ খাজনায় বরাদ্দ করা হইবে, যাহা ঐ সময়ে বর্তমান কোন ইজারার জন্য সংরক্ষিত খাজনা হইতে (নবায়নকৃত ইজারার ঠিক পূর্বে, হয় মূল বা নবায়নকৃত) উহার খাজনার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হারে বৃদ্ধির মধ্যে থাকিবে, যাহা ইজারাদাতা নির্ধারণ করিবেন এবং উহা দ্বারা সংরক্ষিত পরিমাণ খাজনা ব্যতীত এবং যেইরূপ শর্তে, উহা বরাদ্দ করা হয়, উহা ব্যতীত, এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাপ্তগণাদির প্রত্যেক নবায়নকৃত ইজারায় এইরূপ চুক্তির শর্তাবলী এবং নিয়মাবলী থাকিবে, যাহা বর্তমান দলিলে আছে এবং উহা যতটুকু প্রযোজ্য হয়।

IV. আরো শর্ত থাকে যে, ইতোপূর্বে ব্যবহৃত “ইজারাদাতা” এবং “ইজারাগ্রহীতা(গণ)” শব্দ সমূহ, যদি এইরূপ ব্যাখ্যা, প্রসংগের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে ইহাতে প্রথমে বর্ণিতটির ক্ষেত্রে তাহার উত্তরাধিকারী এবং স্বত্ব নিয়োগী এবং পরবর্তীটির ক্ষেত্রে তাহার/তাহাদের উত্তরাধিকারী, বাস্তবায়নকারী, প্রশাসক বা অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এবং স্বত্ব নিয়োগীদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

উপরে উল্লিখিত সিডিউল নিরূপ

ঐ সকল ভূমি যাহা তে অবস্থিত এবং ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে সার্ভে নং এর (অংশ) হিসাবে রেকর্ডকৃত আছে এবং যাহা নিরূপে সীমানাবদ্ধ -

উত্তরে দ্বারা
দক্ষিণে দ্বারা
পূর্বে দ্বারা
পশ্চিমে দ্বারা

যাহার সাক্ষ্যস্বরূপ, এতদসংক্রান্ত পক্ষসমূহ উপরে প্রথমে লিখিত দিন এবং বৎসরে ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন।

দস্তখতকৃত
গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল এর পক্ষে
..... এর উপস্থিতিতে }

সাক্ষী
উপরে বর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক
..... এর উপস্থিতিতে দস্তখতকৃত
সাক্ষী }

টাকা।- ইজারা সম্পাদনের পূর্বে অবশ্যই কালেক্টর/অফিসার কমান্ডিং ইন-চীফ, দি কমান্ড/কেন্দ্রীয় সরকার এর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

তফসিল ৯

[বিধি ৩১(১) দ্রষ্টব্য]

অনধিক ত্রিশ বৎসর মেয়াদী এবং অনবায়নযোগ্য দালান ইজারা।

এই চুক্তিনামা সনের তারিখে গভর্নর জেনারেল ইন-কাউন্সিল (এতদপরবর্তীতে ইজারাদাতা রূপে অভিহিত) প্রথম পক্ষ এবং স্থানের (এতদপরবর্তীতে ইজারা গ্রহীতারূপে অভিহিত) অন্য পক্ষ এর মধ্যে সম্পাদিত হইল যেইহেতু ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ২৮০ ধারার আওতায় প্রণীত বিধিমালা অনুসারে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড (এতদপরবর্তীতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, সার্কেল/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ক্যান্টনমেন্ট (এতদপরবর্তীতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নামে অভিহিত) এর নিশ্চিতকরণ ক্রমে ইজারাদাতার পক্ষে এতদপরবর্তীতে বর্ণিত ভূমির প্লট ইজারা গ্রহীতা/ইজারা গ্রহীতাগণকে এতদপরবর্তীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেইহেতু এখন এই চুক্তিনামা এইরূপে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, যাহার আর্থিক বিবেচনা হিসাবে, এই চুক্তি সম্পাদনের সময় বা তৎপূর্বে টাকা প্রিমিয়াম পরিশোধ (যাহার প্রাপ্তি ইজারাদাতা এতদ্বারা স্বীকার করিতেছেন) এবং এতদপরবর্তীতে বর্ণিত খাজনা সংরক্ষিত হইয়াছে এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের পক্ষ হইতে এতদপরবর্তীতে সংযোজিত শর্তসমূহ রহিয়াছে, সেই প্রেক্ষিতে ইজারাদাতা ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণকে ঐ সম্পূর্ণ ভূমির প্লট হস্তান্তর করিলেন, যাহার পরিমাণ, যাহা এলাকায় ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত, যেই বর্ণিত ভূমির প্লট আরো সুনির্দিষ্টভাবে, এতদপরবর্তীতে লিখিত তফসিলে বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহার সীমানা এতদসংযুক্ত নকশায় পৃথকভাবে দেখানো আছে এবং যাহা রঙ এ রঙ করা আছে, উহা সংশ্লিষ্ট ভূমির সকল অধিকার, সুবিধাদি এবং সকল প্রকার আনুষঙ্গিক বস্তু, যাহা উহার অন্তর্গত বা সংলগ্ন, তাহাসহ হস্তান্তর করা হইল। ইহার মধ্যে ব্যতিক্রম এবং ইজারাদাতার নিকট সংরক্ষিত থাকিবে সকল খনি, খনিজ পদার্থ, ঐ স্থানের সকল বস্তু, বালু এবং কাদা বা এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমির নীচের সকল পদার্থ। এই সকল বস্তুর উপর ইজারাদাতার সদাসর্বদা সম্পূর্ণ অধিকার এবং স্বাধীনতা সংরক্ষিত থাকিবে, যাহাতে ইজারাদাতা সকল কাজ বা বিষয় নিষ্পন্ন করিতে পারেন, যাহা খোদাই করা, কোন কাজ করা, কোন কিছু পাওয়া, অনুসন্ধান করা বা অপসারণ করার জন্য প্রয়োজন হয়, বা সুবিধাজনক হয় এবং যাহাতে ইজারাদাতা উহা ভোগ করিতে সক্ষম হয়, ইহাতে যদি ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে তাহারা সকল ক্ষতির জন্য যুক্তিযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইবেন, ইজারাদাতা সকল কাঠ, ফলবান বৃক্ষ ও অন্যান্য বৃক্ষ (কিন্তু ফল বা পাতা বা বৃক্ষের পতিত শাখা বা কর্তিত শাখা যাহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর লিখিত অনুমতি ক্রমে কর্তন করা হইয়াছে উহা ব্যতীত) বিষয়েও পূর্ণ স্বত্ববান থাকিবেন এবং ঐ স্থানের প্রবেশাধিকার থাকিবে, তাহারা ঐ গুলিকে চিহ্নিত করা, কাটা এবং বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। এতদ্বারা ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণকে হস্তান্তরিত ভূমি হইতে পর্যন্ত বৎসর মেয়াদের জন্য (যাহা এতদপরবর্তীতে বর্ণিত উপায়ে বাতিলযোগ্য) ভোগদখলের জন্য ইজারা প্রদান করা হইল। ইহার বাৎসরিক খাজনা টাকা, যাহা সকল প্রকার কর্তনমুক্ত এবং যাহা সমপরিমাণ আধা বার্ষিক কিস্তিতে প্রত্যেক বৎসরের তারিখে এবং তারিখে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের অফিস/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এই উদ্দেশ্যে সময় সময় যেই স্থান নির্ধারণ করিবেন সেই স্থানে পরিশোধ যোগ্য। ইহার প্রথম কিস্তি পরবর্তী সনের মাসের দিনে প্রদেয়।

I. এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ এতদ্বারা ইজারাদাতার সংগে নিরূপ চুক্তিবদ্ধ হইলেন :-

(১) ইজারাদাতাকে এতদ্বারা বরাদ্দকৃত মেয়াদে বার্ষিক খাজনা, যাহা এতদ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে, উহা এতদপূর্ববর্তীতে নির্ধারিত দিনে এবং পদ্ধতিতে পরিশোধ করিবেন।

- (২) বর্ণিত মেয়াদে সময়ে সময়ে এবং সকল সময়ে সকল কর, অধিকর, ধার্যকৃত অর্থ এবং প্রত্যেক বর্ণনার মূল্যায়নকৃত পরিশোধযোগ্য অর্থ, যাহা বর্তমানে বলবৎ আছে বা বর্ণিত মেয়াদের এতদপরবর্তী যেই কোন সময়ে এতদ্বারা হস্তান্তরিত স্থানের উপর বা উহার উপর নির্মিত দালানসমূহের উপর বা ভূমির মালিক বা উহার কোন ভাড়াটিয়ার উপর আরোপিত, ধার্যকৃত বা মূল্যায়নকৃত হইতে পারে, তাহা পরিশোধ করিবেন এবং উহা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করিবেন।
- (৩) এতদ্বারা হস্তান্তরিত স্থানের উপর বর্তমানে অবস্থিত বা পরবর্তী যেই কোন সময়ে জন্মানো, কোন বৃক্ষ বা অন্য বৃক্ষাদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর পূর্ব লিখিত অনুমোদন ব্যতীত কর্তন করিবেন না, পরন্তু উহা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করিবেন।
- (৪) এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমিতে কোনরূপ খনন না করা বা ঐ ভূমি হইতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের লিখিত সম্মতি ব্যতীত এবং তাহার দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী প্রতিপালন না করিয়া যেই কোন রূপ খনিজ পদার্থ, বালু বা কাদা অপসারণ না করা।
- (৫) এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী বর্ষপঞ্জি মাসের মধ্যে তাহার/তাহাদের নিজ খরচে এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমিতে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বর্হিবাটি, পয়ঃ সংযোগ, নর্দমা এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ক্যান্টনমেন্টস আইনের বিধান অনুসারে লিখিতভাবে অনুমোদিত নকশা অনুসারে ব্যবহারের উপযোগী একটি আবাসিক গৃহ/..... নির্মাণ করা এবং অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড এর লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমির কোন অংশে আবাসিক গৃহ/..... ব্যতীত অন্য কোনরূপ দালান নির্মাণ না করা বা করিতে না দেওয়া, যাহা এতদ্বারা নির্মাণের জন্য চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে।
- (৬) বর্ণিত আবাসিক গৃহ/..... এর নকশা বা কোন অংশে উপরে বর্ণিত রূপ সম্মতি ব্যতীত কোন পরিবর্তন না করা, তদুপরি উহা আবাসিক গৃহ/..... ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা বা করিতে না দেওয়া।
- (৭) বর্ণিত মেয়াদের সকল সময় উল্লেখিত আবাসিক গৃহ/..... এবং প্রাঙ্গণাদি যথাযথ এবং প্রভূত রক্ষণাবেক্ষণে রাখা এবং বর্ণিত মেয়াদ অন্তে বা উহা বাতিলের সংগে সংগে, শান্তিপূর্ণভাবে এইরূপ যথাযথ এবং প্রভূত রক্ষণাবেক্ষণ অবস্থায় ইজারাদাতার নিকট প্রত্যর্পণ করা।
- (৮) এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাঙ্গণাদি বা উহার কোন অংশের প্রত্যেক স্বত্ব নিয়োগ, হস্তান্তর বা উপ-ইজারার সংগে সংগে বা উহার একমাস মেয়াদের মধ্যে, এইরূপ স্বত্ব নিয়োগ, হস্তান্তর বা উপ-ইজারার একটি নোটিশ মিলিটারী এস্টেটস অফিসারকে প্রদান করা, যাহাতে উহা সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ এবং বর্ণনা এবং উহার ফলাফল বিবৃত থাকিবে।

II. **সর্বদাই শর্ত থাকে যে,** যদি এতদ্বারা সংরক্ষিত খাজনার কোন অংশ, উহা যেই তারিখে প্রদেয় ছিল, উহার পরবর্তী একমাস পর্যন্ত বকেয়া বা অপরিশোধিত থাকে, যদিও ইহা দাবী করা হইয়া থাকে বা না থাকে, যদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মত অনুসারে ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ বা তাদের মাধ্যমে দাবীদার, বা তাহার/তাহাদের অধীনস্থ কাহারো দ্বারা, এতদবর্ণিত কোন নিয়মাবলী বা শর্তসমূহ কোনরূপে লঙ্ঘিত হইয়াছে তখন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে, ইজারাদাতা পূর্বের কোন কারণ বা পুনঃ প্রবেশের অধিকার পরিমার্জনা সত্ত্বেও, এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাঙ্গণের যেই কোন অংশে বা উহার

উপরস্থিত দালানসমূহের যেই কোন অংশে প্রবেশ করিতে পারিবেন, যাহা পূর্ণ প্রাপ্তিতে প্রবেশ হিসাবে গণ্য হইবে এবং ইহার ফলশ্রুতিতে বর্ণিত প্রাপ্তাদি এবং দালানসমূহ ইজারা দাতার ব্যবহারে চলিয়া আসিবে এবং তাহার উপর ন্যস্ত হইবে এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ কোনরূপ ক্ষতিপূরণের দাবীদার হইবেন না।

III. আরো শর্ত থাকে যে, ইতোপূর্বে ব্যবহৃত “গভর্নর জেনারেল” এবং “ইজারাদাতা” এবং “ইজারা গ্রহীতা(গণ)” শব্দসমূহ, যদি এইরূপ ব্যাখ্যা, প্রসংগের সহিত অসঙ্গতপূর্ণ না হয়, তবে ইহাতে প্রথমে বর্ণিতটির ক্ষেত্রে, তাহার উত্তরাধিকারী এবং স্বত্ব নিয়োগী এবং পরবর্তীটির ক্ষেত্রে, তাহার/তাহাদের উত্তরাধিকারী, বাস্তবায়নকারী, প্রশাসক বা অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এবং স্বত্ব নিয়োগীদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

উপরে উল্লিখিত সিডিউল নিরূপ

এ সকল ভূমি যাহা তে অবস্থিত এবং ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে সার্ভে নং এর (অংশ) হিসাবে রেকর্ডকৃত আছে এবং যাহা নিরূপে সীমানাবদ্ধ –

উত্তরে দ্বারা
দক্ষিণে দ্বারা
পূর্বে দ্বারা
পশ্চিমে দ্বারা

যাহার সাক্ষ্যস্বরূপ এতদসংক্রান্ত পক্ষসমূহ উপরে প্রথমে লিখিত দিন এবং বৎসরে ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন।

দস্তখতকৃত
গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল এর পক্ষে
..... এর উপস্থিতিতে

সাক্ষী
উপরে বর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক
..... এর উপস্থিতিতে দস্তখতকৃত
সাক্ষী

টীকা।- ইজারা সম্পাদনের পূর্বে অবশ্যই অফিসার কমান্ডিং ইন-চীফ, কমান্ড/ কেন্দ্রীয় সরকার এর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

তফসিল ১০

[বিধি ৩১(১) দ্রষ্টব্য]

দালানের চিরস্থায়ী ইজারা।

এই চুক্তিনামা সনের তারিখে গভর্নর জেনারেল ইন-কাউন্সিল (এতদপরবর্তীতে ইজারাদাতা রূপে অভিহিত) প্রথম পক্ষ এবং স্থানের (এতদপরবর্তীতে ইজারা গ্রহীতারূপে অভিহিত) অন্য পক্ষ এর মধ্যে সম্পাদিত হইল।

যেইহেতু ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ২৮০ ধারার আওতায় প্রণীত বিধিমালা অনুসারে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড (এতদপরবর্তীতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার, সার্কেল/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ক্যান্টনমেন্ট (এতদপরবর্তীতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নামে অভিহিত) এর নিশ্চিতকরণ ক্রমে ইজারাদাতার পক্ষে এতদপরবর্তীতে বর্ণিত ভূমির প্লট ইজারা গ্রহীতা/ইজারা গ্রহীতাগণকে এতদপরবর্তীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করিতে সম্মত হইয়াছেন,

সেইহেতু এখন এই চুক্তিনামা এইরূপে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, যাহার আর্থিক বিবেচনা হিসাবে এই চুক্তি সম্পাদনের সময় বা তৎপূর্বে টাকা প্রিমিয়াম পরিশোধ (যাহার প্রাপ্তি ইজারাদাতা এতদ্বারা স্বীকার করিতেছেন) এবং এতদ্পরবর্তীতে বর্ণিত খাজনা সংরক্ষিত হইয়াছে এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের পক্ষ হইতে এতদ্পরবর্তীতে সংযোজিত শর্তসমূহ রহিয়াছে, সেই প্রেক্ষিতে ইজারাদাতা ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণকে ঐ সম্পূর্ণ ভূমির প্লট হস্তান্তর করিলেন, যাহার পরিমাণ, যাহা এলাকায় ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত, যেই বর্ণিত ভূমির প্লট আরো সুনির্দিষ্টভাবে এতদ্পরবর্তীতে লিখিত তফসিলে বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহার সীমানা এতদসংযুক্ত নকশায় পৃথকভাবে দেখানো আছে এবং যাহা রঙ এ রঙ করা আছে, উহা সংশ্লিষ্ট ভূমির সকল অধিকার, সুবিধাদি এবং সকল প্রকার আনুষঙ্গিক বস্তু, যাহা উহার অন্তর্গত বা সংলগ্ন, তাহাসহ হস্তান্তর করা হইল। ইহার মধ্যে ব্যতিক্রম এবং ইজারাদাতার নিকট সংরক্ষিত থাকিবে সকল খনি, খনিজ পদার্থ, ঐ স্থানের সকল বস্তু, বালু এবং কাদা বা এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমির নীচের সকল পদার্থ। এই সকল বস্তুর উপর ইজারাদাতার সদাসর্বদা সম্পূর্ণ অধিকার এবং স্বাধীনতা সংরক্ষিত থাকিবে, যাহাতে ইজারাদাতা সকল কাজ বা বিষয় নিষ্পন্ন করিতে পারেন, যাহা খোদাই করা, কোন কাজ করা, কোন কিছু পাওয়া, অনুসন্ধান করা বা অপসারণ করার জন্য প্রয়োজন হয়, বা সুবিধাজনক হয় এবং যাহাতে ইজারাদাতা উহা ভোগ করিতে সক্ষম হয়, ইহাতে যদি ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে তাহারা সকল ক্ষতির জন্য যুক্তিযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইবেন, ইজারাদাতা সকল কাঠ, ফলবান বৃক্ষ ও অন্যান্য বৃক্ষ (কিছুর ফল বা পাতা বা বৃক্ষের পতিত শাখা বা কর্তিত শাখা, যাহা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর লিখিত অনুমতি ক্রমে কর্তন করা হইয়াছে উহা ব্যতীত) বিষয়েও পূর্ণ স্বত্ববান থাকিবেন এবং ঐ স্থানের প্রবেশাধিকার থাকিবে, তাহারা ঐ গুলিকে চিহ্নিত করা, কাটা এবং বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। এতদ্বারা ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণকে হস্তান্তরিত ভূমি হইতে পর্যন্ত বৎসর মেয়াদের জন্য (যাহা এতদ্পরবর্তীতে বর্ণিত উপায়ে বাতিলযোগ্য) ভোগদখলের জন্য ইজারা প্রদান করা হইল। ইহার বাৎসরিক খাজনা টাকা, যাহা সকল প্রকার কর্তনমুক্ত এবং যাহা সমপরিমাণ আধা বার্ষিক কিস্তিতে প্রত্যেক বৎসরের তারিখে এবং তারিখে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের অফিস/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এই উদ্দেশ্যে সময় সময় যেই স্থান নির্ধারণ করিবেন সেই স্থানে পরিশোধ যোগ্য। ইহার প্রথম কিস্তি পরবর্তী সনের মাসের দিনে প্রদেয়।

I. এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ এতদ্বারা ইজারাদাতার সংগে নিরূপ চুক্তিবদ্ধ হইলেন :-

- (১) ইজারাদাতাকে এতদ্বারা বরাদ্দকৃত মেয়াদে বার্ষিক খাজনা, যাহা এতদ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে, উহা এতদ্পূর্ববর্তীতে নির্ধারিত দিনে এবং পদ্ধতিতে পরিশোধ করিবেন।
- (২) বর্ণিত মেয়াদে সময়ে সময়ে এবং সকল সময়ে সকল কর, ট্যাক্স, ধার্যকৃত অর্থ এবং প্রত্যেক বর্ণনার মূল্যায়নকৃত পরিশোধযোগ্য অর্থ, যাহা বর্তমানে বলবৎ আছে বা বর্ণিত মেয়াদের এতদ্পরবর্তী যেই কোন সময়ে এতদ্বারা হস্তান্তরিত স্থানের উপর বা উহার উপর নির্মিত দালানসমূহের উপর বা ভূমির মালিক বা উহার কোন ভাড়াটিয়ার উপর আরোপিত, ধার্যকৃত বা মূল্যায়নকৃত হইতে পারে, তাহা পরিশোধ করিবেন এবং উহা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করিবেন।
- (৩) এতদ্বারা হস্তান্তরিত স্থানের উপর বর্তমানে অবস্থিত বা পরবর্তী যেই কোন সময়ে জন্মানো, কোন বৃক্ষ বা অন্য বৃক্ষাদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর পূর্ব লিখিত অনুমোদন ব্যতীত কর্তন করিবেন না, পরন্তু উহা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করিবেন।
- (৪) এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমিতে কোনরূপ খনন না করা বা ঐ ভূমি হইতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের লিখিত সম্মতি ব্যতীত এবং তাহার দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী প্রতিপালন না করিয়া যেই কোন রূপ খনিজ পদার্থ, বালু বা কাদা অপসারণ না করা।
- (৫) এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী বর্ষপঞ্জি মাসের মধ্যে তাহার/তাহাদের নিজ খরচে এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমিতে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বর্হিবাটি, পয়ঃ সংযোগ, নর্দমা এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ক্যান্টনমেন্টস আইনের বিধান অনুসারে লিখিতভাবে অনুমোদিত নকশা অনুসারে ব্যবহারের উপযোগী একটি আবাসিক গৃহ/ নির্মাণ করা এবং

অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, দি কমান্ড এর লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমির কোন অংশে আবাসিক গৃহ/..... ব্যতীত অন্য কোনরূপ দালান নির্মাণ না করা বা করিতে না দেওয়া, যাহা এতদ্বারা নির্মাণের জন্য চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে।

(৬) বর্ষিত বসতবাড়ীর নকশা বা কোন অংশে উপরে বর্ষিতরূপ সম্মতি ব্যতীত কোন পরিবর্তন না করা, তদুপরি উহা আবাসিক গৃহ/..... ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা বা করিতে না দেওয়া।

(৭) বর্ষিত মেয়াদের সকল সময় উল্লেখিত আবাসিক গৃহ/..... এবং প্রাঙ্গণাদি যথাযথ এবং প্রভূতরূপে রক্ষণাবেক্ষণে রাখা এবং বর্ষিত মেয়াদ অস্তে বা উহা বাতিলের সংগে সংগে, শান্তিপূর্ণভাবে এইরূপ যথাযথ এবং প্রভূত রক্ষণাবেক্ষণ অবস্থায় ইজারাদাতার নিকট প্রত্যর্পন করা।

(৮) এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাঙ্গণাদি বা উহার কোন অংশের প্রত্যেক স্বত্ব নিয়োগ, হস্তান্তর বা উপ-ইজারার সংগে সংগে বা উহার একমাস মেয়াদের মধ্যে, এইরূপ স্বত্ব নিয়োগ, হস্তান্তর বা উপ-ইজারার একটি নোটিশ মিলিটারী এস্টেটস অফিসারকে প্রদান করা, যাহাতে উহা সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ এবং বর্ণনা এবং উহার ফলাফল বিবৃত থাকিবে।

II. সর্বদা শর্ত থাকে যে, এবং পূর্বে যাহাই বিবৃত হউক না কেন, যদি এতদ্বারা সংরক্ষিত খাজনার কোন অংশ, বকেয়া হয় বা যদি যেই দিবসে উহা প্রদেয় হয়, উহা হইতে এক বর্ষগঞ্জি মাসের মধ্যে পরিশোধিত না হয়, যদিও উহা দাবী করা হউক বা না হউক, বা যদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর মত অনুসারে, ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ দ্বারা বা তাহার/তাহাদের সংগে সংশ্লিষ্ট বা তাহার/তাহাদের অধীনস্থ কাহারো দ্বারা এতদপূর্বে বর্ষিত চুক্তির কোন শর্ত বা অংশ লঙ্ঘিত হয় তখন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে, ইজারাদাতা পূর্বের কোন কারণ বা পুন: প্রবেশের অধিকার পরিমার্জনা সত্ত্বেও এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাঙ্গণাদির কোন অংশে বা উহার উপর অবস্থিত দালানাদির অংশ বিশেষে প্রবেশ করিতে পারিবেন, যাহা সম্পূর্ণ অংশে প্রবেশের সামিল গণ্য হইবে এবং দালানাদি ইজারাদাতার ব্যবহারে থাকিবে এবং তাহার উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই হস্তান্তর সম্পূর্ণরূপে বাতিল হইয়া যাইবে এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ কোনরূপ ক্ষতিপূরণই পাইবার দাবীদার হইবেন না।

III. ইহাও শর্ত থাকে যে, হস্তান্তরিত প্রাঙ্গণাদির খাজনা প্রত্যেক ক্রমানুবর্তী অন্যান্য ত্রিশ বৎসর পর পর পুন: নির্ধারণ করা হইবে, তবে খাজনা বৃদ্ধির পরিমাণ যেই সময়ের জন্য উহা পুন: নির্ধারণ করা হইবে, উহার ঠিক পূর্বের মেয়াদের খাজনার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এর অধিক হইবে না।

IV. ইহাও শর্ত থাকে যে, ইতোপূর্বে ব্যবহৃত “ইজারাদাতা” এবং “ইজারা গ্রহীতা(গণ)” শব্দ সমূহ, যদি এইরূপ ব্যাখ্যা, প্রসংগের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে ইহাতে প্রথমে বর্ষিতটির ক্ষেত্রে, তাহার উত্তরাধিকারী এবং স্বত্ব নিয়োগী এবং পরবর্তীটির ক্ষেত্রে, তাহার/তাহাদের উত্তরাধিকারী, বাস্তবায়নকারী, প্রশাসক বা অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এবং স্বত্ব নিয়োগীদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

উপরে উল্লেখিত সিডিউল নিরূপ।

ঐ সকল ভূমি যাহা-তে অবস্থিত এবং ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে সার্ভে নং- এর (অংশ) হিসাবে রেকর্ড আছে এবং যাহা নিরূপে সীমানাবদ্ধ -

উত্তরে দ্বারা
দক্ষিণে দ্বারা
পূর্বে দ্বারা
পশ্চিমে দ্বারা

যাহার সাক্ষ্যস্বরূপ এতদসংক্রান্ত পক্ষসমূহ উপরে প্রথমে লিখিত দিন এবং বৎসরে ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন।

দস্তখতকৃত
গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল এর পক্ষে
..... এর উপস্থিতিতে

সাক্ষী
উপরে বর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক
..... এর উপস্থিতিতে দস্তখতকৃত
সাক্ষী

টীকা।- ইজারা সম্পাদনের পূর্বে অবশ্যই অফিসার কমান্ডিং ইন-চীফ, কমান্ড/ কেন্দ্রীয় সরকার এর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

তফসিল ১১

[বিধি ৩২(১) দ্রষ্টব্য]

গণস্বার্থে সুবিধাজনক শর্তে দালানের চিরস্থায়ী ইজারা।

এই চুক্তিনামা সনের তারিখে গভর্নর জেনারেল ইন-কাউন্সিল (এতদপরবর্তীতে ইজারাদাতা রূপে অভিহিত) প্রথম পক্ষ এবং স্থানের (এতদপরবর্তীতে ইজারা গ্রহীতারূপে অভিহিত) অন্য পক্ষ এর মধ্যে সম্পাদিত হইল।

যেইহেতু ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ২৮০ ধারার আওতায় প্রণীত বিধিমালা অনুসারে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড (এতদপরবর্তীতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ক্যান্টনমেন্ট (এতদপরবর্তীতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নামে অভিহিত) এর নিশ্চিতকরণ ক্রমে ইজারাদাতার পক্ষে এতদপরবর্তীতে বর্ণিত ভূমির প্লট ইজারা গ্রহীতা/ইজারা গ্রহীতাগণকে এতদপরবর্তীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে একটি নির্মাণের জন্য হস্তান্তর করিতে সম্মত হইয়াছেন।

এখন এই চুক্তিনামা এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, যাহার আর্থিক বিবেচনা হিসাবে এতদপরবর্তীতে বর্ণিত খাজনা সংরক্ষিত হইয়াছে এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের পক্ষ হইতে এতদপরবর্তীতে সংযোজিত শর্তসমূহ রহিয়াছে, সেই প্রেক্ষিতে ইজারাদাতা, ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণকে **ঐ সম্পূর্ণ ভূমির** প্লটটি হস্তান্তর করিলেন, যাহার পরিমাণ, যাহা এলাকায় ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত, যেই বর্ণিত ভূমির প্লট আরো সুনির্দিষ্টভাবে এতদপরবর্তীতে লিখিত তফসিলে বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহার সীমানা এতদসংযুক্ত নকশায় পৃথকভাবে দেখানো আছে এবং যাহা রঙ এ রঙ করা আছে, উহা সংশ্লিষ্ট ভূমির সকল অধিকার, সুবিধাদি এবং সকল প্রকার আনুষঙ্গিক বস্তু, যাহা উহার অন্তর্গত বা সংলগ্ন, **তাহাসহ** হস্তান্তর করা হইল। এতদ্বারা ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণকে হস্তান্তরিত ভূমি হইতে চিরস্থায়ীভাবে ভোগদখলের জন্য ইজারা প্রদান করা হইল। ইহার বাৎসরিক খাজনা টাকা, যাহা সকল প্রকার কর্তনমুক্ত এবং যাহা সমপরিমাণ আধা বার্ষিক কিস্তিতে প্রত্যেক বৎসরের তারিখে এবং তারিখে মিলিটারী এস্টেটস অফিসারের অফিস/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এই উদ্দেশ্যে সময় সময় যেই স্থান নির্ধারণ করিবেন সেই স্থানে পরিশোধ যোগ্য। ইহার প্রথম কিস্তি পরবর্তী সনের মাসের দিনে প্রদেয়।

I. এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ এতদ্বারা ইজারাদাতার সংগে নিরূপ চুক্তিবদ্ধ হইলেন :-

- (১) ইজারাদাতাকে এতদ্বারা বরাদ্দকৃত মেয়াদে বার্ষিক খাজনা, যাহা এতদ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে, উহা এতদপূর্ববর্তীতে নির্ধারিত দিনে এবং পদ্ধতিতে পরিশোধ করিবেন।
- (২) বর্ণিত মেয়াদে সময়ে সময়ে এবং সকল সময়ে সকল কর, অধিকর, ধার্যকৃত অর্থ এবং প্রত্যেক বর্ণনার মূল্যায়নকৃত পরিশোধযোগ্য অর্থ, যাহা বর্তমানে বলবৎ আছে বা বর্ণিত মেয়াদের এতদপূর্ববর্তী যেই কোন সময়ে এতদ্বারা হস্তান্তরিত স্থানের উপর বা উহার উপর নির্মিত দালান সমূহের উপর বা ভূমির মালিক বা উহার কোন ভাড়াটিয়ার উপর আরোপিত, ধার্যকৃত বা মূল্যায়নকৃত হইতে পারে, তাহা পরিশোধ করিবেন এবং উহা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করিবেন।
- (৩) এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী বর্ষপঞ্জি মাসের মধ্যে তাহার/তাহাদের নিজ খরচে এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমিতে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বর্হিবাটি, পয়ঃ সংযোগ, নর্দমা এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ক্যান্টনমেন্টস আইনের বিধান অনুসারে লিখিতভাবে অনুমোদিত নকশা অনুসারে ব্যবহারের উপযোগী একটি নির্মাণ করা এবং অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, কমান্ড এর লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমির কোন অংশে ব্যতীত অন্য কোনরূপ দালান নির্মাণ না করা বা করিতে না দেওয়া, যাহা এতদ্বারা নির্মাণের জন্য চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে।
- (৪) বর্ণিত এর নকশা বা কোন অংশে উপরে বর্ণিতরূপ সম্মতি ব্যতীত কোন পরিবর্তন না করা, তদুপরি উহা একটি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা বা করিতে না দেওয়া।
- (৫) বর্ণিত মেয়াদের সকল সময় উল্লেখিত এবং প্রাঙ্গণাদি যথাযথ এবং প্রভূত রক্ষণাবেক্ষণে রাখা এবং বর্ণিত মেয়াদ অন্তে বা উহা বাতিলের সংগে সংগে শান্তিপূর্ণভাবে এইরূপ যথাযথ এবং প্রভূত রক্ষণাবেক্ষণ অবস্থায় ইজারাদাতার নিকট প্রত্যর্পণ করা।
- (৬) এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাঙ্গণাদি বা উহার কোন অংশের প্রত্যেক স্বত্ব নিয়োগ, হস্তান্তর বা উপ-ইজারার সংগে সংগে বা উহার একমাস মেয়াদের মধ্যে এইরূপ স্বত্ব নিয়োগ, হস্তান্তর বা উপ-ইজারার একটি নোটিশ, মিলিটারী এস্টেটস অফিসারকে প্রদান করা, যাহাতে উহা সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ এবং বর্ণনা এবং উহার ফলাফল বিবৃত থাকিবে।

II. **সর্বদা শর্ত থাকে যে,** এবং পূর্বে যাহাই বিবৃত হউক না কেন, যদি এতদ্বারা সংরক্ষিত খাজনার কোন অংশ বকেয়া হয় বা যদি যেই দিবসে উহা প্রদেয় হয় উহা হইতে এক মাসের মধ্যে পরিশোধিত না হয়, উহা দাবী করা হউক বা না হউক, বা যদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর মত অনুসারে, ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ দ্বারা বা তাহার/তাহাদের সংগে সংশ্লিষ্ট বা তাহার/তাহাদের অধীনস্থ কাহারো দ্বারা, এতদপূর্বে বর্ণিত চুক্তির কোন শর্ত বা অংশ লঙ্ঘিত হয়, তখন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে, ইজারাদাতা পূর্বের কোন কারণ বা পুনঃপ্রবেশের অধিকার পরিমার্জনা সত্ত্বেও এতদ্বারা হস্তান্তরিত প্রাঙ্গণাদির কোন অংশে বা উহার উপর অবস্থিত দালানাদির অংশ বিশেষে প্রবেশ করিতে পারিবেন, যাহা সম্পূর্ণ অংশে প্রবেশের সামিল গণ্য হইবে এবং দালানাদি ইজারাদাতার ব্যবহারে থাকিবে এবং তাহার উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই হস্তান্তর সম্পূর্ণরূপে বাতিল হইয়া যাইবে এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পাইবার দাবীদার হইবেন না।

III. **ইহাও শর্ত থাকে যে,** ইতোপূর্বে ব্যবহৃত “গভর্নর জেনারেল” এবং “ইজারা গ্রহীতা”/ “গ্রহীতাগণ” শব্দ সমূহ, যদি এইরূপ ব্যাখ্যা, প্রসংগের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে ইহাতে প্রথমে বর্ণিতটির ক্ষেত্রে, তাহার উত্তরাধিকারী এবং স্বত্ব নিয়োগী এবং পরবর্তীটির ক্ষেত্রে, তাহার/তাহাদের উত্তরাধিকারী, বাস্তবায়নকারী, প্রশাসক বা অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এবং স্বত্ব নিয়োগীদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

উপরে উল্লেখিত সিডিউল নিরূপ।

ঐ সকল ভূমি যাহা-তে অবস্থিত এবং ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে সার্ভে নং- এর (অংশ) হিসাবে রেকর্ডকৃত আছে এবং যাহা নিরূপে সীমানাবদ্ধ -

উত্তরে দ্বারা
দক্ষিণে দ্বারা
পূর্বে দ্বারা
পশ্চিমে দ্বারা

যাহার সাক্ষ্যস্বরূপ এতদসংক্রান্ত পক্ষসমূহ উপরে প্রথমে লিখিত দিন এবং বৎসরে ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন।

দস্তখতকৃত
গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল এর পক্ষে
..... এর উপস্থিতিতে

সাক্ষী
উপরে বর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক
..... এর উপস্থিতিতে দস্তখতকৃত
সাক্ষী

টীকা।- ইজারা সম্পাদনের পূর্বে অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকার এর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

তফসিল ১২

[বিধি ৩৩(১) দ্রষ্টব্য]

কৃষি ভূমি ইজারা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, এতদনুযায়ী নির্ধারিত একটি স্থান, নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ সাপেক্ষে সনের তারিখে ঘটিকায় স্থানে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হইবে। ক্রেতা কর্তৃক সম্পাদনযোগ্য ইজারার ফরম এবং স্থানের নকশা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর অফিসে পরিদর্শন করা যাইতে পারে।

বিবরণসমূহ

- (১) ওয়ার্ড, সার্ভে নং বা সীমানা।
- (২) এলাকা।
- (৩) ইজারার মেয়াদ।

ভোগ দখলের শর্তাবলী

- (১) ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ইজারায় নির্ধারিত তারিখে নিয়মিতভাবে খাজনা পরিশোধ করিতে হইবে।
- (২) ইজারা গ্রহীতা কৃষি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই ভূমি ব্যবহার করিবেন না, এবং ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ধারা ১৪৪ অনুসারে উহা ব্যবহার করিবেন এবং উহাতে বৃক্ষ রোপণ* করিবেন না, উহা হইতে *কংকর খনন করিবেন না, বা কোন,

* যদি ইজারা বৃক্ষ রোপণ, ফলের বাগান বা পাথর আহরণ বা ইট তৈরীর জন্য প্রদান করা হয়, তাহা হইলে অবস্থার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রয়োজনে এই শর্তাবলী পরিবর্তন করিতে হইবে।

পাথর, কাদা বা কোন বর্ণনার খনিজ পদার্থ মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের লিখিত সম্মতি ব্যতীত উহার উপর, উহার মধ্যে বা উহা হইতে আহরণ করিবেন না।

“(২-ক) ইজারা গ্রহীতা ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ধারা ২ এর দফা (iv) এ বর্ণিত দালান ব্যতীত অন্য কোনরূপ দালান নির্মাণ করিবেন না, তবে উহার উপর একটি কূপ স্থাপন করিতে পারিবেন এবং মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত কোন কূপ স্থাপন করিবেন না। অফিসার কমান্ডিং ইন-চীফ, দি কমান্ড এর পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত ভূমির উপর কোন অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করা হইবে না।

(২-খ) ইজারা গ্রহীতা ভূমির উপর অবস্থিত সকল কূপ মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর সম্মতি মত সঠিক অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।”

(৩) ইজারা গ্রহীতা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর লিখিত অনুমোদন ব্যতীত, ভূমি বা উহার কোন অংশ বা উহার কোন স্বত্ব বা দখল তৃতীয় কোন পক্ষের নিকট অর্পণ, ভাড়া প্রদান, হস্তান্তর, ত্যাগ করিবেন না, শর্ত থাকে যে, ইজারার মেয়াদ সমাপ্তির পূর্বে ইজারা গ্রহীতার মৃত্যু হইলে, মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ইজারার বাকি সময়ের জন্য তাহার উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারিগণকে ঐ ভূমি ভোগ দখলের অনুমতি প্রদান করিতে পারেন।

(৪) যদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর মতে ইজারা গ্রহীতা দ্বারা অনুসরণ এবং বাস্তবায়নযোগ্য কোন শর্তের খেলাপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল এর ঐ ভূমির দখল গ্রহণ এবং ইজারা বাতিলের স্বাধীনতা থাকিবে এবং ইজারা গ্রহীতা কোনরূপ ক্ষতিপূরণের দাবীদার হইবেন না।

(৫) গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল এর পক্ষে ইজারার মেয়াদ কালীন দিনের লিখিত নোটিশ প্রদানের পর ভূমির দখল পুনঃগ্রহণ করা আইন সম্মত হইবে, ইহার জন্য পুনঃগ্রহণের সময় ভূমিতে কোন শস্য বর্তমান থাকিলে তাহার যথোচিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে এবং ইজারার অসমাপ্ত মেয়াদের জন্য হারাহারিভাবে খাজনাও পরিশোধ করিতে হইবে।

নিলামের শর্তাবলী।

(১) সর্বোচ্চ দরডাক প্রদানকারীকে ইজারা বরাদ্দ করা হইবে; এবং যদি দুই বা ততোধিক দর ডাক দাতাদের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ দেখা দেয়, তাহা হইলে স্থানটি পুনরায় সর্বশেষ বিবাদহীন দরডাকের জন্য উপস্থাপন করা হইবে। নিলামকারী কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের কম কোন অর্থ প্রত্যেক দর ডাকের ক্ষেত্রে কেহ অগ্রিম হিসাবে প্রদান করিবেন না এবং কোন দর ফেরৎ লাগিয়া হইবে না। বিক্রেতা দর ডাক প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

(২) বিক্রয়ের পর সর্বোচ্চ দর ডাকদাতা সংগে সংগে নিলামকারীর নিকট তাহার প্রদত্ত দর ডাকের এক বৎসরের/বৎসরের এক চতুর্থাংশ সময়ের/এক মাসের সমপরিমাণ টাকা জমা দিবেন এবং নিবেদিত চুক্তি ফরম এ একটি ইজারা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে দস্তখত করিবেন।

(৩) ইজারা মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে উহার বরাদ্দ নিশ্চিতকরণের ৩০ দিনের মধ্যে সম্পাদিত হইবে। যদি বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ না করা হয়, তাহা হইলে সর্বাধিক দরদাতার জমাকৃত অর্থ তাহাকে ফেরৎ প্রদান করা হইবে।

(৪) স্থানটিকে বিবরণে যেইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সঠিক হিসাবে বিশ্বাস করা এবং মনে করা হইবে এবং উহাতে কোন ভুল পাওয়া গেলে, তাহাতে বিক্রয় বাতিল হইবে না বা উহার জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না।

(৫) যদি সর্বোচ্চ দর ডাকদাতা এই সকল শর্তাদি পূরণে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তাহার জমাকৃত অর্থ বিক্রেতার অনুকূলে জন্ম হইবে, যাহার পুনরায় বিক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণের স্বাধীনতা থাকিবে, যাহা বর্তমান নিলামে সর্বোচ্চ দর ডাকদাতাকে জানাইয়া বা না জানাইয়া হইতে পারে।

স্মারক।- অদ্য উপরে বর্ণিত বিবরণের অন্তর্গত স্থানটি নিলামে বিক্রয়ে সর্বোচ্চ দর ডাকাদাতা ছিলেন এবং তাহাকে টাকা বাৎসরিক/বৎসরের এক চতুর্থাংশ/মাসিক খাজনায় কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণ শর্তে, ক্রেতা ঘোষণা করা হয় এবং উল্লেখিত এর নিকট গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল এর (বিক্রেতা) প্রতিনিধি এবং তাহার পক্ষে টাকা জমা হিসাবে পরিশোধ করিয়াছেন এবং তিনি এতদ্বারা উপরে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসারে এবং উহার সহিত সংযোজিত *ফরমে (যাহার অধীনে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ হইতে খাজনা প্রদেয় করা হইবে) একটি ইজারা সম্পাদন করিতে রাজি হইয়াছেন এবং বিক্রেতার প্রতিনিধি হিসাবে বর্ণিত এতদ্বারা উল্লেখিত জমা গ্রহণ স্বীকার করিতেছেন।

দস্তখতকৃত ক্যান্টনমেন্ট সনের তারিখ

দস্তখত।

তফসিল ১৩

[বিধি ৩৪(১) দ্রষ্টব্য]

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর বরাদ্দ রেজিস্টার (কৃষি ভূমিসমূহ)

সার্ভে নং	এলাকা একরে	মন্তব্য (ভূমির ধরন এবং মূল হস্তান্তরের মেয়াদ, ইত্যাদি	বৎসর	বাৎসরিক একর প্রতি খাজনা				
				সার্ভে নং-১০০	সার্ভে নং-১০১	সার্ভে নং-১০২	সার্ভে নং-১০৩	সার্ভে নং-১০৪
১	২	৩	১	২				
১০০	২.৫	১৯২৩ সনে গর্তকৃত। বাৎসরিক ইজারায়োগ্য।	১৯২৪-২৫	টাকা ১০	টাকা ৭	টাকা-	টাকা ১৪	টাকা ৯
১০১	১.৭৫	১৯১৩ সন হইতে গর্ত করা হয় নাই। বাৎসরিক ইজারায়োগ্য	১৯২৫-২৬ ১৯২৬-২৭	৯-৮ ৮	৭ ৫	- -	১৪ ১৪	৯ ৯
১০২	.৮৫	বালুময়, কৃষি যোগ্য নহে।	১৯২৭-২৮-৭	৭	৬-৮	-	১৫	৯
১০৩	৩.৩০	আমগাছ এবং দুইটি কূপ আছে। এক সংগে তিন বৎসরের জন্য ইজারায়োগ্য।						
১০৪	৭.৫০	বিনোদনের স্থান। জিমখানা ক্লাবের জন্য ভারত সরকারের অনুমোদন নং-১২৩৪, তারিখ ৩ এপ্রিল, ১৯২৪ মারফত ৩০ বৎসর মেয়াদে ইজারা প্রদত্ত।						

* ইজারা ফরম দস্তখতের পূর্বে এই স্মারকের সংগে সংযোজন করিতে হইবে।

তফসিল ১৪

[বিধি ৩৫(১) দ্রষ্টব্য]

কৃষি ভূমি ইজারা।

এই চুক্তিনামা সনের তারিখে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল (এতদপরতীতে ইজারাদাতা নামে অভিহিত) প্রথম পক্ষ এবং (এতদপরবর্তীতে ইজারা গ্রহীতা/ইজারা গ্রহীতাগণ নামে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত হইল।

যেহেতু ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ধারা ২৮০ এর অধীনে প্রণীত বিধি সমূহের আওতায় মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ক্যান্টনমেন্ট, (এতদপরবর্তীতে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নামে অভিহিত) ইজারা দাতার পক্ষে (..... এর নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে) এতদপরবর্তীতে বর্ণিত ভূমি ইজারা গ্রহীতা/ইজারা গ্রহীতাগণের নিকট ইহাতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর করিতে রাজি হইয়াছেন।

এখন এই চুক্তিনামা এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এতদ্বারা সংরক্ষিত খাজনা এবং ইজারা গ্রহীতা/ইজারা গ্রহীতাগণ দ্বারা এতদসংগে অন্তর্ভুক্ত শর্তসমূহ এর বিবেচনায় ইজারাদাতা ইজারা গ্রহীতা/ইজারা গ্রহীতাগণকে ঐ সকল ভূমির প্লট, যাহার আয়তন বা প্রায় এরূপ, যাহা ক্যান্টনমেন্ট এর এলাকায় অবস্থিত এবং যাহা এতদপরবর্তীতে লিখিত তফসিলে বর্ণিত হইয়াছে, যাহার সীমানা এই চুক্তি সংযুক্ত নকশায় চিহ্নিত হইয়াছে এবং যাহাতে রঙ দ্বারা দেখানো হইয়াছে, উহা এতদ্বারা হস্তান্তর করিলেন। ইহাতে ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ, তাহাদের অনুমোদিত উত্তরাধিকারী এবং স্বত্ব নিয়োগীগণ তারিখ হইতে পর্যন্ত মেয়াদে উহার জন্য বার্ষিক/ত্রৈমাসিক/মাসিক টাকা অগ্রিম খাজনা পরিশোধ করিয়া ভোগদখল করিবেন।

I. ইজারা গ্রহীতা/ইজারা গ্রহীতাগণ তাহার/তাহাদের নিজের/নিজেদের তাহার/তাহাদের উত্তরাধিকারী এবং স্বত্ব নিয়োগীদের পক্ষে ইজারাদাতার সংগে চুক্তিবদ্ধ হইলেন –

- (১) বর্ণিত ইজারা মেয়াদে উল্লেখিত বার্ষিক/ত্রৈমাসিক/মাসিক খাজনা যেই সময় এবং পদ্ধতিতে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এবং বর্তমান বা এতদপরতীতে বর্ণিত ভূমি সম্পর্কিত সকল শুল্ক, অধিশুল্ক এবং মূল্যায়নকৃত অর্থ পরিশোধ করা।
- (২) বর্ণিত ভূমি কৃষি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে এবং ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ধারা ১৪৪ এ বর্ণিত বিধান বহির্ভূতভাবে ব্যবহার না করা, এবং মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত উহার উপর, উহার মধ্যে বা উহা হইতে বৃক্ষ রোপণ* না করা, কোনরূপ কংকর খনন না করা বা কোনরূপ বালু, কাদা বা যেই কোন বর্ণনার খনিজ পদার্থ অপসারণ না করা।
- (৩) (ক) বর্ণিত ভূমিতে ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪ এর ধারা ২ দফা (iv) তে বর্ণিত দালান ব্যতীত অন্য কোনরূপ দালান নির্মাণ না করা, তবে একটি কূপ স্থাপন করা যাইবে।
- (খ) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর লিখিত অনুমোদন ব্যতীত, বর্ণিত ভূমিতে কোন কূপ স্থাপন না করা বা অফিসার কমান্ডিং ইন-চীফ, দি কমান্ড এর লিখিত অনুমোদন ব্যতীত কোন বহনযোগ্য বা অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ না করা।
- (৪) ঐ ভূমিতে অবস্থিত সকল কূপসমূহ মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সন্তুষ্টিমত সঠিক অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- (৫) এই ইজারার মেয়াদ শেষে বা উহা বাতিল হওয়ার সংগে সংগে এতদ্বারা হস্তান্তরিত ভূমির দখল শান্তিপূর্ণভাবে ইজারাদাতার নিকট প্রত্যর্পণ করা।

* যদি ফলের বাগান স্থাপন বা পাথর আহরণ বা ইট তৈরীর জন্য ইজারা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই শর্তসমূহ প্রয়োজনের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিতে পরিবর্তন করিতে হইবে।

(৬) মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত বর্ণিত ভূমিতে বা উহার কোন অংশে স্বত্ব নিয়োগ, ভাড়া দেওয়া, হস্তান্তর বা দখল এই দলিলমূলে প্রাপ্ত তাহার/ তাহাদের কোনরূপ অধিকার বা স্বার্থ ত্যাগ না করা।

II. **সর্বদা শর্ত থাকে যে,** বর্ণিত মেয়াদে যেই কোন সময় বা সময়সমূহে, ইজারাদাতার জন্য দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া, ভূমির দখল গ্রহণ এবং ইজারা বাতিল করা, আইন সঙ্গত হইবে, যাহার জন্য ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ করা হইবে না, তবে যদি পুনঃগ্রহণের সময় ভূমিতে কোন শস্য বর্তমান থাকে, উহার জন্য যথাযথ অর্থ পরিশোধ করা হইবে, এবং ঐ সময়ে বর্ণিত মেয়াদের অসমাপ্ত সময়ের জন্য হারাহারি হারে খাজনাও প্রদান করা হইবে।

III. **ইহাও শর্ত থাকে যে,** বর্ণিত মেয়াদ শেষ বা বাতিল হওয়ার পূর্বে ইজারাদাতা/ইজারা দাতাগণের বা ঐ সময়ে বর্ণিত সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে এইরূপ মৃত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারিগণ, মেয়াদের বাকি অংশের জন্য, ঐ ভূমি ভোগদখলের অধিকারী হইবেন, যদি উহা লিখিতভাবে মিলিটারী এস্টেটস অফিসার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে ইহা বর্ণিত চুক্তি এবং শর্তাবলী সাপেক্ষে হইবে, এবং যদি, এইরূপ কোন ব্যক্তি না থাকেন, যিনি এইরূপে সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং বর্ণিত মেয়াদে বর্ণিত ভূমি ভোগ দখল করিবেন, তাহা হইলে, উল্লেখিত এতদ্বারা বরাদ্দকৃত মেয়াদ বাতিল হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে, যাহা পূর্বে বর্ণিত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

IV. **ইহাও শর্ত থাকে যে,** এবং পূর্বে যাহাই বিবৃত হউক না কেন, যদি এতদ্বারা সংরক্ষিত খাজনার কোন অংশ বকেয়া হয় বা যদি যেই দিবসে উহা প্রদেয় হয়, উহা হইতে এক মাসের মধ্যে পরিশোধিত না হয়, উহা দাবী করা হউক বা না হউক, বা যদি মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর মত অনুসারে ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ দ্বারা বা তাহার/তাহাদের সংগে সংশ্লিষ্ট বা তাহার/তাহাদের অধীনস্থ কাহারো দ্বারা এতদপূর্বে বর্ণিত চুক্তির কোন শর্ত বা অংশ লঙ্ঘিত হয়, তখন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে, ইজারাদাতা উহার পরবর্তী যেই কোন সময়ে বর্ণিত ভূমির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই হস্তান্তর সম্পূর্ণরূপে বাতিল হইয়া যাইবে এবং ইজারা গ্রহীতা/গ্রহীতাগণ কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পাইবার দাবীদার হইবেন না।

উপরে উল্লেখিত তফসিল।

যাহার সাক্ষ্যরূপ পক্ষসমূহ ইহার উপরে প্রথমে লিখিত দিন এবং বৎসরে তাহাদের দস্তখত প্রদান করিলেন।

দস্তখতকৃত

গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল এর পক্ষে

..... এর উপস্থিতিতে

সাক্ষী

উপরে বর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক

..... এর উপস্থিতিতে দস্তখতকৃত

সাক্ষী

টীকা।- (i) চার বৎসরের অনধিক মেয়াদের ইজারা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক উহার নিজস্ব উদ্যোগে প্রদান করা যাইতে পারে।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর ব্যবস্থাপনামূলক “খ” শ্রেণীর ভূমির চার বৎসরের অধিক মেয়াদের ইজারার জন্য অফিসার কমান্ডিং ইন-চীফ, দি কমান্ড এর অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার কর্তৃক “ক”(২) শ্রেণীর ভূমির পাঁচ বৎসরের অনধিক মেয়াদের ইজারার জন্য অফিসার কমান্ডিং ইন-চীফ, দি কমান্ড এর অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

(ii) চার বৎসরের অধিক মেয়াদের ইজারা সমূহের জন্য কালেক্টার এর অনুমোদন এবং অফিসার, কমান্ডিং ইন-চীফ, দি কমান্ড এর নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন হয়।

(iii) দশ বৎসরের অধিক মেয়াদের ইজারাসমূহের জন্য কালেক্টার এর অনুমোদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার এর নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন হয়।

তফসিল ১৫

[বিধি ৩৭(২) দ্রষ্টব্য]

পৃষ্ঠা ১

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

এর বরাদ্দ রেজিস্টার

(বিবিধ স্থানসমূহ)

(ইজারার জন্য আবেদনের ফরম যাহা আবেদনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

প্রতি

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ক্যান্টনমেন্ট।

তারিখ

জন্মাব,

আমি এতদ্বারা উদ্দেশ্যে এলাকায়
অবস্থিত একর ভূমির ইজারা বরাদ্দের জন্য আবেদন করিতেছি।

আবেদনকৃত এলাকার একটি নকশা এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল।

ভূমিতে কোন দালানাদি নির্মাণ করা হইবে না এবং শুধু ইজারা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সীমানা দেওয়াল, বেড়া বা ঝোপের বেড়া নির্মাণ করা হইবে।

আমি অনুরোধ জানাইতেছি যে, বৎসরের জন্য ইজারা বরাদ্দ করা হউক।

আমি ভূমি হস্তান্তর বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত শর্তসমূহ মানিয়া চলিতে সম্মত আছি এবং যদি এই ভূমি জরিপ এবং সীমানা নির্দেশনার জন্য কোন অর্থ ব্যয় হয়, উহা জমা করিতে সম্মত আছি, তবে ধারণা এই যে, যদি ঘটনাক্রমে ঐ ভূমি অন্য কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ করা হয়, তবে আমার জমাকৃত অর্থ আমাকে ফেরৎ প্রদান করা হইবে।

আমি অনুরোধ করিতেছি যে, এই ভূমি আমাকে নিবর্ণিত কারণসমূহের জন্য নিলামের পরিবর্তে বেসরকারী চুক্তির মাধ্যমে বরাদ্দ করা হউক :-

বিনীত

পৃষ্ঠা ২

বরাদ্দ রেজিস্টার। বিবিধ স্থান।

(নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা পূরণ করিতে হইবে, আবেদনকারী দ্বারা নহে)

জরিপ নম্বর এবং/বা অবস্থান। ভূমির শ্রেণী। জরিপ নম্বর এর পূর্ণ আয়তন, যদি থাকে।

- ১। দরখাস্তের তারিখ।
- ২। আবেদনকৃত এলাকার পরিমাণ।
- ৩। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা।

- ৪। আবেদনকৃত ইজারার মেয়াদ।
- ৫। আবেদনের উদ্দেশ্য।
- ৬। স্টেশন কমান্ডারের আদেশ।
বোর্ড সিদ্ধান্তের অনুলিপি।
- ৭। কালেক্টার এর মতামত।
- ৮। অফিসার কমান্ডিং ইন-চীফ, দি কমান্ড এর নিকট অগ্রবর্তীকৃত।
- ৯। কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিধি ৩৭ এর অধীনে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ।
- ১০। জরিপ এবং সীমানা চিহ্নিতকরণের তারিখ এবং খরচ এবং খরচ জমা প্রদানের তারিখ।
- ১১। খাজনার আদর্শ ছক অনুসারে নির্ধারিত বার্ষিক খাজনা।
- ১২। ইজারার উপর সংরক্ষিত প্রিমিয়ামের মূল্য।
- ১৩। বিজ্ঞপিত নিলাম নোটিশ।
- ১৪। নিলামের তারিখ।
- ১৫। সফল দর ডাকদাতা।
- ১৬। দর ডাকের পরিমাণ।
- ১৭। কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিধি ৩৭ এর অধীনে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ।
- ১৮। ইজারা নং এবং তারিখ।
- ১৯। ইজারা নিবন্ধন এর তারিখ।

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার
একজিকিউটিভ অফিসার

তারিখ

পৃষ্ঠা ৩

স্থানের নকশা
জরিপ নং
উপ-বিভাগ
এলাকা

সরেজমিনে জরিপকৃত এবং সীমানা চিহ্নিত

তারিখ

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার
একজিকিউটিভ অফিসার

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ক্যান্টনমেন্টের ভারত জরিপ ম্যাপে উপ-বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং সাধারণ ভূমি রেজিস্টারে যথাযথরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

তারিখ

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার

[১০৯]

তফসিল ১৬

[বিধি ২৮(৩), ৩৫(৩) এবং ৩৭(৪) দ্রষ্টব্য]

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার সার্কেল
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ক্যান্টনমেন্ট

..... ক্যান্টনমেন্ট।

ইজারা নং জরিপ নং এলাকা

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার এর বরাদ্দ রেজিস্টার (নির্মাণ স্থানসমূহ) পৃষ্ঠা নং
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড (কৃষিজ

বিবরণসমূহ :

দালানের নং এবং নাম

কৃষি প্লট এর নং

ইজারার বিবরণ (তফসিল নং)

কি উদ্দেশ্যে

কোন মেয়াদে

সম্পাদনের তারিখ

নিবন্ধনের তারিখ

মেয়াদ শেষের তারিখ

প্রদেয় খাজনার পরিমাণ টাকা যেই তারিখ তারিখে প্রদেয় হইবে

মূল ইজারা গ্রহীতার নাম

নাম খারিজ : কিভাবে কার্যকর হইয়াছে, পূর্ণ বিবরণ

টীকাসমূহ

তফসিল ১৭

[বিধি ৩৯(১) দ্রষ্টব্য]

..... ক্যান্টনমেন্টে একটি স্থান দখল করার লাইসেন্স।

এই লাইসেন্স, পিতা
 কে হিসাবে, একটি স্থান, যাহার পরিমাণ
 বর্গগজ বর্গফুট, যাহা জরিপ নং তে অবস্থিত * (এবং যাহার আয়তন
 এতদসংযুক্ত স্থানের নকশায় চিহ্নিত আছে), ইহা উদ্দেশ্যে প্রতি মাস/দিবসে
 টাকা পরিশোধ শেষে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ সাপেক্ষে প্রদান করা হইল :-

- (১) এই লাইসেন্সের অধীনে প্রদত্ত অধিকার, স্থানের উপর কোন যাতায়াতের সুবিধাদি বা উহার উপর বা কোন স্বত্ত্বের উপর বর্তায় না।
- (২) এই লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হইতে ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বাতিল করার অগ্রিম নোটিশ প্রদান না করা হয়।
- (৩) লাইসেন্স প্রদানকারী লাইসেন্স গ্রহণকারীকে দিনের/মাসের নোটিশ প্রদান করিয়া উহা বাতিল করিবার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
- (৪) লাইসেন্স বাতিলের সপ্তাহের মধ্যে, স্থান হইতে যেই কোন বস্তু বা দালানাদি অপসারণ করিবার অধিকার লাইসেন্স গ্রহণকারীর রহিয়াছে। শর্ত থাকে যে, যদি লাইসেন্স গ্রহণকারী এইরূপ স্থান হইতে কোন বস্তু বা দালানাদি অপসারণ করিতে ব্যর্থ হন, তবে ঐ গুলি কেন্দ্রীয় সরকার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্পত্তিতে পরিণত হইবে, যাহার জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে না এবং উহার উপর লাইসেন্স গ্রহণকারীর আর কোন দাবী থাকিবে না। এই সকল অপসারণ করিতে কোন ক্ষতি হইলে লাইসেন্স গ্রহণকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।
- (৫) এই লাইসেন্স, লাইসেন্স গ্রহণকারী হস্তান্তর করিতে পারিবেন না বা উহার স্বত্ত্ব অন্য কাহাকেও প্রদান করিতে পারিবেন না বা ইহা তাহার কোন কর্মচারী বা প্রতিনিধি ব্যবহার করিতে পারিবেন না।
- (৬) লাইসেন্সে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে স্থানটি অবশ্যই ব্যবহার করা যাইবে না।
- (৭) স্থানটির উপর, যদি অনুমোদন প্রদান করা হয় তবে, শুধু অস্থায়ী ধরনের দালানাদি নির্মাণ করা হইবে এবং এই বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে।
- (৮) এই লাইসেন্স বাতিল নোটিশ প্রদানের পর বা উহার মেয়াদ শেষে, কেন্দ্রীয় সরকার/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, লাইসেন্স গ্রহণকারীকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন না।

দস্তখত

তারিখ

মিলিটারী এস্টেটস অফিসার
 ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

আমি লাইসেন্স গ্রহণকারী, লাইসেন্স এ উল্লেখিত সকল
 নিয়মাবলী ও শর্তাবলী সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত আছি এবং ঐগুলি মানিয়া চলিতে রাজি হইয়াছি।

দস্তখত

* এক মাসের অধিক মেয়াদের লাইসেন্সের ক্ষেত্রে স্থানের নকশা সংযোজন করিতে হইবে।

তফসিল ১৮

[বিধি ৩৯(৩) দৃষ্টব্য]

অস্থায়ী ভিত্তিতে ভূমি দখলের লাইসেন্স রেজিস্টার

..... বৎসর

..... ক্যান্টনমেন্ট

১	লাইসেন্সের ক্রমিক নং	
২	জরিপ নং এবং অবস্থান	
৩	এলাকা	
৪	লাইসেন্স প্রদানের উদ্দেশ্য	
৫	লাইসেন্স গ্রহণকারীর নাম	
৬	লাইসেন্স এর মেয়াদ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এবং এমইও বা ইও এর দস্তখত	
৭	ক্যান্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত বা এমইও এর আদেশের নং এবং তারিখ	
৮	আরোপিত ফি	
৯	আদায়ের তারিখ এবং এমইও বা ইও এর দস্তখত	
১০	প্রাপ্তি রশিদ এর নং	
১১	সাধারণ কাশ বই এর অন্তর্ভুক্তি নং এবং তারিখ	
১২	দখল বাতিলের নমুনা হিসাবে এমইও বা ইও এর দস্তখত	

টীকা।- যদি চরাণোর উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি গবাদি পশুর জন্য অনুমতি প্রদানের নিয়ম বলবৎ থাকে, তবে উহার হিসাব এই রূপ বইতে রাখা হইবে, যাহার মূল কপি এবং প্রতিলিপি আছে এবং উহার জন্য এই রেজিস্টারে কোন অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন নাই।

তফসিল ১৮

[বিধি ৪৬(২) দ্রষ্টব্য]

কেন্দ্রীয় সরকারের পাওনা সংক্রান্ত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড রেজিস্টার

শ্রেণী “গ” ভূমিসমূহ

ক্রমিক নং	কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বোর্ডের উপর ন্যস্ত করার নং এবং তারিখ	যেই উদ্দেশ্যে ন্যস্ত	কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদেয় অর্থ		কলাম ৪ ও ৫ এর যোগফল	কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিশোধিত অর্থ, ট্রেজারী চালানের নং ও তারিখ	বকেয়া পাওনা	(যদি কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেয় অর্থ পুন: বিবেচনার কোন তারিখ নির্ধারণ করিয়া থাকে, উহা তারিখসহ উল্লেখ করিতে হইবে)।
			বকেয়া	চলতি সন এর জন্য				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯